ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

লকডাউনে অবসাদের শিকার আবীর

আনন্দ প্লাস

দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে, কড়া প্রশাসনও

নবান্নে আজ সর্বদল বৈঠক ৫

ক্ষমা চাইলেন পঞ্চায়েত সদস্য

ক্ষতিপূরণ বিক্ষোভ ৫

করোনা-আক্রান্ত জোকোভিচ

সংক্রমণ স্ত্রীরও খেলা

www.anandabazar.com | কলকাতা ১০ আষাঢ় ১৪২৭ বুধবার ২৪ জুন ২০২০ শহর সংস্করণ ৫ টাকা | ১৪ পাতা XXCL

রোগীকে ফেরালেই কড়া শাস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা

মৌখিক নির্দেশে কাজ হয়নি। তাই এ বার সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীদের ভর্তি নিয়ে হয়রানি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

মঙ্গলবার রাতে সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের জন্য পৃথক নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, রোগী প্রত্যাখ্যানের রিপোর্ট পেলে ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস অ্যাক্টে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হতে পারে। সরকারি হাসপাতাল রোগী ফেরালে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সার্ভিস রুল অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এই নির্দেশ যাতে কার্যকর হয়, তা সরকারি হাসপাতালের সুপারদের নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। কারণ ব্যাখ্যা করে জানানো হয়েছে, করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নির্দেশিকা জারি হয়েছে। তা-ও রোগী প্রত্যাখ্যানে ছেদ পড়েনি। সরকারি নির্দেশ মানার প্রশ্নে হাসপাতালগুলির আচরণ 'গয়ংগচ্ছ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গত সপ্তাহেই বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে বৈঠকে রোগী প্রত্যাখ্যান নিয়ে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যসচিব রাজীব সিংহ। এ দিনের নির্দেশ তাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ।

আজ আবহাওয়া

আকাশ মেঘলা থাকবে। দু-এক পশলা বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩° সেলসিয়াস

গত কাল

সর্বোচ্চ ৩২.৫° (স্বাভাবিক)

সর্বনিম্ন ২৭.০° (স্বাভাবিক)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪% এবং ৭১%

বৃষ্টিপাত: ২.০৫ মিলিমিটার

লাদাখ সফরে সেনাপ্রধান

সেনা সরাতে রাজি দু'দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি ও শ্রীনগর, ২৩ জুন: পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চোখে-চোখ রেখে দাঁড়ানো অবস্থান থেকে অবশেষে সরে আসতে রাজি হল ভারত ও চিন। তবে আজই চিনা সেনার সংঘর্ষে আহত ভারতীয় জওয়ানদের দেখতে লাদাখে গিয়ে সেনাপ্রধান এম এম নরবণে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতের পক্ষ থেকে কোনও উস্কানি দেওয়া না-হলেও সীমান্ত পাহারায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখানো হবে না।

গত কাল চুসুল-মলডো সীমান্তে বৈঠকে বসেন লেফটেন্যান্টে জেনারেল হরিন্দর সিংহ ও চিনা মেজর জেনারেল লিউ লিন। সেনা সূত্রে বলা হচ্ছে, ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় যে সব এলাকায় দু'দেশের সেনা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরানো হবে বাড়তি সেনা ও কামান। তবে কাজটি যে সময়সাপেক্ষ তা মেনে নিয়েছে দু'দেশই। কেন্দ্রের একটি সূত্র জানিয়েছে, এ ধরনের পদক্ষেপ ছোট হলেও সীমান্তে শান্তি ফেরানোর প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ।

চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ন আজ জানান, পরিস্থিতি ঠান্ডা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এ ব্যাপারে গত কাল কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে যে সমঝোতা হয়েছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছে চিন। তাৎপর্যপূর্ণ হল, গত কালের বৈঠক নিয়ে আজ বেলা একটা পর্যন্ত সরকারি ভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি দিল্লি। দুপুরে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য জানার পরেই মুখ খোলে ভারতীয় সেনা। সূত্রের মতে, বেজিং ওই বৈঠককে কতটা ইতিবাচক ভাবে দেখছে, তা আগে দেখে নিতে চাইছিল সাউথ ব্লক।

তবে প্যাংগং হ্রদ এলাকায় যে বিপুল সংখ্যক চিনা সেনা বাঙ্কার, নজরদারি চৌকি বানিয়ে বসে রয়েছে, তাদের সরানোর ব্যাপারে কতটা সাফল্য পাওয়া যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বিশেষ করে ফিঙ্গার ৪ থেকে ফিঙ্গার ৮-এর বিতর্কিত এলাকায় এত দিন দু'সেনার নজরদারি চালালেও, এখন ভারতের পক্ষে পেট্রোলিং করতে যাওয়াই কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিনা সেনা যে ভাবে ওই এলাকায় পরিকাঠামো নির্মাণ করে ঘাঁটি বানিয়েছে তাতে কতটা তারা এলাকা ছাড়তে চাইবে তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন সেনাকর্তারা। সেনা সূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে, আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন পথে গড়ায় তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। এর আগে গত ৬ জুন দু'দেশের সেনা কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকেই সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমন ও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছিল। চিন প্রতিশ্রুতি মতো তাদের তাঁবু ভেঙেছে কিনা তা দেখতে গিয়েই ১৫ তারিখ রাতে আক্রান্ত হন কর্নেল সন্তোষ বাবু এবং তাঁর সঙ্গী জওয়ানেরা। নিহত হন ২০ জন সেনা।

তাই গত কালের বৈঠকে উত্তেজনা কমার আবহ তৈরি হলেও সীমান্তে পাহারার প্রশ্নে কোনও ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতী নয় ভারত। এখন গালওয়ানের বিতর্কিত এলাকাগুলিতে ভারতের সেনার তুলনায় উঁচুতে, পাথরের আড়ালে রয়েছে চিনা সেনা। রাতের অন্ধকারে তাদের উপরে নজর রাখতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর থার্মাল ইমেজিং যন্ত্র বসিয়েছে ভারত।

সেনাপ্রধান নরবণে আজ লে-তে ১৪ কোরের সেনাকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, চিনা সেনা যাতে আর কোথাও অনুপ্রবেশ করতে না-পারে সে জন্য প্রয়োজনে নজরদারি বাড়াতে হবে। আগামিকাল নোবরা সেক্টরে সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন তিনি।

■ **উৎসবমুখর:** রথযাত্রা শুরুর আগে সেবায়েতদের ভিড় *(খবর পৃঃ ৬)*। মঙ্গলবার পুরীতে। *পিটিআই*

বিকেল ৫টাতেই তিন রথ গুন্ডিচায়!

রঘুনাথ গোছিকর

সেবায়েত ও সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম আবেদনকারী

জন্মেছি পুরীতে। মন্দিরে বেড়ে ওঠা। এই দিনটার দিকে তাকিয়ে থাকি সারা বছর। তবু এ বারের রথযাত্রা ইতিহাস হয়ে থাকবে। যে রথের রশি এক বার স্পর্শ করতে ধনী-দরিদ্র, নামী-অনামী ভক্তেরা ঝাঁপিয়ে পড়েন, সারিবদ্ধ হয়ে সেই রথ টানছেন শুধু মন্দিরের সেবায়েতরা।

শ্রীমন্দিরের সামনে থেকে গুন্ডিচা মন্দির পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার রাস্তা বড় দাগুের এমন ফাঁকা চেহারা— রথে কখনও কল্পনা করিনি। তবু এ বছর এই পথে রথ টেনে নিয়ে যাওয়ার অভাবনীয় অভিজ্ঞতা ভুলতে পারব না। পিছনের চারটে দিন যে কী উৎকণ্ঠায় কেটেছিল! আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবারের কুল-পান্ডা। চার বছর আগে মোদী জগন্নাথ-দর্শনে আসার সময় মন্ত্র পড়ে নিজে ওঁর হাতে প্রদীপ দিয়ে আরতি করিয়েছি। করোনার প্রকোপে মন্দিরে দর্শন বন্ধ হওয়ার পরে বার কয়েক পিএমও-তে ফোন করে কথা বলি। এই দুঃসময়ে রথযাত্রা হওয়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ, প্রধানমন্ত্রীকে সেই খবরটা দিতে চাইছিলাম। সুপ্রিম কোর্ট রথযাত্রা বন্ধ করতে বলেছে, শুনেও বিশ্বাস করিনি! তবে আমি নিজে আইনজীবী। তাই সে দিনই সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করে সিদ্ধান্ত রদ করতে বলি। এর মধ্যে প্রশাসনের তরফে আমারও কোভিড-পরীক্ষা হয়ে গেল। নেগেটিভ! তবু বুঝতে পারছিলাম না, প্রভু কী চান। শেষ পর্যন্ত রথযাত্রা হবে শোনার পরে আনন্দে চোখে জল আসছিল।

এর পর পৃঃ ৬ ►

ভিসা-দুশ্চিন্তা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৩ জুন: 'ভূমিপুত্রের ভরসায় আত্মনির্ভর আমেরিকা!' ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষণায় প্রবল দুশ্চিন্তায় ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প।

অভিবাসন আর বিদেশি কর্মী নিয়োগ ছাঁটাইকে পাখির চোখ করা ট্রাম্প অনেক দিন থেকেই বলছিলেন, এইচ-১বি, এল-১ এর মতো ভিসায় নতুন কর্মী আসার স্রোত আটকানোর কথা। এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বড় অংশ মনে করছে, করোনায় কোণঠাসা অবস্থায় এবং আমেরিকায় চড়া বেকারত্বের 'সুযোগে' ভোটের মুখে সেই কাজ সেরে ফেললেন তিনি।

বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল। নতুন কাজের বরাত নগণ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো তথ্যপ্রযুক্তি-বাজেটও কাটছাঁট করছে অধিকাংশ সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের ঘোষণা তাই এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘুম কেড়ে নিচ্ছে সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার-সহ ওই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু কর্মীর। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, সে দেশে বেকারত্ব চরমে। তাই অন্তত এ বছরের শেষ পর্যন্ত নতুন করে আর দেওয়া হবে না চার ভিসা। এইচ-১বি, এল, এইচ-২বি এবং জে। ওই ভিসায় ভর করে যাঁরা এই মুহূর্তে আমেরিকায় কাজ করছেন, তাঁদের

এর পর পৃঃ ৭ ►

বাতিল ভিসা পরিচিতি

এইচ-১বি: কাজের সূত্রে মার্কিন মুলুকে অস্থায়ী ভাবে থাকার ছাড়পত্র ■ সাধারণত তিন বছর পর্যন্ত থাকা যায়। প্রয়োজনে বাড়িয়ে ছ'বছর ■ ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, হিসেব রক্ষণের মতো যে সব কাজে বিশেষ দক্ষতা লাগে, তাতে আমেরিকার মাটিতে এক জন বিদেশিকে নিয়োগ করতে এই ভিসা লাগে। সঙ্গে নেওয়া যায় পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের

এল: আমেরিকার মাটিতে ব্যবসা করা সংস্থা কোনও কর্মীকে অন্য দেশ থেকে বদলি করে সে দেশে নিয়ে যেতে গেলে লাগে এল-১ ভিসা। সঙ্গী/ সঙ্গিনীর এল-২ ■ সাধারণত মেয়াদ ৩ মাস থেকে ৫ বছর

এইচ-২বি: অল্প দিনের জন্য সাময়িক ভাবে বাড়তি কর্মী নিয়োগের কাজে লাগে। ব্যবহার কৃষি ছাড়া বাকি শিল্পে

জে: পড়াশোনা, গবেষণা, সংস্কৃতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্য দেশের প্রতিষ্ঠান থেকে মূলত 'এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে' এই স্বল্প মেয়াদি ভিসা লাগে

বিমান চালাতে শর্ত ভারতকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

এয়ার ইন্ডিয়ার চার্টার্ড বিমানে ভারতীয়দের ফেরাতে মার্কিন সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হবে। সোমবার সে দেশের পরিবহণ দফতর এ কথা জানিয়েছে। আগামী ২২ জুলাই থেকে আমেরিকায় ভারতীয় সংস্থার বিমান চালাতে এই অনুমোদন নিতে হবে। করোনা আবহে বিভিন্ন দেশে আটকে থাকা ভারতীয়দের ফেরাতে 'বন্দে ভারত মিশন' চালু করেছে মোদী সরকার। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বক্তব্য, চার্টার্ড বিমানে উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে ভারত 'অন্যায্য ও পক্ষপাতমূলক' পদক্ষেপ করছে। মার্কিন বিমান সংস্থাগুলিকে উদ্ধারকাজ চালানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

সবিস্তার পৃঃ ৬ ►

জুলাইয়েও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধই

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্কুল তো বন্ধই। করোনার কারণে রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনও ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত শুক্র-শনিবার নাগাদ জানানো হবে। আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত সিমেস্টারের বিষয়ে রাজ্য সরকারের 'অ্যাডভাইজ়রি' বা পরামর্শ-নির্দেশিকা দেওয়া হবে শুক্রবার।

প্রথমে ঠিক ছিল, রাজ্যে ১০ জুন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। পরে সিদ্ধান্ত হয়, ৩০ জুন পর্যন্ত সব স্কুল বন্ধ থাকবে। আরও পরে ঠিক হয়, পুরো জুন মাস বন্ধ থাকবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর মনে হচ্ছে, স্কুল খুলতে জুলাই হয়ে যাবে। তার পরে স্কুলে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী এ দিন বলেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১ জুলাই পর্যন্ত পঠনপাঠন বন্ধ থাকলেও প্রশাসনিক কাজকর্ম চলবে।"

উপাচার্যেরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পড়ুয়ারা বাইরে থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত সিমেস্টারের পরীক্ষা দিন। পরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, অনেক পড়ুয়া চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। তাই মূল্যায়ন ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করতেই হবে। বৈঠকে যে-আলোচনা হয়েছে, তা অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার রয়েছে। যে-আলোচনা হয়েছে, তার বাইরে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। শিক্ষামন্ত্রী এ দিন বলেন, "রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে ২৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে অ্যাডভাইজ়রি পাঠানো হবে।"

উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষার সূচি আগেই দেওয়া হয়েছে। তবে ওই পরীক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ২৬-২৭ জুনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী এ দিন জানান। তিনি বলেন, "উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষার বিষয়ে আমরা যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা এখনও পাল্টাইনি। অন্যান্য বোর্ড কী করছে, সুপ্রিম কোর্ট কী বলছে— সে-দিকে নজর রাখছি। নিজেরাও পর্যালোচনা করছি। আমরা সব দিক থেকে প্রস্তুত আছি।"

বাকি পরীক্ষা আদৌ হবে কি না, সেই বিষয়ে কয়েক লক্ষ পড়ুয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। শিক্ষকেরা জানান, পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকেরা ফোন করে জানতে চাইছেন, বাকি পরীক্ষা হবে তো? দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালে পরীক্ষার্থীদের চাপ কমে। শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস, পরীক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বাকি পরীক্ষা নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। বিভিন্ন জেলার শিক্ষকেরা জানাচ্ছেন, পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে জীবাণুমুক্তির কাজও হচ্ছে। সেন্টার ইনচার্জ, সেন্টার সুপারভাইজ়ারদের নিয়ে বৈঠক করছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

সিবিএসই শুনানি আগামিকাল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নিয়ে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বাদশ শ্রেণির বাকি পরীক্ষাগুলি নেওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বক্তব্য শোনার পরে আদালত বলেছে, "আশা করি, আগামিকালের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।" পৃঃ ৬

আনন্দবাজার পত্রিকা

শব্দছক ৭৬৬৩

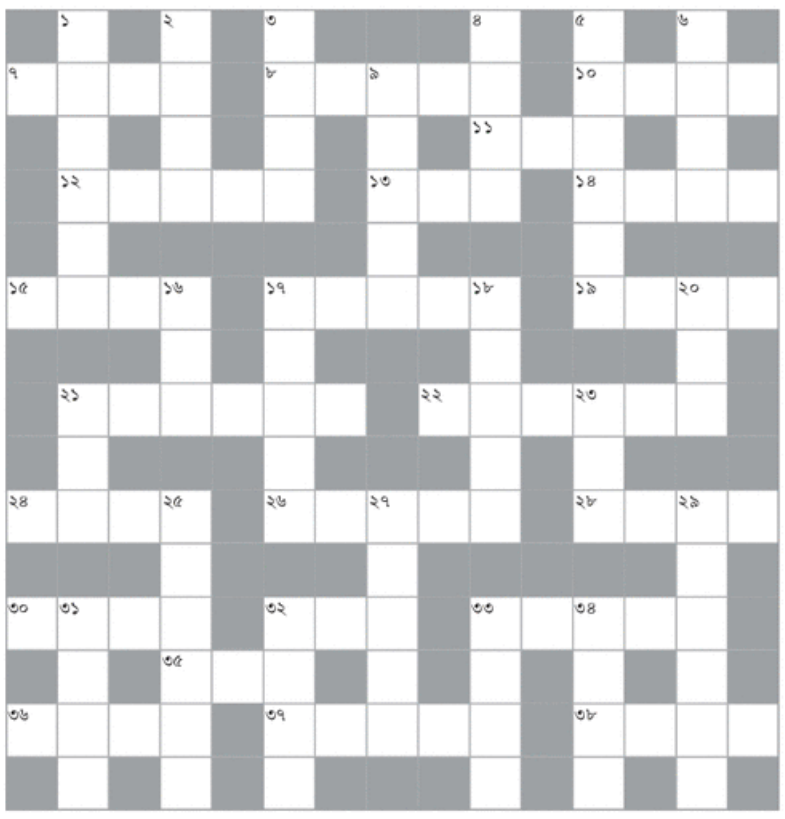

পাশাপাশি

৭ আনন্দ সৃষ্টি।
৮ এই ফুলের আগায় সাপ শেষে সিংহ-শোভা।
১০ মূলধন ও তার উপস্বত্ব এই উভয় সম্বন্ধে।
১১ তুলোবিশেষ।
১২ সায়ংকালীন ঈশ্বর-উপাসনা।
১৩ পর্বতের গুহা।
১৪ পশু করা।
১৫ বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত।
১৭ সুরের আলাপ, সুর ভাঁজা।
১৯ নতুন প্রকাশ।
২১ সংসারধর্মের প্রতি আকর্ষণযুক্ত।
২২ সরস্বতী পুজোর তিথি।
২৪ ঠাট্টা, বিদ্রুপ।
২৬ মণিদ্বারা শোভিত।
২৮ বিষ্ণু।
৩০ অকালে ধ্যানের সমাপ্তি।
৩২ লবণহীন।
৩৩ চিত্তের অস্থিরতা।
৩৫ সৎ লোক।
৩৬ মনঃপূত নয় এমন।
৩৭ (আল) সর্বনাশকর দম্ভ।
৩৮ খালি হাত।

উপর-নীচে

১ পিছিয়ে পড়া অবস্থা।
২ লোকের মুখে মুখে প্রচারিত কথা।
৩ পরিচিত।
৪ শাসনকর্তা, প্রভু।
৫ অত্যধিক ভোগবিলাস।
৬ ভিত্তিহীন বা কাল্পনিক।
৯ চুলের গোছা।
১৬ অন্ধকার।
১৭ নিজ গৌরব।
১৮ প্রথা অনুমোদিত।
২০ তিথিবিশেষ।
২১ ভ্রমণ সংক্রান্ত।
২৩ অন্যের সমৃদ্ধি উন্নতি বা সৌভাগ্য।
২৫ সম্পূর্ণ সুন্দর ও ত্রুটিহীন।
২৭ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি।
২৯ রাজপুতানার উচ্চ পর্বত-চূড়ায় নির্মিত প্রাসাদ।
৩১ রাজা, নৃপতি।
৩২ অন্যমনস্ক।
৩৩ টুকরো টুকরো।
৩৪ খেজুর বা খেজুরের রসে প্রস্তুত।

সমাধান ৭৬৬২

টা		না		কা				হাঁ		উ		বি		শ
না	রা	চ		লা	ঙ	ল	দ	ড়ি		প	র	মা	দ	র
বো		তে		ন				র		কা		তৃ		জা
না	জ	নে		ল	ল	না		খ	দ্দ	র		সু	ত	ল
		মে				ম		ব				ল		
ঘ	ন	ঘো	র			ল	হ	র		অ	শু	ভ	কা	ল
ন		ম				ও				র্প				ব
বি		টা	কা	খা	ও	য়া		চা	র	ণ	ক	বি		ণ
ন্যা				দি				কু				মা		পো
স	মা	জ	চ্যু	ত		দা	দু	রি			ম	ন	কা	ড়া
		ম্ম				রি		জী				প		
ব	র	জ		সু	ভ	দ্র		বী	ক্ষি	ত		রি	ক্ত	শ
ল		ম্মা		ভূ		মো				স্ত		ব		ক্তি
ব	স	ন্ত	ঘো	ষ		চ	ড়	ন	দা	র		হ	জ	ম
ন্তা		র		ণ		ন				তা		ণ		য়

দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ১০ আষাঢ়, বুধবার, ২৪ জুন। তৃতীয়া তিথি দিবা ১০-১৫ পর্যন্ত। পুষ্যা নক্ষত্র দিবা ১-১০ পর্যন্ত। বারবেলা ৮-১৮ গতে ৯-৫৮ মধ্যে পুনঃ ১১-৩৯ গতে ১-১৯ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৩৭ গতে ১১-১১ মধ্যে পুনঃ ১-৫২ গতে ৫-২৫ মধ্যে। রাত্রি ৯-৫৩ মধ্যে পুনঃ ১২-০ গতে ১-২৫ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা :** ৯ আষাঢ়, বুধবার, ২৪ জুন। তৃতীয়া তিথি দিবা ১০-১১ পর্যন্ত। পুষ্যা নক্ষত্র দিবা ১-৩৮ পর্যন্ত। বারবেলা ১১-৩৮ গতে ১-১৯ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৩৬ গতে ১১-১১ মধ্যে পুনঃ ১-৫৩ গতে ৫-২৮ মধ্যে। রাত্রি ৯-৫৩ মধ্যে পুনঃ ১১-৫৯ গতে ২-১৩ মধ্যে।

শ্রীমৎ পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের আবির্ভাব তিথি ও প্রভুপাদ রাধারমণ গোস্বামীর প্রয়াণ তিথি। ২ জেষ্ঠদ।।

আজকের দিনটি

মেষ: কর্মক্ষেত্রে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ অভাবিত সাফল্য এনে দিতে পারে। বিলাসব্যসনের জন্য সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা অধরা থেকে যাওয়ারই আশঙ্কা। বন্ধুর গৃহে শুভ অনুষ্ঠানে অতিথির বিরূপ আচরণ সামলে মুখরক্ষা। **বৃষ:** কোনও গুণগ্রাহী কর্তাব্যক্তির হস্তক্ষেপে কর্মোন্নতির বাধা কেটে যাওয়ার আশা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির আইনি জটিলতা দিশাহারা করে দিতে পারে। **মিথুন:** গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনায় সাফল্যের ইঙ্গিত। বিদ্রুপ ও সমালোচনা উপেক্ষা করে অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তি। গৃহসংস্কারে কোনও ক্ষেত্র থেকে অর্থের জোগাড় হয়ে যেতে পারে। **কর্কট:** মাতৃস্থানীয়া কোনও আত্মীয়ার কাছ থেকে অভাবিত প্রাপ্তিযোগ। শর্ত সম্মানজনক হলেও শত্রুর সন্ধির প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার আগে আইনি পরামর্শ দরকার। পতঙ্গবাহিত রোগব্যাধি বেগ দেবে। **সিংহ:** অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর কর্মদক্ষতা দিয়েই ছিদ্রান্বেষী সহকর্মীদের মোক্ষম জবাব দিতে পারেন। কাউকে সাহায্য করে প্রতিদান চাইলে হতাশা বাড়বে, জুটতে পারে বিদ্রুপ। **কন্যা:** ব্যবসা ঘিরে প্রতিপক্ষের চক্রান্তের মোকাবিলায় আইনি ব্যবস্থা দরকার। প্রিয় বন্ধুর অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। **তুলা:** উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ সাফল্যের সুবাদে নামী সংস্থায় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। দূরপ্রবাসী স্নেহভাজন কারও জন্য দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। হৃদয়ঘটিত জটিলতা থেকে কাজকর্মে ভুলভ্রান্তির আশঙ্কা। **বৃশ্চিক:** কর্মস্থলে দলাদলি ও কূটকচালি এড়াতে না পারলে ঘোরতর বিপদ দেখা দিতে পারে। জ্ঞাতি-পড়শির উস্কানিতে সম্পত্তি সংস্কার ঘিরে ভ্রাতৃবিরোধ বাড়বে। **ধনু:** বিষয়সম্পত্তি নিয়ে স্বজনবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠায় পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে। জ্যোতিষ ও সংখ্যাতত্ত্বের চর্চায় অগ্রগতি। জ্বর, শ্লেষ্মাধিক্য ও শ্বাসযন্ত্রের দুর্বলতায় ভোগান্তি। **মকর:** শত্রুভাবাপন্ন কোনও আত্মীয়ের কূট চালে সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবারের মানহানির আশঙ্কা। নিজের কোনও ভুল থেকে কর্মস্থলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে মতান্তর ও মনান্তরে অশান্তি বাড়বে। **কুম্ভ:** দীর্ঘ উপেক্ষা আর বঞ্চনার পরে দক্ষতার স্বীকৃতি, সেই সঙ্গে কর্মোন্নতির ইঙ্গিত। উপকারের প্রতিদানে উপহাস শুনতে হতে পারে। **মীন:** শত্রুভাবাপন্ন সহকর্মীর অযাচিত সাহায্য নেওয়ার আগে দু'বার ভাবা দরকার। পারিবারিক দায়িত্বের ভারে বহু ব্যয়ের দরুন সঞ্চয় ব্যাহত। **সঞ্জয়**

সময়

জোয়ার: বুধবার সকাল ১১টা ২৭ মিনিট এবং রাত ১২টা ০৯ মিনিট **ভাটা:** বেলা ৩টে ০৮ মিনিট এবং রাত ৩টে ২৭ মিনিট। **সূর্য:** উদয় ৪টে ৫৪ মিনিট এবং অস্ত ৬টা ২৫ মিনিট।

আজ টিভিতে

জি বাংলা সিনেমা

সকাল ৯-০০: মগ্নমৈনাক, **বেলা ১২-০০:** কলঙ্কিনী বধূ, **৩-০০:** দেব, আই লাভ ইউ, **সন্ধ্যা ৬-০০:** চৌধুরী পরিবার, **রাত ৯-০০:** লোডশেডিং।

জলসা মুভিজ

সকাল ৭-৪৫: ভয়, **১০-১৫:** দাদাঠাকুর, **বেলা ১-৫০:** মন মানে না, **বিকেল ৪-৫৫:** শুভদৃষ্টি, **রাত ৮-০০:** বলো দুগ্গা মাঈকী, **১১-১৫:** কাঞ্চনা।

কালার্স বাংলা

বেলা ২-০০: শিবা, **রাত ৯-০০:** মান সম্মান।

আকাশ আট

বেলা ২-০৫: দাদাভাই।

বি4ইউ

সকাল ৭-৩০: পরদেশি বাবু, **বেলা ১২-০০:** মেলা, **৩-০০:** ভাইয়াজি সুপারহিট, **সন্ধ্যা ৬-০০:** পুকার, **রাত ৯-০০:** ১৬ ডিসেম্বর।

সিনেমা টিভি

সকাল ৮-০০: নিশানে পর হামলা, **বেলা ১২-৩০:** মাস্টার্স, **বিকেল ৫-০০:** জ়হর: আ লাভ স্টোরি, **রাত ৮-৩০:** ইন্দ্র দ্য টাইগার।

মুভিজ ওকে

সকাল ৯-০৫: অরুন্ধতী: এক অনোখি কাহানি, **বেলা ১১-৪৫:** অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম, **৩-৪০:** ম্যায় হুঁ দণ্ডাধিকারী, **সন্ধ্যা ৬-৫৫:** বালা, **রাত ৯-৫০:** এফটু: ফান অ্যান্ড ফ্রাস্ট্রেশন।

& পিকচার্স

সকাল ৮-২৬: ডাবল ধমাল, **বেলা ১১-১৯:** কমান্ডো টু, **১-৫৬:** হাঁ... ম্যায়নে ভি পেয়ার কিয়া, **বিকেল ৫-২৪:** সুব্রহ্মণ্যপুরম, **রাত ৮-০০:** আ ফ্লাইং জাট, **১১-১২:** আর্টিকল ১৫।

স্টার গোল্ড

সকাল ৭-৩০: ইনক্রেডিবলস টু, **১০-০০:** বজরঙ্গি ভাইজান, **বেলা ১-২৫:** ব্যাং ব্যাং, **বিকেল ৪-৪৫:** দ্য রিয়্যাল জ্যাকপট, **সন্ধ্যা ৭-৫৫:** দমদার খিলাড়ি, **রাত ১০-৩৫:** গরম মসালা।

ইউটিভি মুভিজ

সকাল ৮-৪০: বন্ধন, **বেলা ১১-৪৫:** কুলি নাম্বার ওয়ান, **২-১০:** দুলহন হম লে জায়েঙ্গে, **বিকেল ৫-১০:** পেয়ার তো হোনা হি থা, **সন্ধ্যা ৭-৫৫:** ফর্জ, **রাত ১১-০৫:** তেজাব।

ইউটিভি অ্যাকশন

সকাল ১০-৩০: অ্যাভেঞ্জার্স: এজ অফ আলট্রন, **বেলা ১-৩৫:** টোয়াইলাইট, ৪-১০: দ্য অ্যাডভেঞ্চারার্স, **সন্ধ্যা ৬-৩৫:** জিম বাটন অ্যান্ড লিউক দ্য ইঞ্জিন ড্রাইভার, **রাত ৯-০০:** হেল্প, আই শ্রাঙ্ক মাই টিচার, ১১-১০: অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দি ওয়্যাস্প।

নাগিন থ্রি: কালার্স বাংলা, রাত ৮টা।

মহাযুদ্ধ
অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট
বেলা ৩-৫৭

ওয়াও সিনেমা

সকাল ৮-৩০: নিনজা চিয়ারলিডার্স, **বেলা ১২-০০:** নারাজ়, **৩-০০:** ম্যান অন মিশন: তাকতওয়ার, **সন্ধ্যা ৬-০০:** তুমসা নেহি দেখা, **রাত ৮-৩০:** মুম্বই কি কিরণ বেদী, **১০-৩০:** ব্ল্যাকমেল।

জি সিনেমা

সকাল ৯-১৮: মহাবলী, **বেলা ১১-৪৮:** ক্রস লি, **২-২৬:** শিবম, **বিকেল ৫-৩০:** শের কা শিকার, **রাত ৮-৩০:** কেশরী, **রাত ১১-৩৪:** লিঙ্গা।

জি অ্যাকশন

সকাল ৯-৩০: টাইগার ওয়ান ম্যান আর্মি, **বেলা ১১-৩৫:** ইন্টারন্যাশনাল রাউডি, **২-১০:** মাস, **বিকেল ৪-৫০:** খুন কা রিশতা, **সন্ধ্যা ৭-৪৫:** অজয়, **রাত ১০-৪৫:** স্নেক ইন দি ঈগলস শ্যাডো।

ডিডি বাংলা

সকাল ৭-০০: আনন্দধারা: শিল্পী- শান্তা কুণ্ডু এবং অদিতি চট্টোপাধ্যায়, **৮-০০:** ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত, **১০-৩০:** সানতাড়ী আখড়া (লাইভ ফোন-ইন)-আত্মনির্ভর ভারত, **বেলা ১২-০২:** টেলিফিল্ম-সমান্তরাল সরলরেখা, কাহিনি-বিভূতি পট্টনায়ক, অভিনয়-হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, রীতা কয়রাল প্রমুখ, **২-৩০:** আজকের রান্না-ডাল বুখারা, **২-৫০:** মুক্ত করো ভয় (কোভিড-১৯ নিয়ে অনুষ্ঠান), **সন্ধ্যা ৬-০২:** করোনা মোকাবিলা (লাইভ ফোন-ইন), **রাত ৯-০৫:** এখন মিউজিক (আর্কাইভ থেকে)-মেঘমল্লার (পর্ব ১) শিল্পী: অজয় চক্রবর্তী ও ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যান ডেক

অরণ্যদেব

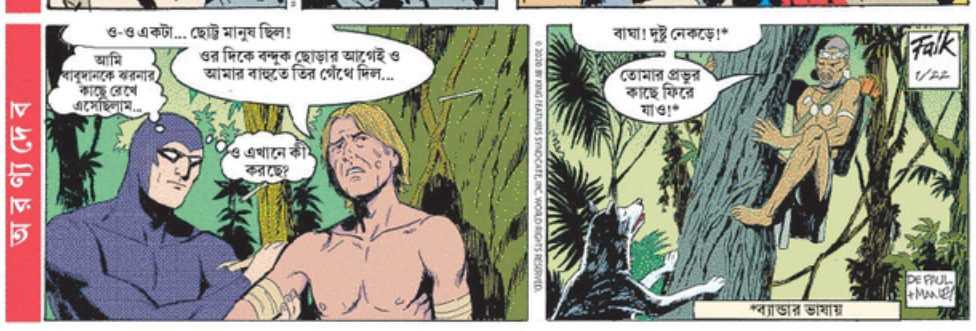

আজ টিভিতে

এইচবিও

সকাল ১০-০৩: ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস: দ্য ক্রাইমস অব গ্রিন্ডেলওয়াল্ড, **বেলা ১২-২১:** ক্রল, **২-১১:** ওয়র অব ওয়র্ল্ড, **বিকেল ৪-১৩:** দ্য হার্টব্রেক কিড, **সন্ধ্যা ৬-০৭:** ট্রান্সফরমার্স: ডার্ক অব দ্য মুন, **রাত ৯-০০:** মেগ, **১১-০৪:** শার্লক হোমস।

মুভিজ নাও

সকাল ৯-০২: আমেরিকান মেড, **বেলা ১১-০৪:** ক্লাউডি উইথ আ চান্স অব মিটবলস, **১২-৩৭:** দ্য ফেট অব দ্য ফিউরিয়াস, **২-৪৮:** দি অ্যাভেঞ্জার্স, **বিকেল ৫-০৭:** রব-বি-হুড, **সন্ধ্যা ৭-২৯:** জাম্পার, **রাত ৯-০৮:** থর: দ্য ডার্ক ওয়ার্ল্ড, **১১-০৯:** দি আমেঞ্জিং স্পাইডারম্যান।

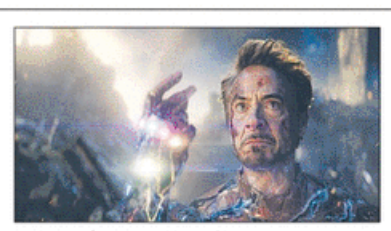

অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম: স্টার মুভিজ, বেলা ৩-৫৮।

সোনি পিক্স

সকাল ১০-১৮: দ্য হ্যাংওভার, **বেলা ১১-৩৯:** লুসি, **১২-৫৯:** স্কাইস্ক্র্যাপার, **২-৩৮:** জাস্টিস লিগ, **সন্ধ্যা ৪-৩৩:** হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার, **সন্ধ্যা ৭-০৪:** দ্য কনজ্যুরিং টু, **রাত ৯-০০:** ওয়াটারওয়র্ল্ড, **১১-০৫:** মিস্টার বিনস হলিডে।

স্টার মুভিজ

সকাল ৯-০১: ক্যাপ্টেন আমেরিকা: দ্য উইন্টার সোলজ়ার, **বেলা ১১-২১:** অ্যাভেঞ্জার্স: এজ অফ আলট্রন, **১-৪৫:** টুমরোল্যান্ড, **৩-৫৮:** অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম, **সন্ধ্যা ৭-০৮:** লায়ন কিং, **রাত ৯-০০:** কারস, **১০-৫৮:** অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দি ওয়্যাস্প।

অ্যান্ড ফ্লিক্স

সকাল ১০-০০: স্ট্রিট ডান্স টু, **১১-৪০:** দ্য ওয়ান, **বেলা ২-২৫:** জুমানজি: দ্য নেক্সট লেভেল, **বিকেল ৪-২৫:** হোটেল ট্রান্সলভেনিয়া, **সন্ধ্যা ৬-১৫:** স্পাইডারম্যান: হোমকামিং, **রাত ৯-০০:** চার্লিজ় এঞ্জেলস।

ডব্লু বি

বেলা ১২-২০: ট্যাগ, **২-০৫:** দ্য ব্যাড সিড, **৩-৪০:** এসকেপ ফ্রম এল.এ., **বিকেল ৫-২০:** দ্য পিসমেকার, **সন্ধ্যা ৭-২৫:** জুল্যান্ডার, **রাত ৯-০০:** এরিয়া ৫১, **১০-৩৫:** দি আইল্যান্ড।

আর্টিকল ১৫: & পিকচার্স, রাত ১১-১২।

(সিনেমা হল বন্ধ থাকার জন্য হলের পরিবর্তে চ্যানেল দেওয়া হল)

আনন্দবাজার পত্রিকা
ইত্যাদি

আনন্দবাজার পত্রিকা বিমান মাশুল
অসম/ নাগাল্যান্ড/ মেঘালয়/ অরুণাচল/ মুম্বই: ৪.০০; মিজোরাম/ মণিপুর/ ত্রিপুরা: ৫.০০; নিপুরা: ১.১০; বাঙ্গালোর/ চেন্নাই/ ভেলোর/ গিরি/ আগ্রা/ পোর্ট ব্লেয়ার: ৭.০০।

ঘরে বসে বিজ্ঞাপন দিতে চান?
মিসড কল দিন
• 7044400205 (কলকাতা)
কলকাতার বাইরে কল করুন
• 9614115115
ইত্যাদি

জন্মদিন

স্বর্গীয় পল্লব কুমার কর
জন্ম ঃ ২৪.০৬.১৯৪৭ মৃত্যু ঃ ১৪.০৫.২০১৯
"নতুন নামে ডাকবে মোরে বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে।"
নতুন রূপে আমাদের মধ্যে ফিরে এসো —
কন্যারা - মলি, তুলি, পরিবারবর্গ ও বন্ধুবর্গ
কুঁদঘাট, কলিকাতা - ৯৩

নাম পরিবর্তন

আমি শংকরী আইন সেন, আজ 24/06/2020, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st Class, ব্যারাকপুর কোর্ট থেকে পদবী পরিবর্তন করে শংকরী আইন হলাম। 6786 — 3059970

আমি সমীরন নস্কর আমার পুত্র পূর্বনাম দেবজিৎ মন্ডল, 1st Class Judicial Magistrate Alipore Police Court, 20/03/2020 Affidavid No-5171 দেবজিৎ নস্কর-এ পরিবর্তন হইল। 1005134 — 3060040

স্মৃতির উদ্দেশে

নেবুলাল সাউ
মৃত্যু :২৪ জুন, ২০০০
আজ ২০ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় - স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, নাতি, নাতবউ, নাতনি, নাতজামাই, পরিবারব। ৪৩/৪৪/১ ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া, হাওড়া-৬। 3059995

আবেদন

আমাদের ছেলে অভিজিৎ বিশ্বাস 4yrs ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত CMC তে (963162G) চিকিৎসা চলছে। 5 লক্ষ টাকার প্রয়োজন, অসহায় বাবা-মা সাহায্যের জন্য আবেদন করছে। PNB A/c 5888000100044691, IFSC: PUNB0588800. (M) 9163124986. 738531 — 3060078

২য় প্রয়াণ দিবস
তুমি আমাদের মধ্যেই আছো, তাই থেকো চিরকাল।
সুকু ও তুতুন - বাবাই, বোম-নবু, পন্তন-তুনী
স্বর্গীয় দিলীপ ভট্টাচার্য

টেন্ডার

কলকাতা পত্তন ন্যাস
KOLKATA PORT TRUST
HALDIA DOCK COMPLEX
ADDENDUM NOTICE
E-Tender ID. 2020_KoPT_552891_1 was invited for Supply, Installation, Testing and Commissioning of Outdoor type 3.3 KV, 1010 KVA Diesel Generator Set with AMF Panel including Comprehensive Maintenance Contract (CMC) for the period of 5 years after expiry of 2 years guarantee period for Lock Entrance, Haldia Dock Complex, KoPT. Some changes in the Tender Document have been Incorporated in Corrigendum -IV & Addendum-V which are available at https://eprocure.gov.in/epublish/app and www.kolkataporttrust.gov.in

টেন্ডার নোটিস
অগ্নি/ উত্তাপ/ ধোঁয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মালপত্র "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" বিক্রয় করা হইবে।
নিম্নোক্তমতো পড়িয়া থাকা "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" নিম্নোক্ত মালপত্র বিক্রয়ের জন্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের নিকট হইতে সিল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে:
ইনসিওর্ড/ বিক্রেতা: মেঃ প্যাম্পার ওভেনফ্রেশ ফুডস প্রাঃ লিঃ, "বরদান" স্যুইট # ৪০৩, ৪র্থ তল, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
মোবাইল নং শ্রী পঙ্কজ আগরওয়ালা ৯৮৩০০৯২৭৯১, শ্রী সুধীর আগরওয়াল ৯৮৩০৪৫১১৯৯
মালপত্রের বিবরণ: পটেটো চিপস লাইন তৎসহ ইলেকট্রিক্যাল মোটরস, এক্সট্রুশন ফ্রাইড লাইন তৎসহ ইলেকট্রিক্যাল মোটরস, এক্সট্রুশন রোস্টেড লাইন তৎসহ ইলেকট্রিক্যাল মোটরস, পটেটো প্যালেট লাইন তৎসহ ইলেকট্রিক্যাল মোটরস, প্যাকিং মেশিন তৎসহ অটো-ওয়েয়ারস (তৎসহ মেটাল ডিটেক্টর), বাকেট এলিভেটর ও প্ল্যাটফর্ম, সিপিও প্রিন্টার ও ফরমার, টেক-অফ কনভেয়র ও রোটারি কনভেয়র ইত্যাদি, ও অন্যান্য অ্যাকসেসারি তৎসহ ইলেকট্রিক্যাল মোটরস, কনভেয়র তৎসহ ইলেকট্রিক্যাল মোটরস, আয়রন স্ট্রাকচার - বিম, কলাম, অ্যাঙ্গেল, চ্যানেল, প্লেট, পাইপ, রড, স্টিফেনার ইত্যাদি, কালার কোটেড রুফিং শিট, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার ও কেবল।
সাইটের ঠিকানা: সুধারস ফুড পার্ক ফেজ-II, প্লট নং এফ১২, এনএইচ-৬, গ্রাম: সঙ্কিপুর, পোঃঅঃ- কানডুয়াহ, থানা: সাঁকরাইল, ধুলাগড়, হাওড়া-৭১১৩০২
মোবাইল নং শ্রী ব্রীজেন্দ্র ভার্মা ৮৩৩৫০৫০০৭১
সার্ভেয়র: মেঃ কোঠারি ইনসিওরেন্স সার্ভেয়রস অ্যান্ড লস অ্যাসেসর্স ইনভেস্টিগেটর্স প্রাঃ লিঃ ওম টাওয়ার্স, স্যুইট নং ৫০৫, ৩২, জওহরলাল নেহরু রোড, (পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের নিকটে) কলকাতা-৭০০০৭১
মোবাইল: ৯৮৩০৪৫১৭৭৩
দ্রষ্টব্য:
১) প্রস্তাবের পরিমাণ অবশ্যই টাঃ ৭১,০০,০০০ (একাত্তর লক্ষ টাকা) (যাহা হইল সংরক্ষিত মূল্য)-এর উর্ধ্বে হইতে হইবে।
২) টেন্ডার ফর্ম তৎসহ শর্তাবলি সেইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত মালপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ নগদে ৩০০ টাকা আদায় দিয়া সারভেয়রের অফিস অথবা ইনসিওর্ডের অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।
৩) ২৪ জুন ২০২০ হইতে ৯ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১০টা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে সাইট পরিদর্শন করা যাইবে।
টেন্ডার ১০ জুলাই ২০২০ তারিখ বিকাল ৫টার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে। 17056 — 3060122

চাকরি

বিবিধ শূন্য পদ

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট কলকাতা ডক সিস্টেম
কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, আর্মি/নেভি/এয়ার ফোর্স এবং সিআইএসএফ/ অন্যান্য প্যারা-মিলিটারী ফোর্স থেকে জেসিও/পেটি অফিসার/ওয়ারেন্ট অফিসার/ইন্সপেক্টর বা উচ্চ পদে নিযুক্ত অবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, এমন আগ্রহী প্রার্থীদের সাময়িকভাবে তিন বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে সিকিউরিটি অফিসার নিয়োগ করতে আগ্রহী। বিশদ বিবরণের জন্য কেওপিটি ওয়েবসাইট www.kolkataporttrust.gov.in দেখুন। 18488 — 3060036

Wanted Railway Signalling & Telecommunications Staff for AP & Odisha. For the role of supervisor, wireman, fitter. Both salaried/ contract based employees accepted. Contact : 9848277537, 9849502269, e-mail : bke@gmail.com 316625 — 3060067

Direct নিয়োগ
সরাসরি এয়ারপোর্ট ও মেট্রোতে কন্ট্রাক্টরের অধীনে Male/ Female নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা নামসই - স্নাতক। পোষ্ট- Back Office, Checking, Engineering Helper, Ticket Booking. বেতন (14700 - 67200). OT, PF, ESI, বোনাস, প্রমোশন সহ যাতায়াত ও থাকা খাওয়া ফ্রী। M: 9641855531. 13654 — 3059972

গভঃ স্বীকৃত কন্ট্রাক্টরের অধীনে Airport ও ব্যাঙ্ক (DSA) তে 172 জন Male/ Female নিয়োগ। যোগ্যতানুযায়ী পদ ও বেতন। পদ- ড্রাইভার, কিপিং, ক্লার্ক, SV ও অন্যান্য। M: 7477757443 13654 — 3059969

ব্যবসা ও পরিষেবা

ঋণ ও লগ্নী

টাটা ফিন্যান্স কোন ফাইল চার্জ বা গ্যারান্টার নেই, সবরকম লোন মার্কশীট প্রপার্টি I.T পে-স্লিপ 4 দিনে 2% সুদ, মহিলাদের বিশেষ ছাড়। সমীর দত্ত 07431073734 934473 — 3059712

ইত্যাদি • 033 24482828 • 9433185185 • 9831525486

মোবাইল টাওয়ার

টাওয়ার বসান খালি জমি ছাদ বাড়িতে গভঃ স্বীকৃত কোং দ্বারা অগ্রিম 65লাখ 75000ভাড়া রেজিঃ+এগ্রিমেন্ট ফি নেই 1জব+20বছর এগ্রিমেন্ট 8826420427/8743817232 15433 — 3060041

জ্যোতিষ ও গ্রহরত্ন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
• 9831133455
• 9831525486

"চ্যালেঞ্জসহ" বশীকরণ যেকোন কাজে তান্ত্রিক জননী খনা সিদ্ধহস্তা। ঘরে বসে প্রতিকার। ব্যারাকপুর, শিয়ালদা, শেওড়াফুলি। 9674848637 3060074

জ্যোতিষ

বাবা রিজওয়ান খান
নিজের সমস্যা নিয়ে কোন চিন্তা করছেন মনে মনে ভাবছেন যখন, কাজে দেরী কেন? ঈশ্বর আল্লাহ-র কৃপায়, কোনও মানুষের রক্তের অশ্রু ঝরতে দেব না।
বিশেষজ্ঞ ঃ প্রেমে প্রতারিত হয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর অবনিবনা, সতীন অথবা শত্রুর থেকে মুক্তি
ঘরে বসে সমাধান পান
১১ টি বিদ্যায় পারদর্শী
বিশেষজ্ঞ ঃ বশীকরণ অথবা মুঠিকরণ
যদি কারোর স্বামী, প্রেমিক বা ছেলে অন্য কারোর বশে থাকে তাহলে শীঘ্র যোগাযোগ করুন আমার কাজকে কাটতে পারবে যে, তাকে ২১ লক্ষ টাকা পুরস্কার
৪/৩ কালীঘাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
9650844651

তান্ত্রিক রাজার ওপেন চ্যালেঞ্জ
সতর্কীকরণ : ব্ল্যাক ইলাম মৃত্যুর কারণ হতে পারে
২ ঘন্টার মধ্যে সবরকম সমস্যার গ্যারান্টি সহ সমাধান
বাবা কামাল পাশা
৩,০৫,৭১২ কেস এর সমাধান হয়েছে
প্রেম বিবাহ, পরিবার, ব্যবসায়, শিক্ষা, ঘর বিরোধ, পেশা, কাজের সমস্যা, বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, বিবাহ সমস্যা, শিশু সমস্যা ইত্যাদি
যদি কোন মোল্লা, মৌলবী, পন্ডিত বা বাবা আমার কাজ আটকাতে পারে, ৩১ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে
বশীকরণ, মুঠকার্নি বিশেষজ্ঞ
যদি আপানার স্বামী, প্রেমিক বা পুত্র কারোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, দয়া করে সত্বর যোগাযোগ করুন
আপনার কাজ না হলে, গ্যারান্টি সহ টাকা ফেরৎ
6398281954
Central City Mall, Kolkata, NEW TOWN

ফোন করে সমাধান পান
৩ঘন্টায় ঘরে বসে নিশ্চিত সমাধান
৭ ইলামের শক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান
তন্ত্র মন্ত্র সম্রাটের শক্তি কামাল দেখুন প্রেমী প্রেমিকা নিজের বসে করুন
বাবা শাফিউন খান
8017034201 বশীকরণ ও মুঠাকরণী বিশেষজ্ঞ
নিজের হাথে বাড়িতে বসে সমাধান করুন
যেমন বশীকরণ, সতীন, পুরুষের হাত থেকে মুক্তি, প্রেম পূর্নতা, শিক্ষা, ব্যবসা গৃহকলেস, সন্তানহীনতা, চাকরী, বিবাহে বাধা, কোর্ট কেস, মায়াবিদ্যা ইত্যাদি সম্পত্তি প্রাপ্তি ভাগ্যে যাচ্ছে কি নাই?
Near Kwality Restaurant, Ballygunge Phari 9910432891

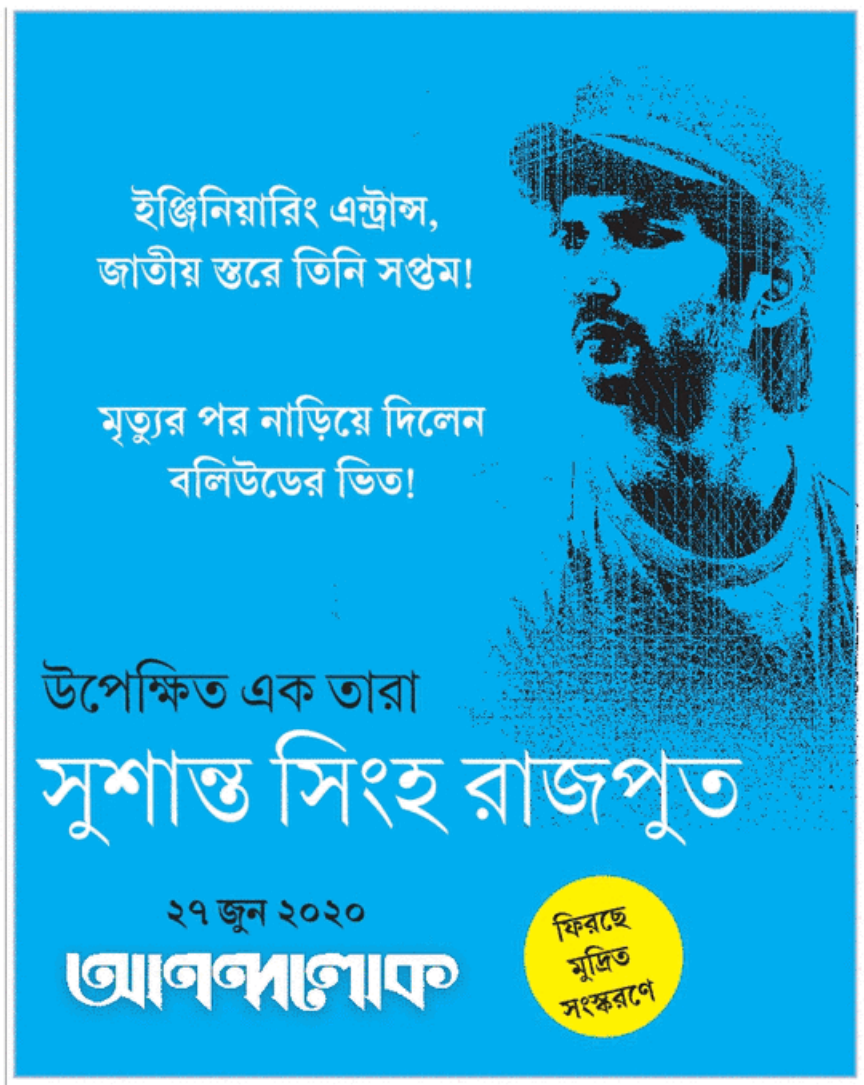

ইত্যাদি
এখন শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিন বাড়ি থেকেই।
বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন
কলকাতা থেকে 7003419331/9830993838/9836743307
কলকাতার বাইরে থেকে 8371000500/8017745199

পাত্র চ

কাঠগড়ায় সরকারি নীতি

হাসপাতালে অন্য রোগী এত কম!

সৌরভ দত্ত

হাসপাতালের বহির্বিভাগ-অন্তর্বিভাগে করোনা-আক্রান্ত নন— এমন রোগীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাওয়ায়, অশনিসঙ্কেত দেখছেন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক-প্রশাসকদের একাংশ।

স্বাস্থ্য দফতরের খবর, গত ডিসেম্বরে এসএসকেএম-এ মোট রোগী ভর্তির সংখ্যা ছিল ৭৭৭২। দৈনিক গড় ছিল প্রায় ২৫০। সোমবার দুপুর ২টো পর্যন্ত সেখানে নতুন ১৩০ জন ভর্তি হয়েছেন। এনআরএস-এ ১২৯ জন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ৯৫। এনআরএস-এর জরুরি বিভাগের এক চিকিৎসক জানান, করোনার আগে শুধু জরুরি বিভাগে প্রতি দিন গড়ে ৮০০ রোগী আসতেন। প্রায় ১৯০০ শয্যার হাসপাতালে সোমবারের পরিসংখ্যান বলছে, মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৭১৪। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের এক প্রশাসক-চিকিৎসকেরও বক্তব্য, করোনার আগে প্রতি দিন ১১০০-১২০০ রোগী ভর্তি থাকতেন। এখন তা কমে ৬০০-৭০০। চিকিৎসক-প্রশাসকদের একাংশের মতে, সংক্রমণের ভয়ে অনেকে সরকারি হাসপাতালে আসছেন না। ট্রেন বন্ধ থাকায় জেলার রোগীর সংখ্যা কমেছে। তবে চিকিৎসকদের একাংশের পর্যবেক্ষণ, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের যে ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন তা তাঁদের এলাকায় সহজলভ্য এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তা হলে জেলার হাসপাতাল থেকে প্রতি দিন শহরে শয়ে শয়ে রোগী রেফার করতে হত না।

বহির্বিভাগের ছবিও এক। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সোমবার নতুন-পুরনো মিলিয়ে এসএসকেএম-এর বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ৪১৪৫ জন। এনআরএস-এ ১২২৮। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ১২৭৮। ঘটনাচক্রে, সেই দুই হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগী সংখ্যা কম, যেখানে করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ড রয়েছে। এসএসকেএম-এ যা নেই।

চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের এক প্রশাসক-চিকিৎসক জানান, করোনার আগে দৈনিক গড়ে ৩০-৩৫ জন প্রসূতি ভর্তি হতেন। তা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১৫। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এক প্রশাসক-চিকিৎসক জানান, কোভিড হাসপাতালে মেডিসিনের বহির্বিভাগে রোগী দেখাতে এসেছিলেন ৮১ জন। রেডিয়োথেরাপিতে ৪১, ক্যান্সার ডে-কেয়ারে ১৯ জন।

এই পরিস্থিতির জন্য সব ক'টি মেডিক্যাল কলেজকে কোভিড চিকিৎসায় যুক্ত করার নীতিকে দুষছেন সরকারি হাসপাতালের প্রশাসক-চিকিৎসকদের একাংশ। স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইট বলছে, পাঁচশো শয্যার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রতি দিনই অর্ধেক বেড খালি রয়েছে। মঙ্গলবারের তথ্য অনুযায়ী, এম আর বাঙুরে ৬৭০ শয্যার মধ্যে ৩৬৬টি খালি। রাজারহাট সিএনসিআইয়ে ৪০০ শয্যার মধ্যে ২৫১টি ফাঁকা। চিকিৎসক-প্রশাসকদের একাংশের প্রশ্ন, যা শয্যা আছে তাই যখন ভর্তি হচ্ছে না তখন সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজকে কোভিড হাসপাতাল করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো কেন করা হল!

তবে এসএসকেএম-এর মেডিসিন বিভাগের প্রধান তথা রাজ্যের করোনা বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য চিকিৎসক সৌমিত্র ঘোষ বলেন, "মহামারির মোকাবিলায় যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তা-ই করা হচ্ছে। যে রোগীরা কোভিড-আক্রান্ত নন, তাঁরাও যাতে পরিষেবা পান তা দেখা হচ্ছে। যাঁরা খুব অসুবিধায় রয়েছেন, তাঁরা ঠিকই হাসপাতালে আসছেন।"

'অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস'-এর সম্পাদক মানস গুমটা বলেন, "অন্য রোগীরা হাসপাতালে আসতে ভয় পেলে তা দূর করার দায়িত্ব সরকারেরই।" সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সম্পাদক সজল বিশ্বাসের কথায়, "কোভিড রোগীদের রক্ষা করতে গিয়ে অন্য রোগীদের জন্য চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যায় ঘাটতি হচ্ছে। পরিকল্পনা ছাড়া এগোলে অচিরেই অসংখ্য মানুষ বিনা চিকিৎসার শিকার হবেন।"

রাজ্যের সম্মতি পেলে জুলাই থেকেই শুরু লোকাল ট্রেন

ফিরোজ ইসলাম

রাজ্য সরকারের সম্মতি পেলে আগামী জুলাই মাস থেকে রাজ্যে শহরতলির লোকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু করবে রেল। তেমনই রেল মন্ত্রক সূত্রের খবর।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সারা দেশে শহরতলির লোকাল ট্রেন এবং অন্যান্য নিয়মিত মেল এক্সপ্রেস ট্রেন বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। তার পরে সরকারি নির্দেশিকা এলে যে কোনও দিন পরিষেবা শুরু করতে হতে পারে ধরে নিয়ে শিয়ালদহ এবং হাওড়া ডিভিশনে লোকাল ট্রেন চালানোর যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রাখা হচ্ছে। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক বলেন, "ট্রেন চালানোর নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। রাজ্য সরকার এবং রেল মন্ত্রকের নির্দেশ পেলে যাতে দ্রুত পরিষেবা শুরু করা যায় তার প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে।"

শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন ট্রেনে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি দিন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। হাওড়াতে ওই সংখ্যা ২০ লক্ষের কাছাকাছি। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন স্টেশনে যাত্রীসংখ্যা কেমন থাকে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে রেলরক্ষী বাহিনী (আরপিএফ) এবং রেল-পুলিশকে (জিআরপি) ভিড় নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। দূরত্ববিধি বজায় রাখতে লোকাল ট্রেন আগের মতো বিপুল সংখ্যায় যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে না, বলছেন রেল কর্তারা। কামরায় ভিড় এড়াতে বেশি যাত্রী হয় এমন স্টেশনগুলি থেকে বিশেষ গ্যালোপিং ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা তৈরি রাখা হচ্ছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় এক একটি ১২ কামরার লোকাল ট্রেনে প্রায় দেড় হাজার যাত্রী যাতায়াত করতেন। তবে, করোনা পরিস্থিতিতে ট্রেনগুলিতে তার অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চালানো হতে পারে বলে খবর।

করোনা আবহে শহরতলির ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সতর্কতা মেনে চলার কথা বলেছে রেল মন্ত্রক। সরকারি নির্দেশ মেনে রেল স্টেশন এবং ট্রেনের কামরায় ভিড় এড়ানোর পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। ভিড় এড়াতে স্টেশনগুলিকে সম্পূর্ণ হকারমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক স্টেশনে টিকিট কাউন্টার ছাড়াও ঢোকা এবং বেরোনোর পথগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দূরত্ব বিধি মেনে টিকিট কাউন্টারে যাত্রীদের দাঁড়াতে হবে। স্টেশনে প্রবেশের আগে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে যাত্রীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হবে। কোনও যাত্রীর করোনা-উপসর্গ চোখে পড়লে তাঁকে স্টেশনে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যাত্রীদের ক্ষেত্রে মাস্ক পরাকেও বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

বঙ্গে আক্রান্ত ১৪,৭২৮

অ্যাক্টিভ রোগী	৪৯৩০
২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত	৩৭০
২৪ ঘণ্টায় মৃত	১১
মোট মৃত	৫৮০
কো-মর্বিডিটির কারণে মৃত	৪২৬

(সূত্র: রাজ্য সরকার)

'ওভারলোডিং' দমনে নির্দেশিকা

শুভাশিস ঘটক
প্রদীপ্তকান্তি ঘোষ

অভিযোগ নতুন নয়। এমনকি, লকডাউন পর্বেও অভিযোগে ছেদ পড়েনি। আর বিধানসভা ভোটের আগে সে সবের জন্য বিড়ম্বনা বাড়াতে চায় না রাজ্য প্রশাসন। তাই 'ওভারলোডিং' নিয়ে পদক্ষেপ করতে চলেছে তারা। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অবৈধ বালি খাদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের জন্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। গ্রামীণ রাস্তায় 'ওভারলোড' হওয়া গাড়ির অবাধ বিচরণ মাথাব্যথার কারণ হচ্ছে, তা-ও মানছে তারা। পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং থানার দায়িত্বপ্রাপ্তদের পাঠানো নির্দেশিকায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। এ বিষয়ে সোমবার তাঁদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন রাজ্যের এডিজি (ট্র্যাফিক ও রাস্তা সুরক্ষা) বিবেক সহায়।

'ওভারলোডিং'-এর ফলে গ্রামীণ রাস্তার চূড়ান্ত ক্ষতি হয়। তা নিয়ে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হওয়া ভিডিয়ো বৈঠকে জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেখানে মুখ্যসচিব ছাড়াও রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং পরিবহণ, পূর্ত, সেচ দফতরের কর্তারা ছিলেন। ওই বৈঠকের সূত্র ধরে 'ওভারলোডিং' নিয়ে জেলাশাসক, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকদের (আরটিও) সঙ্গে কথা বলে কঠোর পদক্ষেপের জন্য থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রধান রাস্তা থেকে বালি খাদান বা ইটভাটার সংযোগকারী রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশোনার জন্যেও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এডিজির (ট্র্যাফিক ও রাস্তা সুরক্ষা) নির্দেশিকায়। কোনও লরি বা ট্রাক অনুমোদনহীন ডালা ব্যবহার করছে কি না, তা দেখতে হবে মোটর ভেহিকেল অফিসারদের।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বালি খাদান নিয়ে নানা অভিযোগ আসে। তা নিরসনে সিসি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করেছিল রাজ্য সরকার। তার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়নি, তা মানেন প্রশাসনিক কর্তারা। জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে অনুমোদন নিয়েই খাদানে পৌঁছন ব্যবসায়ীরা এবং সেই অনুমোদনকে হাতিয়ার করে বৈধতা লঙ্ঘন করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বালি খাদান আর 'ওভারলোডিং' পিঠোপিঠি চলে। আর তা নিয়ে সমস্যা রয়েছেই। তবে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানের পরিস্থিতি তাতে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে বলে খবর। সম্প্রতি অরণ্য জেলায় আরটিও'র নজরদারি এড়াতে অন্য রাস্তা দিয়ে বালির গাড়ি চলাচল করছে বলেও সূত্রের দাবি। সোমবারে ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুবকা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকুড়িয়াপাল গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। চাষযোগ্য জমি লাগোয়া এলাকা থেকে কংসাবতী নদীর বালি তোলার অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। রবিবার বাঁকুড়ার ইন্দাসে অতিরিক্ত পাথর নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে গাড়ি আটকান স্থানীয়েরা। প্রশাসন সূত্রের দাবি, তাদের নজর এড়াতেই অতিরিক্ত বালি, ইট, সামগ্রী বহনকারী গাড়ি গ্রামীণ রাস্তা ব্যবহার করছে। এই ধরনের বিভিন্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে 'প্রভাবশালী'দের ছায়া থাকায় তা থেকে দূরে থাকা শ্রেয় বলে অনেকে মনে করেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 'ওভারলোডিং' বাড়ছে বলে অস্বীকার করেন না প্রশাসনের বিভিন্ন অংশের কর্তারা।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সামনে ভোট রয়েছে। শাসক দলের উন্নয়নের অন্যতম অস্ত্র রাস্তা। বর্ষার প্রথমেই বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার রাস্তার হাড় বেরোতে শুরু করেছে। তার মধ্যে গাড়ি চললে আরও খারাপ হবে পরিস্থিতি। সেই কারণে আগেভাগেই সতর্ক হল প্রশাসন।

উল্টো স্রোত, দক্ষিণে ফিরছেন স্বর্ণশিল্পীরা

অভিজিৎ চক্রবর্তী

ঘাটাল: ভিন্ রাজ্য থেকে পরিযায়ীদের জেলায় ফেরা পুরোপুরি থামেনি। দিনে জনা কুড়ি ফিরছেনই। এরই মধ্যে বিপরীত স্রোত।

আনলক-পর্বে পশ্চিম মেদিনীপুরের সোনা-তালুক ঘাটাল ও দাসপুর থেকে স্বর্ণশিল্পীরা ভিন্ রাজ্যের কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছেন। তবে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাতের মতো করোনা-প্রবণ এলাকা নয়, মূলত দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেই ফিরছেন সোনার কারিগর ও ব্যবসায়ীরা।

ঘাটাল ও দাসপুরে প্রায় ৪৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ফিরেছেন। এর ৮০ শতাংশই স্বর্ণশিল্পী। তাঁদের মধ্যে হাজার দুয়েক চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ফিরে গিয়েছেন। তাঁদের কেউ কারিগর, কেউ দোকান মালিক। বাস ভাড়া করে, ব্যক্তিগত গাড়িতে রওনা দিয়েছেন কেউ। ট্রেনে, বিমানেও ফিরেছেন। দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুনীল ভৌমিক এবং দাসপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আশিস হুতাইত মানছেন, অনেকে পুরনো কর্মস্থলে ফিরছেন। তবে সংখ্যাটা কম।

বেঙ্গালুরুর স্বর্ণশিল্পী সংগঠনের সভাপতি সুশীল মণ্ডল ও হায়দরাবাদ বেঙ্গলি গোল্ড স্মিথ সংগঠনের সম্পাদক মহিতোষ জানা ফোনে জানালেন, ঘাটাল মহকুমা থেকে শিল্পীরা ফিরে কাজে যোগ দিয়েছেন। কাজের বরাতও রয়েছে। তবে যেখানে সব থেকে বেশি মানুষ সোনার কাজে যান, সেই দিল্লি ও মুম্বইয়ের স্বর্ণশিল্পী সংগঠনের পক্ষে যথাক্রমে কার্তিক ভৌমিক ও কালীদাস সিংহ রায় বলেন, "এখানে এখনও কেউ আসেননি। তবে অনেকেই ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।"

পরিযায়ীরা ফেরার পরে একশো দিনের প্রকল্পে তাঁদের কর্মসংস্থানে উদ্যোগী হয় প্রশাসন। শুরু হয় নতুন জবকার্ড বিলি। তবে এই জেলায় ওই কাজে পরিযায়ী শ্রমিকেরা তেমন আগ্রহ দেখাননি। ঘাটাল ও দাসপুরের তিনটি ব্লক মিলিয়ে নতুন জবকার্ড বিলি হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন হাজার। সোনার গয়নায় নকশা তোলা হাত মাটি কাটায় রপ্ত হয়নি। অনেকে জবকার্ডই পাননি। দাসপুর থানার রামপুর গ্রামের কার্তিক দোলই অন্ধ্রপ্রদেশের বিজওয়াড়ায় পুরনো কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছেন। স্বর্ণশিল্পী কার্তিক ফোনে বলছিলেন, "দু'দিন মাটি কাটার কাজ করেছিলাম। তবে এই কাজে ভরসা নেই। মালিক ডাকলেন, তাই চলে এলাম।" গত শনিবার বেঙ্গালুরু ফিরেছেন ঘাটাল থানার গোপালনগরের প্রসেনজিৎ খাঁড়া। তিনি বলেন, "দু'মাস বাড়িতে ছিলাম। জবকার্ড পাইনি।" ঘাটালের মহকুমাশাসক অসীম পাল বলেন, "আবেদন না করলেও প্রশাসন যোগাযোগ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের জবকার্ড দিচ্ছে। তবে নথিভুক্তির সংখ্যা বাড়লেও কাজের আগ্রহ কম।"

For Govt. / Pvt. Colleges
MBBS 25 Lakhs Package
Admission Guidance in India -2020
Grab The Last Opportunity
Last date 06/07/2020
Contact: B.T. Educare
7439211818, 7605073798
email: goeducationsolution@gmail.com

লোন এর সুবিধা
আমফানে ঘড় বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়ায়, যে কোন ব্যাবসার মহিলা ও পুরুষদের ৫০০০০০ টাকা অবধি লোন দেওয়া হবে।
যোগাযোগ:
www.samabayyojanacoltd.in
9088124116
9073883586

AhaGuru.com
(Class 7 to 12)
For each subject,
200+ Video Lectures
750+ Example Videos
1000+ Practice Questions
10+ Cumulative Tests
Books & Work Books
Doubt Clearing
Mentor Support
Learn from IIT Topper
Dr. Balaji Sampath
All India Rank 4 in IIT JEE
Recorded Video Course
for IIT JEE + CBSE + NEET
96001 00090, 96001 00020

KAYA SPIRITS
EXCELLENCY IN BLENDING SPIRITS
Become Exclusive C&F Partner in A Leading Liquor Co.
During this Pandemic unforeseen situation we are offering you to secure your Business and future years by investing in State Franchise / Distribution Business Model with Good returns. Which can never make you feel CASHLESS.
We are a 27 Years old leading Liquor Company of India having Brand Distribution / License at 15+ states is looking for
STATE DISTRIBUTORS / INVESTORS / PARTNERS WHO CAN INVEST
50 LAC TO 1.5 CR.
Person will be responsible to run the Sales network throughout the State and further allocating the Sub/D strict Distributors
20-30% Gross Profit and ZERO GESTATION PERIOD.
+ 91 - 99142-09010
Email : roop@kayaspirits.com
www.kayaspirits.com

নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রূপা কেনা হয়।
আদ্যামা গোল্ড জুয়েলারী
গড়িয়াহাট :98303 30106
কালীঘাট :98303 30138
ভবানীপুর :98303 30195
হাতিবাগান :98303 30119
বেহালা :98303 30181
পার্কস্ট্রীট :98303 30146
বাগুইআটি :98303 30118
বউবাজার :98303 30249
web: www.adyamagold.com

DISTRIBUTORS
STOCKISTS
DEALERS
INVITED
CHIMNEY
COOKTOPS
WATER PURIFIERS
HOBS
ELECTRIC KETTLE
DRY HEAT CLEAN
TOUCH FREE TECHNOLOGY
8 HRS SERVICE GUARANTEE
CAMINO
YOUR KITCHEN GUIDE
BHANSA APPLIANCES PVT. LTD. - Contact: 033 4068 0137 / 9051319161
email : info@camino.net.in | Web : www.camino.net.in
Distributor : Kolkata : Piyasa Enterprise, Ganpati Marble and Granite, Smart Kitchen Solution, Prem Furniture; South Kolkata : Aryan Digital; Barasat : City Mobile; Kalyani : Anjali Enterprise; South 24 Parganas : Rupa Automobile, Bardhaman (E) : Buroraj Oil Mill; Medinipur : Creative Homes; East Medinipur : Call On; West Medinipur : Annapurna Management, Malda: Prime Kitchen Appliances; Murshidabad : Mileage Zone, Siliguri : Shinjinee Enterprise; Jharkhand : Smart Care Complete Solution, Bhubaneswar : Sree Enterprise, Cuttack : Ratneswar Traders

Dettol
TESTED EFFECTIVE AGAINST COVID-19 VIRUS* PROVEN
TRUSTED PROTECTION FOR INDIAN HOMES SINCE 1935
*Proven to be >99.9% effective at inactivating SARS-CoV-2, the virus that causes COVID19, when used at 1:50 dilutions with 5 minutes contact time; As per standard testing protocol.

XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৯ বর্ষ ১০৬ সংখ্যা বুধবার ১০ আষাঢ় ১৪২৭ কলকাতা

উলুখাগড়ার দুর্ভোগ

দেশব্যাপী পরিযায়ী শ্রমিকদের রোজগার প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রের বরাদ্দ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার এক কানাকড়িও বাংলার ভাগ্যে জুটিল না। প্রকল্পের আওতায় দেশের যে ছয়টি রাজ্যের ১১৬টি জেলাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয় নাই। প্রসঙ্গত, এই রাজ্যে করোনার প্রকোপ কোনও অংশে কম নহে। ভিন্ রাজ্যে কর্মসন্ধানে যাওয়া কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক নিজভূমি বঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছেনও বটে। তথাপি পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলাও এই তালিকায় না থাকা আশ্চর্য বইকি। কোভিড-১৯' সঙ্কটের প্রথম পর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কোপ লাগিয়া আছে, স্পষ্টতই ইহা তাহাতে শেষতম সংযোজন। মুখ্যমন্ত্রী বারংবার রাজ্যের প্রাপ্য অর্থের অন্তত কিয়দংশ চাহিয়াছেন, কিন্তু পুরাতন প্রাপ্য কিংবা নূতন বরাদ্দ, কোনওটিরই সাক্ষাৎ মিলে নাই, এমনকি ঐতিহাসিক আমপান দুর্যোগের পরেও নহে। এই সম্পাদকীয় স্তম্ভে একাধিক বার রাজ্যের এই চরম দুর্ভাগ্যের কথা আলোচিত হইয়াছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের রোজগার প্রকল্প সূত্রে সেই একই বঞ্চনা ও অবহেলায় আবারও ক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রাক্-নির্বাচনী আবহে সম্ভবত এই বিরোধমূলক কার্যক্রম এবং তৎসঞ্জাত দুর্ভাগ্য হইতে রেহাই মিলিবে না।

সঙ্গে অবশ্য আর একটি কথাও না বলিলেই নহে। বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেন্দ্রের বঞ্চনার পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকারের মানসিকতাতেও কি রাজ্যের সঙ্কট বাড়ে নাই? 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান' নামক ওই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকেরা আগামী চার মাসে উন্নয়নমূলক বিবিধ কাজে নিযুক্ত হইয়া রোজগার করিতে পারিবেন। তবে এই ক্ষেত্রে প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণের জন্য কোনও একটি জেলায় অন্তত পঁচিশ হাজার শ্রমিকের প্রত্যাবর্তনের তথ্য রাজ্যের তরফে কেন্দ্রের কাছে দাখিল করা বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা করে নাই। অথচ ইহা কোনও কঠিন অঙ্ক ছিল না। রাজ্যের কোন জেলায় কত সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক পৌঁছিলেন, সেই হিসাব করিতে রকেট-বিজ্ঞান লাগে না। সকল জেলা প্রশাসন নিজ দায়িত্বে এই হিসাব রাখিবেন, ইহাই অভিপ্রেত। কিন্তু বাদ সাধিল উচ্চ প্রশাসনের অসহযোগিতার মনোভাব। দেশের ছয়টি রাজ্যের ১১৬টি জেলায় প্রত্যাগত পরিযায়ী শ্রমিকেরা আপাতত অন্নসংস্থানের যে সুবিধাটুকু পাইলেন, পশ্চিমবঙ্গে তাহা কার্যত প্রত্যাখ্যাত হইল। লাভ হইল কাহার? বাংলায় পাঁচ-সাত লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ফিরিবার হিসাব শোনা যায়। তাঁহাদের একাংশও যদি কেন্দ্রের আলোচ্য রোজগার প্রকল্পটির সুবিধা পাইতেন, রাজ্যের আর্থিক ভার অবশ্যই কিছুটা লাঘব হইত।

রাজ্যের এই অসহযোগের পিছনে একাধিক কারণ থাকিতে পারে। একটি সম্ভাব্য কারণ, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা দেখাইলে প্রমাণিত হয়, রাজ্য হইতে কত বেশি লোক কর্মসন্ধানে ভিন্ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। নির্বাচন শিয়রে লইয়া তাহা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে স্বস্তিকর হইতে পারে না। আর, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের না থাকিবার ঘটনা এই প্রথম বারও নহে। 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' এবং 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের কথা স্মরণ করা যায়। হয়তো রাজ্যে নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পেই মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি ছিল। ফলত আয়ুষ্মান প্রকল্পে কেন্দ্রের ষাট শতাংশ ও রাজ্যের চল্লিশ শতাংশ ভাগ ভুলিয়া রাজ্যকে নিজ প্রকল্পের পুরা ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। বাংলার কৃষক পরিবারগুলিকে বার্ষিক সাহায্যও রাজ্যই দেয়। রাজ্যের চরম অর্থসঙ্কটের মধ্যে এই সব সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা লইয়া প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে। দুই রাজনীতির দড়ি টানাটানিতে রাজ্যের স্বার্থ কতখানি রক্ষিত হইতেছে, সে বিষয়েও প্রশ্ন থাকিতেছে।

অপচয়ের শীর্ষে

এক বিপদ আসিয়া অন্য বিপদের কথাটি কিছু কালের জন্য ভুলাইয়া দেয় ঠিকই, কিন্তু বিপদ তাহাতে কমে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শহরের জলসঙ্কটের কথাই ধরা যাউক। গত গ্রীষ্মেও কলিকাতার জলস্তর যে বিপুল ভাবে হ্রাস পাইতেছে, তাহা লইয়া জোর চর্চা চলিতেছিল। দক্ষিণ ভারতের নির্জলা শহরগুলির কঠিন পরিস্থিতির উদাহরণ টানিয়া বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছিলেন, কলিকাতাও সেই পথেই চলিতেছে। একদা সুজলা শহরটি ভিতর হইতে ক্রমশ শুকাইতেছে। অবিলম্বে অপচয় বন্ধ না হইলে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে রাশ না টানিলে বিপর্যয় ঘটিবে। এক বৎসর অতিক্রান্ত। অতিমারি-আক্রান্ত মহানগরে এখন বিপরীত চিত্র। সংক্রমণ রোধ করিতে বারংবার হাত ধুইবার, পোশাক কাচিবার, এবং সংক্রমণ ছড়াইবার সম্ভাব্য স্থানগুলিকে শুদ্ধকরণের পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ জলের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় ঢের বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং অপচয়ও বাড়িতেছে জলসঙ্কটের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলিয়াই।

ভয় এইখানেই। পৃথিবীতে মোট জলের ৯৭ শতাংশই লবণাক্ত। মাত্র তিন শতাংশ জল ব্যবহারযোগ্য। ইহার মধ্যেও দুই-তৃতীয়াংশের কিছু অধিক কঠিন বরফ আকারে হিমবাহ এবং মেরুপ্রদেশে জমিয়া আছে। সুতরাং, অপচয়ের সুযোগ নাই। অথচ কার্যক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে। 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রতি বার সাবান দিয়া হাত ধুইতে এক জনের ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় লাগে। সেই সময় বদভ্যাসবশত কলটি খুলিয়া রাখিলে অন্তত চার লিটার জল খরচ হয়। এই হিসাবে একটি পাঁচ সদস্যের পরিবারে শুধুমাত্র হাত ধুইতে প্রতি দিন অন্তত ১০০-২০০ লিটার জল খরচ হইবার কথা। অথচ, সাবান ঘষিবার সময় কলটি কিছু ক্ষণ বন্ধ রাখিলেই এই খরচের পরিমাণ অর্ধেকে নামাইয়া আনা সম্ভব। দুর্ভাগ্য, এই সামান্য সচেতনতাটুকুও অধিকাংশ নাগরিকের নাই, প্রশাসনেরও নাই বলিলেই চলে। পুরসভার কলের জলে রাস্তা ভাসিতেছে, এমন দৃশ্য এখনও এই শহরে বিরল নহে।

জল অপচয়ের নিরিখে কলিকাতা দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। পরিসংখ্যান বলিতেছে, প্রতি দিন শহরে যত পরিমাণ জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে, তাহার চল্লিশ শতাংশই অপব্যয় হয়। অথচ, এই অপব্যয় রুখিবার কোনও সদর্থক প্রচেষ্টা প্রশাসনিক তরফে এখনও দেখা যায় নাই। গ্রীষ্মে জলসঙ্কট তীব্র হইলে নানাবিধ পরিকল্পনার কথা শুনা যায়। কিন্তু তাহার কয়টি বাস্তবায়িত হয়? জলকর, মাথাপিছু জল ব্যবহারের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া-সহ কড়া পদক্ষেপগুলি যথাযথ ভাবে করা হয় না মূলত রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং জনমোহিনী রাজনীতির মুখ চাহিয়া। অনিয়ন্ত্রিত জল খরচ চলিতে থাকে, অবাধে নামিতে থাকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। বেআইনি ভাবে শহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী জলাশয়গুলি ক্রমাগত ভরাট করিবার কারণে প্রাকৃতিক ভাবে সেই ক্ষতি পূরণ হইবে, তেমন সম্ভাবনাও নাই। অতিমারির কারণে ইতিমধ্যেই শহরে জলের খরচ দ্বিগুণ হইয়াছে। দীর্ঘ লকডাউনের ফলে কলকারখানার কাজ সম্পূর্ণ গতি পায় নাই বলিয়া এই ক্ষতি হয়তো বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু সঙ্কট কমে নাই। জলের ব্যবহার লইয়া এখনও প্রশাসন নড়িয়া না বসিলে বিপর্যয় অনিবার্য।

করোনাভাইরাস বিধ্বস্ত ধনতান্ত্রিক দুনিয়া আজ কী বার্তা পাচ্ছে

সমাজতন্ত্রের ওষুধই ভরসা?

■ **মুখাপেক্ষী:** সরকারি বেকার-সহায়তার খাতায় নাম লেখানোর জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা, কেন্টাকি, ১৯ জুন। *এএফপি*

আমাদের সময়ের ক্রম ঠিক করার 'খ্রিস্টাব্দ' আর 'খ্রিস্টপূর্বাব্দ'-এর প্রচলিত ছক ভেঙে তৈরি করা যেতেই পারে নতুন ছক— 'বিসি' অর্থাৎ 'বিফোর করোনা', এবং 'এসি' অর্থাৎ 'আফটার করোনা', বলেছেন পুলিৎজার-বিজয়ী লেখক ও সাংবাদিক টমাস ফ্রিডম্যান। গোটা দুনিয়াই আজ ওলট-পালট হবার উপক্রম। শোনা গিয়েছে, বিভিন্ন দেশের জিডিপি কমে যাবে ৮-১০%, বা আরও বেশি। ধাক্কা খাবে গ্লোবালাইজেশনের প্রচলিত ধারণা। বদলে যাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের মডেল। জোরদার হবে উৎপাদন ও সরবরাহের স্থানীয়করণের প্রবণতা। বদলে যাবে এ গ্রহের রাজনীতিও। পাল্টাবে সুরক্ষা বা ভাল থাকার সংজ্ঞা। শিক্ষালয়ের প্রচলিত ধ্যানধারণা। চাকরি হারাবে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ। তছনছ হয়ে যাবে স্বনিযুক্ত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের জীবিকাও।

এরই মাঝে করোনাভাইরাস-বিধ্বস্ত দুনিয়ায় কি বইছে সমাজতন্ত্রের নতুন ফল্গুস্রোত? পৃথিবীর অনেকটা অংশ এমনিতেই ধনতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার জন্মজন্মান্তরের আড়ি। মজার কথা হল, অতিমারি-বিধ্বস্ত এই চূড়ান্ত দুর্দিনে দেখা যাচ্ছে সবাই কিন্তু কমবেশি সোশ্যালিস্ট হওয়ার চেষ্টায়। আমেরিকায় রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের সরকার পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধে জনপিছু দিল ২,০০০ ডলার, বাড়াল গরিবদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য 'সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম'-এর সুবিধা, ঘোষণা হল ক্ষুদ্র ব্যবসায় জরুরি ভিত্তিতে ঋণদানের। এ সব তো 'ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম' বা ইউবিআই-এরই একটা রূপ। সে দেশে এত দিন 'ইউবিআই' নিয়ে সওয়াল করেছেন আলেকজান্দ্রিয়া অকাসিও-কর্তেজের মত ডেমোক্র্যাট নেতারা, আর তার আংশিক বাস্তবায়ন করে ফেললেন রিপাবলিকান ট্রাম্প! অবশ্য নির্বাচনের বছর না হলে প্যাকেজটা কী দাঁড়াত কে জানে।

আমেরিকায় নিয়মিত ঘণ্টা-পিছু কর্মীদের সবেতন 'সিক লিভ' দেওয়ার ঘোষণা করেছে বিভিন্ন কোম্পানি। যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে সামাজিক সুরক্ষা কাটছাঁট করতে চেয়েছেন, আজ স্বাস্থ্যবিমার আওতার বাইরের লোকদের বিনা খরচে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা এবং চিকিৎসার পক্ষে তাঁরা। অবশ্যই নিজের স্বার্থেই।

কানাডায় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মুখেও সমাজতন্ত্রের সুর। ট্রুডো সরকার প্রথমেই ১০৭ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার ঘোষণা করেছিল করোনা মোকাবিলায়, যা কানাডার জিডিপি-র ৩%-এর চাইতেও বেশি। কর্মীদের এবং ব্যবসাকে সরাসরি সহায়তা ছাড়াও করোনার প্রভাবে চাকরি যাওয়া রুখতে কর্মীদের মাইনের ১০%-এর জোগান দেবে সরকার। কর্মীদের জন্য বড়সড় প্যাকেজ

অতনু বিশ্বাস

ঘোষণা করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স। কর্মীদের চাকরি যাওয়া আটকাতে সর্বাধিক ২,৫০০ পাউন্ড পর্যন্ত প্রত্যেকের মাইনের ৮০% দেবে ব্রিটিশ সরকার। কনজারভেটিভ নেতা বরিস জনসনের কার্যকালে সরকারি সাহায্যে এই বিশাল বহর কিন্তু হেলাফেলার বিষয় নয়। লেবার নেতা জেরেমি করবিন প্রধানমন্ত্রী হলেও এর চেয়ে খুব বেশি হত না।

ডেনমার্কের কোনও কোম্পানির ৩০% অথবা ৫০ জন কর্মী ছাঁটাইয়ের অবস্থা হলে তিন মাস তাদের মাইনের তিন-চতুর্থাংশ সরকারই জোগাবে। অস্ট্রেলিয়ার সরকার ৬,৯০,০০০ ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ৭৮ লক্ষ কর্মীর সুরক্ষায় দিয়েছে ৬.৭ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে 'সীমাহীন' ঋণদানের ঘোষণা করেছে জার্মানি। সামাজিক সুরক্ষায় ২০০ বিলিয়ন ইউরোর প্যাকেজ ঘোষণা করেছে স্পেন, যা তাদের জিডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। অনেকটা ইটালি আর ফ্রান্সের ধাঁচে। সামাজিক ঢাল হয়ে উঠেছে রক্ষাকবচ, যাতে সমাজতন্ত্রের হলদে পালকের ছাপ। ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোগাচ্ছে ঋণ। ছাত্রঋণ শোধ আর ট্যাক্স জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে দেশে দেশে।

ভারতের কাঠামোটা এমনিতেই খুব ধনতান্ত্রিক নয়। কেন্দ্রের প্যাকেজ ছাড়াও রাজ্যে রাজ্যে পেনশন-সুবিধাভোগীদের অগ্রিম পেনশন, কোথাও পেনশনের আওতার বাইরের পরিবারগুলিকে, কোথাও আবার নির্মাণকর্মীদের, ছোটখাটো স্বনিযুক্তদের অর্থসাহায্য, অভাবী পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, ভর্তুকিযুক্ত খাবার, ফ্রি রেশন, দ্বিগুণ পেনশন, স্বাস্থ্যকর্মীদের বিমা, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে একই সুর প্রায় সর্বত্র। যেন খানিকটা কেন্সের শতাব্দী-প্রাচীন ফিসকাল উদ্দীপনার সেই তত্ত্ব, যা বলে, অর্থনীতির বিপর্যয়ের সময়ে সরকার অর্থের জোগান দিলে, তা শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলবে ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ, বাড়বে ব্যয়। ব্যয় চাগিয়ে তুলবে সামগ্রিক উৎপাদন, প্রশস্ত করবে আরও আয়ের পথ। কিন্তু বিপর্যয়ের এই সময়ে, বিশ্ব জুড়ে লকডাউন আর মন্দার প্রেক্ষিতে সাহায্যের টাকায় ভোগ্যপণ্য কিনবে জনতা, আর সে কারণে ব্যবসাবাণিজ্যে উদ্দীপনা এসে উৎপাদন বাড়বে, সে সম্ভাবনা অল্পই। তবু শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম সঙ্কটের আবর্তে টালমাটাল দুনিয়া আঁকড়ে ধরেছে সমাজতন্ত্রের প্রচলিত পদ্ধতি।

গল্প এখানেই শেষ নয়। ধনতন্ত্রকে তো মার্কিন দেশের ধর্মই বলা চলে। সুতরাং অতিমারির মৃত্যুমিছিলের মধ্যেই তা আবার মাথা তুলছে তেড়েফুঁড়ে। করোনার সন্ত্রাসে অর্থনীতি যতই কুঁকড়ে যাবে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনায় ধাক্কা লাগবে ততটাই। করোনা-বিধ্বস্ত আমেরিকায় জনগণের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার চাইতেও অর্থনীতিই তাই অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে। সরকার এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি জোগান দিচ্ছে বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে। মার্কিন বিমান সংস্থাগুলিকে। বড় হোটেল, রেস্তরাঁগুলিকে। রয়্যাল ক্যারিবিয়ান কিংবা কার্নিভালের মত ক্রুজলাইনকে। বিমান তৈরি, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের কোম্পানিগুলিকে। শেয়ার বাজারের 'বুল-রান' বজায় রাখতে, সূচক 'ডাও জোন্স'-এর স্বার্থে জনস্বাস্থ্যের কথা ভুলে জনগণকে কাজে ফিরতে পরামর্শ দিয়েছেন রাজনীতিবিদরা। জোর কদমে প্রচার চলেছে— 'ডাই ফর দ্য ডাও'। মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে, বয়স্ক আমেরিকানদের ভাইরাসে মরার ঝুঁকিও নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন রিপাবলিকান নেতারা। প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। মানুষের জীবনের দাম ডলারে নির্ধারণ করা যায় কি না, এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই ধনতান্ত্রিক দেশের চিরন্তন রাজনৈতিক তরজা প্রবল হয়ে উঠছে।

করোনাভাইরাসের প্রতিরোধে মার্কিন স্বাস্থ্যব্যবস্থার কঙ্কাল যতই প্রকট হবে, আরও জোরদার আওয়াজ উঠবে এককালীন অনুদানে চিকিৎসা পরিষেবা এবং ওবামাকেয়ারের সপক্ষে। সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে। এই বিষয়গুলো যে নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বড় বিষয় হতে চলেছে, সে এক প্রকার নিশ্চিত। 'করোনা' মার্কিন সমাজের কাঠামোকে বদলানোর মতো প্রবল ধাক্কা দিতে না পারলেও আগামী দিনে, বিশেষত ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় আসলে, একটা আলগা সমাজতান্ত্রিক প্রলেপের মানসিক প্রস্তুতি হয়েই রইল মার্কিন জনতার। ইতিমধ্যেই দাবি জোরদার হতে শুরু করেছে নিখরচায় স্বাস্থ্য-পরিষেবা, সবেতন 'সিক লিভ', স্থিতিশীল বাড়িভাড়া, অবশ্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা হয় রাষ্ট্রের মালিকানাধীন করার অথবা ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ বাধ্যতামূলক ভাবে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করার।

করোনা-উত্তর সময়কালে অর্থাৎ ফ্রিডম্যান-বর্ণিত 'এসি'-তে পৃথিবী কি হয়ে উঠবে অনেকটাই সমাজতান্ত্রিক? না কি, দুনিয়া ফিরে যাবে তার পুরনো ছন্দে, পুরনো দ্বন্দ্বে? কে জানে হয়তো ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চিরায়ত সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব খুঁজে পাবে এক নতুন রেফারেন্স-বিন্দু।

মনে থাকবে, প্রলয়-সন্ধ্যায় ধনতন্ত্রের উপাসকদেরও বাধ্য হয়ে খানিকটা গিলতে হয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক ওষুধ'। 'ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার'-এর সাংবাদিক-লেখক উইল বাঞ্চ এর নাম দিয়েছেন 'ডিজাস্টার সোশ্যালিজ়ম' বা 'বিপর্যয়-কালীন সমাজতন্ত্র', স্পর্ধিত ধনতন্ত্রকে যা কঠিন জিজ্ঞাসার মুখে ঠেলে দেবে। ভবিষ্যৎ দুর্যোগের অশনিসঙ্কেতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা

টাকা জোগাড় কঠিন হবে না

সঙ্কটকালের মোকাবিলা হিসেবে নয়, ন্যূনতম আয় চালু করা আসলে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার হিসেবে ভাবা উচিত, এই আলোচনা করেছি গতকাল ('দানসামগ্রী, না কি অধিকার', পৃ ৪, ২৩-৬)। এ বার বলি, অর্থের জোগান একটা বড় সমস্যা হলেও দরিদ্র দেশগুলোতে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম আয় দেওয়া সাধ্যাতীত হবে না। ভারতের ন্যূনতম আয়ের জন্য কত টাকা লাগবে, আমি একটা হিসেব কষেছি।

আগে বলি, অর্থসংস্থান পাওয়া সম্ভব কী উপায়ে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো অনেক রকম ভর্তুকি দেয়। তার মধ্যে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা, নিকাশি, আবাসন, নগর উন্নয়ন এগুলো স্বল্পবিত্ত মানুষের জন্য জরুরি। কিন্তু ভর্তুকির বেশিটাই যায় তুলনায় সচ্ছল মানুষের কাছে। এই ধরনের অদরকারি ভর্তুকির জন্য জিডিপি-র ৫.৭ শতাংশ খরচ হয়েছিল ২০১৫-১৬ সালে।

এ ছাড়া ব্যবসায়িক সংস্থাকে কর মকুব ও অন্যান্য যে সব ছাড় দেওয়া হয়, সেগুলি জিডিপি-র পাঁচ শতাংশ। এর মধ্যে কয়েক ধরনের শুল্ক মাফ করা হয়তো এড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু অন্য কিছু ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা অতটা স্পষ্ট নয়। যেমন, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় কর মকুব না করলে ওই বিনিয়োগ হয়তো অন্যত্র হত। এই সব ছাড়ের অন্তত অর্ধেক, অর্থাৎ জিডিপি-র আড়াই শতাংশ, আরও ভাল কোনও কাজে লাগানো যেতে পারে। এই হিসেবে রাজ্য সরকারের রাজস্ব ছাড়ের পরিমাণ ধরা নেই, কারণ তার কোনও ভাল পরিসংখ্যান নেই।

নতুন কর বসানোরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ভারতের কর ও জিডিপির যে অনুপাত, চিন, ব্রাজিল এবং অন্য বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে তা কম। ভারতে আবাসন সম্পত্তি এবং নগর অঞ্চলে জমির উপর বাজার মূল্যের তুলনায় কর অত্যন্ত কম ধার্য করা হয়, তাতে কারচুপিও থাকে। এ ছাড়াও অন্য সম্পদ, উত্তরাধিকার এবং কৃষি-আয়ে কোনও কর নেওয়া হয় না। অথচ পারিবারিক সমীক্ষা দেখাচ্ছে, ভারতে সম্পদ বণ্টনের অসাম্য আরও চড়া হচ্ছে, এখন তা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোয় অসাম্যের হারের কাছাকাছি। জিডিপি-র ১.৮ শতাংশ বাড়তি কর থেকে পাওয়া যাবে বলে আমরা ধরছি।

এই সবটা ধরলে জিডিপি-র অন্তত ১০ শতাংশ

প্রণব বর্ধন

পাওয়া যাবে। প্রশ্ন উঠবে, ওই টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামোর উন্নতি হবে না কেন? এই তিনটি বিষয় সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই তিনটি বিষয় এবং ন্যূনতম আয়ের জন্য সমান ভাবে ভাগ করে নেওয়া যাবে ওই ১০ শতাংশ টাকা, তা হলে ন্যূনতম আয়ের জন্য অন্তত আড়াই শতাংশ পাওয়া যাবে। এতে প্রতি বছর মাথাপিছু প্রায় চার হাজার টাকা (অর্থাৎ পরিবার পিছু কুড়ি হাজার টাকা) ন্যূনতম আয় দেওয়া যাবে। ভারতের প্রেক্ষিতে এটা খুব খারাপ নয়। লক্ষণীয় যে বর্তমানে গরিবদের জন্য যে প্রকল্পগুলি চালু রয়েছে, সেগুলোতে বিন্দুমাত্র হাত না দিয়েই এই টাকাটা পাওয়া যাবে। যদি কোনও চালু প্রকল্পের অপচয় কমানো যায়, প্রকল্পের বিকল্প ভাবা যায়, তা হলে যে টাকা বাঁচানো যাবে, তাতে মোট হিসেবে জিডিপি-র দশ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। (গত নির্বাচনের আগে মোদী সরকার কৃষকদের জন্য যে অনুদান ঘোষণা করেন, সেই টাকাটা এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কেননা শুধু কৃষকরা অনুদান পাবেন, অথচ বর্গাদার, খেতমজুর, অ-কৃষক শ্রমিক বা অন্য খেটে-খাওয়া মানুষ কেন পাবেন না, এর বিশেষ যৌক্তিকতা নেই)।

আমি ভালই জানি যে সব ভর্তুকি দীর্ঘ দিন চালু রয়েছে তা বাদ দেওয়া, কিংবা নতুন কর চাপানো, কোনওটাই রাজনৈতিক ভাবে সহজ হবে না। নানা কায়েমি গোষ্ঠীর থেকে প্রতিরোধ আসবে। কিন্তু এ-ও ঠিক যে সঙ্কটের সময়ে এ ধরনের প্রতিরোধের ধার অনেকটা কমে আসে। তাই বড় সংস্কারের জন্য এটাই উপযুক্ত সময়। যদি জিডিপি-র দশ শতাংশ বার করা কঠিন হয়, তবে তার অর্ধেক নিয়ে শুধু মহিলাদের জন্য ন্যূনতম আয়ের প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে।

তার পরেও প্রকল্পের কার্যনির্বাহে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। মূল্যস্ফীতির সঙ্গে অনুদানের অঙ্ক বাঁধা থাকা উচিত কি না; যাঁদের পক্ষে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাগাল পাওয়া সহজ নয় তাঁদের কী হবে— এগুলো প্রধানত রূপায়ণের সমস্যা। যদি ন্যূনতম আয়ের ধারণাটা নীতি-প্রণেতারা গ্রহণ করেন, তা হলে এ সব সমস্যার সমাধানে নানা ধরনের নমনীয় উপায় নেওয়া যেতে পারে। যেমন অনেকে মনে করেন, ন্যূনতম আয় জিডিপি-র একটি অংশ হওয়া উচিত, কোনও নির্দিষ্ট অঙ্ক নয়। তা হলে জিডিপি-র বৃদ্ধি ভাল হলে ন্যূনতম আয়ের অঙ্কটাও ভাল হবে, মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে অনুদানের মূল্য হ্রাসের সমস্যাও এড়ানো যাবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকার সমস্যা এড়াতে প্রান্তিক এলাকায় ব্যাঙ্কের এজেন্টদের মাধ্যমে বা ডাকঘর মারফত মানি-অর্ডারের মাধ্যমে, অথবা মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর সাহায্যে করা সম্ভব।

গত দেড় দশকে বেশ ধাক্কা লেগেছে বিশ্বের অর্থনীতিতে। আর্থিক সঙ্কট, ব্যয়সঙ্কোচ নীতি, বড় হারে ছাঁটাই, প্রযুক্তির পরিবর্তনের ঝাপটা, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উত্থান, জাতীয়তাবাদের বাড়াবাড়ি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি, কৃষিতে পরিবেশ সংক্রান্ত সঙ্কট, উদ্বাস্তু-সমস্যা এবং পর পর মহামারি। কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তার অভাব ভয়ানক। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা আরও তীব্র, কারণ সুসময়েও এখানকার মানুষ দিন-আনি দিন-খাই পরিস্থিতিতেই বেঁচে থাকেন। তাঁদের বিমা বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা নেই বললেই চলে। সর্বজনীন ন্যূনতম আয় এ সব দেশে অন্তত খানিকটা মৌলিক নিরাপত্তা দিতে পারবে। আর্থিক সঙ্কটের সময়েও কিছুটা সুরক্ষা মিলবে। *(শেষ)*

অর্থনীতি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে

■ *ইমেল-এ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:* ***editpage@abp.in*** *অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।*

সম্পাদক সমীপেষু

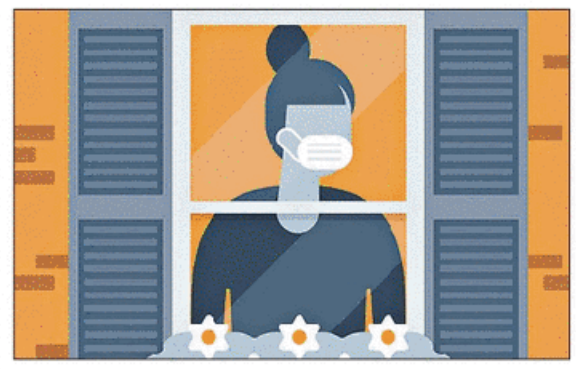

রাজদ্বারে, শ্মশানে

গত মাসের মাঝামাঝি আমার স্বামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। জানতাম না, এটাই ছিল আমাদের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। ১২ দিন ভেন্টিলেশনে থেকে যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার করলেন তিনি। হাসপাতালে ভর্তির তৃতীয় দিনে স্বাস্থ্য দফতর থেকে খবর এল, তাঁর কোভিড হয়েছে। সুতরাং আমাদের ১৪ দিন কোয়ারান্টিনে থাকতে হবে।

এই ১৪ দিনের ঘটনার অভিজ্ঞতা কয়েদি জীবনের থেকেও ভয়ঙ্কর। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সেক্রেটারির নিষেধাজ্ঞায় এবং কিছু বাসিন্দাদের অসহযোগিতায় আমরা একঘরে। আমাদের দরজার সামনে দেখলে লোকজন পালিয়ে যাচ্ছেন। এই ১৪ দিন আমাদের একমাত্র ভরসা ছিলেন জনাকয়েক বন্ধু। যে দিন আমার স্বামীকে সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হল, এই বন্ধুরাই সে দিন বাইপাসের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে শেষ প্রণাম জানানোর জন্য।

বিপদের দিনে বুঝলাম, আত্মার আত্মীয় কাকে বলে।

জয়া ভাদুড়ি কর
কলকাতা-১৯

প্রাণভিক্ষা নয়

'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা' (১৯-৬) নিবন্ধটিতে অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় যথার্থই দেখিয়েছেন, শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা লুটের জন্য দায়ী এই সমাজব্যবস্থা। মুনাফা, আরও মুনাফা যার একমাত্র লক্ষ্য। লেখক নতুন চেতনা, নতুন বোধসম্পন্

এক নজরে

প্রয়াত অমলেন্দু

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাকে গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি। জীবন সায়াহ্নে এসেও টেলিস্কোপ আর স্লাইড নিয়ে রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনেরও অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাতে দক্ষিণ কলকাতায় নিজের বাড়িতেই প্রয়াত হয়েছেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ১৯৩০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার মুগকল্যাণ গ্রামে জন্ম তাঁর। গণিত নিয়ে উচ্চশিক্ষা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় গণিতজ্ঞ বিষ্ণু বাসুদেব নারলিকরের সঙ্গে। নারলিকরকেই অমলেন্দুবাবুর 'গুরু' বলা হয়। কর্মজীবনে পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের প্রথম অধিকর্তা ছিলেন অমলেন্দুবাবু। পরবর্তী কালে বিড়লা তারামণ্ডলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

গাড়িতে টানাপড়েন

রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন বন্ধ থাকলেও প্রশাসনিক কাজ চলছে। সেই কাজের জন্য অর্থ বিভাগের কর্মীদের গাড়িতে আনার বিষয়ে এক কর্মী-নেতা প্রশ্ন তোলেন। তার পরে ওই কর্মীদের গাড়িতে আনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সকলের বেতন, স্কলারশিপ, পেনশন ইত্যাদি বিষয় দেখেন ওই কর্মীরা। শিক্ষক সমিতি জুটা-র সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় মঙ্গলবার বলেন, ''আমরা চাই, প্রশাসনিক দফতরের বিষয়ে কেউ যেন হস্তক্ষেপ না-করে। প্রশাসনিক কর্মীরা যেন নিজেদের মতো কাজ করতে পারেন।'' রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু বলেন, ''কর্মীরা যাতে গাড়ি পান, তার চেষ্টা সব সময় করছি। আমরা চাই না, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে গিয়ে কোনও কর্মীর করোনা হোক। এ নিয়ে কোনও ক্ষোভ থাকলে, তা-ও মেটানোর চেষ্টা করব।''

আর্জি খারিজ

বুদ্ধগয়া ও খাগড়াগড় বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত জেএমবি জঙ্গি আব্দুল মোতিনের জামিনের আবেদন সোমবার খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গত বছরের ২৯ জানুয়ারি কেরল থেকে গ্রেফতার করেছিল আব্দুলকে। তার বাড়ি অসমে। জেএমবি জঙ্গি বোমা মিজান ওরফে মইদুল ইসলামের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল আব্দুল। তার কাজ ছিল সংগঠনের হয়ে টাকা তোলা ও নতুন প্রজন্মের ছেলেদের সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১৩ দিনেই ১ লক্ষ

তৃণমূলের নতুন সংগঠন 'বাংলার যুবশক্তি'র সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি এই নতুন সংগঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনিই। অভিষেক জানান, ১ লক্ষ সদস্য সংখ্যা সংগ্রহের জন্য এক মাস সময় নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। সংগঠনের এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে মাত্র ১৩ দিনেই।

বাড়ির কাছে বদলি চেয়ে চিঠি শিক্ষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

চলতি বছর সরস্বতী পুজোর দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের নিজ জেলায় বদলি প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। অভিযোগ, সেই ঘোষণার পরে কয়েক মাস কেটে গেলেও বদলি নিয়ে কোনও সরকারি আদেশনামা বেরোয়নি।

অথচ শিক্ষক ও শিক্ষক সংগঠনগুলির মতে, করোনা পরিস্থিতিতে স্কুলে পঠনপাঠন যখন বন্ধ, তখন এই বদলি প্রক্রিয়া চালু থাকলে সুবিধা হত। স্কুল খুললে অনেক শিক্ষক নিজ জেলা থেকেই স্কুল করার সুযোগ পেতেন।

সম্প্রতি কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন নিজ জেলায় শিক্ষকদের বদলি নিয়ে ফের আর্জি জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নবকুমার কর্মকার জানান, তাদের সংগঠন এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছেন। নববাবুর দাবি, ধাপে ধাপে বদলি প্রক্রিয়া শুরু হোক। প্রথমে শিক্ষিকাদের নিজ জেলায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা হোক। অনেক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষক বাড়ি থেকে দূরের স্কুলে যান। তাঁদের নিজ জেলায় নিয়ে আসা হোক। যে সব স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন জেলার স্কুলে আছেন, তাঁদের এক জেলায় আনার ব্যবস্থা হোক। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের বদলিতে প্রাধান্য দিতে হবে বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।

যদিও প্রশ্ন, এ ক্ষেত্রে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকের অভাব দেখা দেবে না তো? কারণ যে সব শিক্ষক বাড়ি থেকে দূরে কোনও গ্রামে শিক্ষকতা করেন, তাঁরা বাড়ির কাছে চলে এলে গ্রামের স্কুলে শিক্ষক কমতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা অনিমেষ হালদারের মতে, প্রাথমিক ভাবে সমস্যা দেখা দিলেও এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ যদি চলতে থাকে, অসুবিধার কথা নয়। নতুন নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রাথমিক ভাবে গ্রামে বদলি করে কয়েক বছর পর তাঁকে নিজের জেলায় নিয়ে আসা যেতে পারে। অনিমেষবাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পরে তৎপরতা শুরু হলেও এখন থমকে। আপস বদলি ও সাধারণ বদলির আরও সরলীকরণ হওয়া জরুরি।"

কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন জানিয়েছে, স্কুল বন্ধ থাকলেও প্রশাসনিক কাজ চলছে। তা হলে কেন নিজ জেলায় স্কুলশিক্ষকদের বদলির বিষয়ে তৎপর হচ্ছে না রাজ্য? যদিও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, "শিক্ষক বদলির প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। প্রশাসনিক ভাবে কাজ এগোচ্ছে।"

নদীর গ্রাসে

শমসেরগঞ্জ: মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জ এলাকায় গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গেল বছর দশেকের এক বালক। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। ভাঙন ঠেকাতে শমসেরগঞ্জের নিমতিতা এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম এখন রাত জাগছে। ধানঘড়া তেমনই একটি গ্রাম। সে পাড় বাঁধাইয়ের কাজে শামিল হয়েছেন গ্রামের মনিরুল ইসলাম। প্রতি দিনের মতো মঙ্গলবারও কাকার জন্য খানিক পান্তা ভাত নিয়ে দুপুরে নদীর পাড়ে গিয়েছিল তাঁর বছর দশেকের ভাইপো মামুন শেখ। গাছের ছায়ায় বসে সেই পান্তা খাচ্ছিলেন মনিরুল। গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল মামুন। আচমকাই পাড়ের মাটি খসে পড়ে যায় সে। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রমিকেরা ছুটে যাওয়ার আগেই তলিয়ে যায়।

নিজস্ব সংবাদদাতা

■ ইস্কনের মন্দির চত্বরেই রথ টানলেন ভক্তেরা। মঙ্গলবার মায়াপুরে। *ছবি: সুদীপ ভট্টাচার্য*

রাস্তায় রথ প্রায় নেই, যাত্রা কোলে-পাল্কিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন

পথে নামল না রথ। বিগ্রহও বেশির ভাগ জায়গায় রইলেন মন্দিরেই। কোথাও অবশ্য মাসির বাড়ি গেলেন কোলে বা পাল্কিতে চেপে, কোথাও গাড়ি-রথে। দু'একটি জায়গায় রথ টানা হয়েছে কয়েক পাক। রথের বিখ্যাত মেলা অবশ্য কোথাও বসেনি।

পুরীর জগন্নাথের এক প্রাচীন রূপ দধিবামনের নিয়মিত পুজো হয় মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। পিতলের রথে তাঁকে মাসির বাড়ি নিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। ভিড় ভেঙে পড়ত। এ বার করোনা-পর্বে সবার চোখের আড়ালে লালগোলার রাজ পুরোহিতের কোলে করে চুপিসাড়ে দধিবামন গেলেন রথবাজারের মাসির বাড়ি।

হুগলির মাহেশেও রাজপথ দিয়ে তিনটি নারায়ণ শিলা নিয়ে যাওয়া হল মাসির বাড়ির মন্দিরে। সকালে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ গর্ভগৃহ থেকে বের করে মন্দিরের চাতালে রাখা হয়। সেখানে পুজোপাঠ চলে। তবে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। বেলা সাড়ে ৩টে নাগাদ তিনটি বিগ্রহকে লাগোয়া ধ্যানঘরে অস্থায়ী মাসির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরেই নারায়ণ শিলা নিয়ে শোভাযাত্রা। সে পথ ভিড়ে ঠাসা ছিল না। শিলা নিয়ে তিন বার রথ প্রদক্ষিণের সময় দূরে দাঁড়িয়ে কয়েক জন তা দেখেছেন। গুপ্তিপাড়াতে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা সম্বৎসর থাকেন বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরে। বিগ্রহ তিনটিকে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটাই অস্থায়ী মাসির বাড়ি।

কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির চত্বরও সকাল থেকে ছিল সুনসান। বিকেল ৫টা নাগাদ মন্দিরের ভিতরে নিয়মরক্ষার জন্য দড়িতে টান পড়ল। দেবোত্তর ট্রাস্টি বোর্ডের আধিকারিক, জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের কয়েক জন উপস্থিত ছিলেন। গাড়ি-রথ সোজা চলে গিয়েছে মাসির বাড়ি ডাঙ্গুরাই মন্দিরে। রথের সঙ্গে ছিল পুলিশের গাড়ি। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়ির কুলদেবতা মদনমোহন জিউ ও জগন্নাথদেব পাল্কিতে মাসির বাড়ি গিয়েছেন। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের কুলীন গ্রামে দশ হাত রথ টানা হয়েছে। কালনায় লালজি রথ কিছুটা টানা হয়। নদিয়ার মায়াপুরে ইসকনের রথ চলে চন্দ্রোদয় মন্দিরের উঁচু পাঁচিল ঘেরা চত্বরের ভিতরে।

এ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই রথে বিগ্রহকে রেখে পুজো করে নামিয়ে আনা হয়। যাত্রা হল প্রতীকী। কালনার জগন্নাথতলা, পূর্বস্থলীর গোপীনাথ মন্দির থেকে আউশগ্রামের দিগনগরে জগন্নাথ মন্দির, সর্বত্রই এ বার শুধু পুজো করা হয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জ আর কৃষ্ণগঞ্জে সেই পুজো দেখতেই মন্দির চত্বরে উপচে পড়েছিল ভিড়। এসডিপিও (বিষ্ণুপুর) প্রিয়ব্রত বক্সী বলেন, "রথের চারপাশের ব্যারিকেড করে ভিড় রোখা হয়েছে।"

অম্বুবাচী বলে লালগোলায় বিগ্রহকে কেবল ফল, মিষ্টির ভোগ নিবেদন করা হয়। মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সেবাইত সৌমেন অধিকারী বলেন, "এখানে উৎকল মতে পুজো হয়, তাই অম্বুবাচীতে কোনও বিধিনিষেধ নেই।"

মন্দির খুলতেই অধরা দূরত্ববিধি

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

তারাপীঠ: যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাই ঘটল। পূর্ব ঘোষণা মতো মঙ্গলবার ভোর থেকে তারাপীঠ মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য খুলল। এবং এত কড়াকড়ির পরেও মন্দিরে দর্শনার্থীদের পারস্পরিক দূরত্ব বিধি মানা কার্যত শিকেয় উঠল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মন্দিরে ঢুকলেন বহু মানুষ। ঘোরাঘুরিও করলেন দল বেঁধে। সেই দলে ছেলে থেকে বুড়ো— সকলেই। যা আগামী দিনে মন্দির খোলা রাখা নিয়ে বীরভূম পুলিশ-প্রশাসন এবং মন্দির কমিটির কাছে যথেষ্ট ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক পরিবারের অনেক সদস্য এক সঙ্গে পুজো দিতে এসে মা তারার দর্শন করেছেন। সেই জন্য মাঝেমাধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় থাকেনি।"

সেই ১৬ মার্চ থেকে বন্ধ ছিল তারাপীঠ মন্দির। ৯৫ দিন পরে মন্দিরে 'মা তারা'র গর্ভগৃহের দরজা ভোর সাড়ে পাঁচটায় মঙ্গল আরতির পরে সেবায়েত বামাচরণ মুখোপাধ্যায় দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেন। করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচতে একগুচ্ছ সুরক্ষা ব্যবস্থার ধাপ পেরিয়ে দর্শনার্থীরা 'মা তারা'র দর্শন করছেন। বালিগঞ্জ থেকে ভাগলপুর, রায়গঞ্জ থেকে শান্তিপুর— এ রাজ্য এবং ভিন্ রাজ্য থেকে অনেক মানুষ ভোর থেকে চলে এসেছিলেন মন্দিরে।

■ তারাপীঠে মঙ্গলবার। *নিজস্ব চিত্র*

গর্ভগৃহে অবশ্য কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বাইরে থেকে 'মা তারা'কে দর্শন করতে গিয়ে ফুল, বেলপাতা, সিঁদুর, ফল, ধূপকাঠি, জবা, পদ্ম, নীল অপরাজিতা, করবী ফুলের মালা-সহ নানাবিধ উপকরণ দিয়ে সাজানো পুজোর ডালি সেবায়েতদের হাতে তুলে দিয়েছেন দর্শনার্থীরা। পুজো দিয়ে সেবায়েতরা ডালা ফেরত দিয়েছেন তাঁদের হাতে। বাইরে থেকে দেবীর দর্শন করা নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও মন্দিরে প্রবেশ করতে পেরে সকলে এতটাই খুশি যে বলছেন, "হোক না বাইরে থেকে, এত দিন বাদে মায়ের দর্শন তো হল!"

দিলীপদের হিন্দুত্ব-তাসই

নিজস্ব সংবাদদাতা

করোনা এবং আমপান সত্ত্বেও বিজেপি যে মেরুকরণকেই হাতিয়ার করতে চায়, তা ফের স্পষ্ট করলেন দিলীপ ঘোষ। বাংলার 'ভার্চুয়াল' সভা থেকে সিএএ প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে দিয়েছিলেন অমিত শাহ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার দিলীপও বলেছেন, "শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রমাণ করতে বলিদান দিয়েছিলেন। এখান থেকেই প্রমাণিত, দেশ আমাদের রক্তে। আর যারা তাঁর সমালোচনা করে, তারা দেশভাগের ফলে তৈরি উদ্বাস্তুদের ভোট নিয়ে সরকারে এসেছে। বিনিময়ে কিছু দেয়নি।'' রাজনৈতিক শিবিরের মতে, শ্যামাপ্রসাদের অনুষ্ঠানে বাড়তি আয়োজনও বুঝিয়ে দিচ্ছে, হিন্দুত্বের তাসই তারা ব্যবহার করতে চায়।

দিলীপের অভিযোগ, ''বাম এবং তৃণমূল— কোনও সরকারই বাংলাদেশ সীমান্তে এক হাজার কিলোমিটার জায়গায় বেড়া লাগাতে দেয়নি। তারা অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে ভোটার তৈরি করে সরকারে থাকার চেষ্টা করেছে।'' তৃণমূল ও বাম অবশ্য মনে করিয়েছে, বেড়া তৈরি ও সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের। কংগ্রেসের কটাক্ষ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন যে শ্যামাপ্রসাদ, তাঁকে বাংলার 'আইকন' বানানোর চেষ্টায় লাভ হবে না।

ক্ষতিপূরণেও দুর্নীতি, কান ধরলেন নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা

রায়দিঘি: ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণের তালিকায় নাম আছে সাড়ে ছ'হাজার মানুষের। এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন মাত্র ৩৮০ জন। তার মধ্যে পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শিরাও আছেন বলে অভিযোগ। আমপানে যাঁদের বাড়ির ক্ষতি হওয়া তো দূরের কথা, দোতলা-তিনতলা বাড়ি দিব্যি বহাল তবিয়তে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির নন্দকুমার পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামেন স্থানীয় মানুষ। মঙ্গলবার রায়দিঘি-বোলেরবাজার রোডের কৈলাসপুর-হরিটানা মোড়ে ঘণ্টা তিনেক অবরোধ চলে। পুলিশের উপস্থিতিতেই তলব করা হয় অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন ঘাঁটুকে। তিনি সকলের সামনে কান ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। বিডিও আসেন এলাকায়। তদন্তের আশ্বাস দেন। এর পরেই স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

কান ধরে ক্ষমা চাওয়ার কথা অস্বীকার করছেন না স্বপন। তাঁর দাবি, "পরিস্থিতির চাপে পড়ে এবং পুলিশের নির্দেশ মেনে কান ধরেছি।" তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে স্বপনের যুক্তি, "দ্রুত তালিকা তৈরি করতে গিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছিল। তবে যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তাঁদের নাম যুক্ত করে নতুন করে তালিকা তৈরি হবে।"

গোটা ঘটনায় অপ্রস্তুত স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, তথা তৃণমূল নেতা শান্তনু বাপুলি বলেন, "ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। প্রশাসনকে বলা হয়েছে, তদন্ত করে দেখার জন্য।"

পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের কানাই গিরি জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা ৬ হাজার ৫৩৮। এঁদের সকলের তালিকা পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ২০ হাজার টাকা পেয়েছেন মাত্র ৩৮০ জন। তাঁর কথায়, "ওই সদস্য নিজের এলাকার তালিকা তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন। দ্রুত তালিকা পাঠাতে গিয়ে সমস্ত কিছু দেখা যায়নি। ফলে সমস্যা তৈরি হয়েছে।" ইতিমধ্যেই স্বপনকে ব্লক প্রশাসন থেকে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিডিও রিজওয়ান আহমেদ। যাঁরা অনৈতিক ভাবে টাকা পেয়েছেন, তাঁদেরও পর্যায়ক্রমে নোটিস পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে কারও কারও টাকা ফেরতও নেওয়া হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

স্থানীয় বাসিন্দা হরেন মণ্ডল, সুখেন হালদারদের বক্তব্য, "আমাদের বাড়িঘর ভেঙেছে। আমরা টাকা পেলাম না। অথচ, পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবারের তিন জন পেয়েছেন বলে শুনেছি। ওঁর ঘনিষ্ঠ আরও কিছু লোক, যাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি— তাঁরাও পেয়েছেন। এরই বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছি।" রতন মণ্ডল, পুলক ঘাঁটুরা বলেন, "চাপে পড়ে কান ধরে দোষ স্বীকার করেছেন ওই সদস্য। তবে আমাদের ধারণা, এই কেলেঙ্কারিতে পঞ্চায়েতের আরও অনেকে জড়িত।"

'দুষ্কর্ম' ত্রাণে, পদক্ষেপ মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

আমপানের ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি তৃণমূলের উপরতলায় নাড়া দিয়েছে। সূত্রের খবর, খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ১৬০০ অভিযোগের কথা জানতে পারেন। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এগুলির প্রায় সবই পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের 'দুষ্কর্মে'র ফল। কয়েকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিডিওদের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তার পরেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে সরকার ও শাসকদল। ওই ১৬০০ অভিযোগের প্রতিবিধান করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ বুধবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেখানে বিরোধী দলগুলি ত্রাণ বিলির ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ আনবে বলে কোমর বাঁধছে। তার আগে দলের হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো কয়েকটি জেলায় পঞ্চায়েতের পদাদিকারীদের বহিষ্কৃত করেছে তৃণমূল। পাশাপাশি কয়েক জন বিডিও নিজেরা যাচাই না করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের উপর দায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণই তৃণমূলের বাধ্যবাধকতা। কারণ, বিষয়টি আর বাড়তে দিলে জনমনে তার বিরূপ প্রভাব তৈরি হতে পারে। এবং ভোটে তার মাশুল দিতে হতে পারে তৃণমূলকে। সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে শিথিলতা দেখাতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ত্রাণ বিলি যাতে সুষ্ঠু ও দল-নিরপেক্ষ হয়, তা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নীচের তলা পর্যন্ত টাস্ক ফোর্স গড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পঞ্চায়েত কর্তা, এমএলএ, জেলা পরিষদের প্রতিনিধিত্ব যেমন আছে, তেমনই আছেন বিডিও এবং স্থানীয় থানার আইসি। উদ্দেশ্য, পঞ্চায়েতের দেওয়া তালিকা প্রশাসন খতিয়ে দেখবে এবং পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নিজস্ব নজরদারিতে ত্রাণের কাজ করা হবে।

এই ব্যবস্থা বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজে আসেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব জানতে পারেন, তাঁদেরই দলের পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য বা অন্য পদাধিকারীদের একাংশ নিজেদের মতো তালিকা তৈরি করছেন। এবং কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিডিও-রা তাতেই 'সিলমোহর' দিচ্ছেন। এর পরেই প্রশাসন এবং শাসকদল দু'তরফেই ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়। দুই ২৪ পরগনায় এই ক্ষতিপূরণ নিয়ে অভিযোগ সব থেকে বেশি। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ছাড়াও, হাবরা ও দেগঙ্গায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে তালিকা তৈরির অভিযোগ উঠেছে। তবে দেগঙ্গার ঘটনা সম্পর্কে অবশ্য তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য, এটা নিছক ত্রাণের বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে গোলমালের চরিত্র অনেকটা ভাঙড়ের 'পাওয়ার গ্রিড' আন্দোলনের মতো। যেখানে বাইরে থেকে রাজনৈতিক উস্কানির খবর আসছে।

যে সব জায়গায় ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণ বিলি নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে, সর্বত্রই বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি রয়েছে বলেও মনে করছেন শাসকদলের নেতারা। তবে দলের এক নেতা বলেছেন, "সব অভিযোগ যাচাই করে দেখা হবে। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছে তা কোনওভাবেই আত্মসাৎ করতে দেওয়া হবে না।"

ত্রাণে দুর্নীতিই আজ মূল সুর বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্যে আমপান-পরবর্তী সময়ে ত্রাণ বিলি ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ এবং করোনা চিকিৎসায় অপ্রতুল পরিকাঠামোর প্রশ্নই সর্বদল বৈঠকে মূল হাতিয়ার হতে চলেছে বিরোধীদের। সেই সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবিও ওই বৈঠকে ওঠার কথা। বৈঠকের আগের রাত পর্যন্ত বিভিন্ন শিবির থেকে যা ইঙ্গিত, তাতে তিন মাস আগের প্রথম সর্বদলের তুলনায় এ বার বিরোধীদের সুর কিছুটা উঁচু সুরে বাঁধা হওয়ারই সম্ভাবনা থাকছে।

ত্রাণে দুর্নীতির অভিযোগ, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বদলে অন্যদের হাতে বাড়ি তৈরির টাকা বা অন্যান্য আর্থিক সহায়তা পৌঁছে যাওয়া এবং করোনা চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিকাঠামো-সহ নানা দুর্বলতার কথাই মূলত আজ, বুধবার সর্বদল বৈঠকে তুলতে চান বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস নেতারা। পক্ষান্তরে তৃণমূলের চেষ্টা থাকবে রাজ্য সরকারের যথাসাধ্য প্রয়াসের কথা বলে পাল্টা যুক্তি দেওয়ার।

নবান্নে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সর্বদল বৈঠক হতে চলেছে। বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ওই বৈঠকে থাকার কথা। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, বিজেপির তরফে দিলীপবাবুর সঙ্গে পরিষদীয় দলনেতা মনোজ টিগ্গা ও জয়প্রকাশ মজুমদার আজ বৈঠকে যাবেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের সঙ্গে থাকার কথা বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীর। কংগ্রেসের তরফে সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ও বিধায়ক অসিত মিত্রকে বৈঠকে পাঠানো হচ্ছে। শাসক দলের তরফে থাকবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। পার্থবাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার সদিচ্ছা দেখিয়েছেন। এমন একটা উদ্যোগের পাশে সকলে থাকবেন, এটাই প্রত্যাশিত।"

দিলীপবাবু বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে এর আগে দু'বার চিঠি দিয়েছি। যা লিখেছিলাম, তার উপরেই কথা বলব।" লকডাউনের মধ্যে রেশনে অনিয়ম ও আমপানে ত্রাণ বিলিতে দুর্নীতির অভিযোগই ছিল দিলীপবাবুর চিঠিতে। সেই সঙ্গে মৃতদের সৎকারে 'অসংবেদনশীলতা'র কথাও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলতে চান।

প্রায় একই সুর বাম ও কংগ্রেসেরও। সুজনের বক্তব্য, "কেন্দ্র যে টাকা দেয়নি, সেই কথা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু দুর্নীতি সাঙ্ঘাতিক মাত্রায় পৌঁছেছে। যে কোনও দিন পান চাষ করেনি, সে পান বরোজের জন্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে চলে যাচ্ছে! পুলিশকে জানাতে গেলে থানা অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগের স্বীকৃতিপত্র দিচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর এগুলোও জানা দরকার।" প্রদীপবাবুর কথায়, "বাড়ির ক্ষতিপূরণের ফর্ম এমন করা হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষকে পঞ্চায়েত বা স্থানীয় স্তরে কারও উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে এবং অনিয়ম হচ্ছে। হাওড়া, বসিরহাট, উত্তরবঙ্গ-সহ নানা জায়গায় কোভিড হাসপাতাল আরও বাড়ানো দরকার বলেও আমরা মনে করি।"

কৃষিজমি রক্ষার আঁতুড়ে ধান ছেড়ে মাছে মন?

নন্দীগ্রামে এখন অনেক চাষজমিতে ভেড়ির রমরমা। উঠছে শিল্পের দাবিও।

নিজস্ব সংবাদদাতা

নন্দীগ্রাম: নন্দীগ্রামের চাষি হাজি শেখ আলমগির হোসেন২০১৭ সালে রাজ্য সরকারের 'কৃষক সম্মান' পুরস্কার পেয়েছিলেন। মূলত ধান চাষ, জৈব সার প্রয়োগের জন্যই এসেছিল সম্মান।

তিন বছরে ছবিটা ঘুরে গিয়েছে। আলমগির এখন প্রধানত মাছ চাষি। 'নন্দীগ্রাম ভ্যানামেই অ্যান্ড বাগদা অ্যাকোয়া কালচার সমিতি'র সভাপতিও তিনি।

এক সময় চাষের জমি বাঁচাতে এই নন্দীগ্রামে ঝরেছিল রক্ত। রাজ্য-রাজনীতিতে বদলের শুরুও অনেকটা এই মাটি থেকে। নন্দীগ্রামের শিল্প-সম্ভাবনা তখন যে সব প্রশ্নের মুখে পড়েছিল, তার মধ্যে ছিল পর্যাপ্ত জলের অভাবও। এখন অবশ্য সেই জলেই বদলে যাচ্ছে মাটির চরিত্র।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল ঘেঁষা এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে চাষজমিকে ভেড়িতে পরিণত করার প্রবণতা রয়েছে। তবে নন্দীগ্রামে গত তিন-চার বছরে এই ধারা দেখা যাচ্ছে। কৃষি দফতর সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম-১ ব্লকে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর কৃষিজমি রয়েছে। গত কয়েক বছ

এক নজরে

চা বিক্রেতার মেয়ে

■ আঁচল

ভারতীয় বায়ুসেনায় ফ্লাইং অফিসার হিসেবে যোগ দিলেন ২৪ বছরের আঁচল গাঙ্গোয়াল। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে নিজের স্বপ্ন সফল করেছেন তিনি। আঁচলের বাবা সুরেশ মধ্যপ্রদেশের নীমচ জেলায় এক বাসস্ট্যান্ডে চা বিক্রি করে সংসার চালান। মেয়ের সাফল্যে গর্বিত বাবা জানিয়েছেন, পরিবারে এতটাই অর্থকষ্ট ছিল যে অনেক সময় আঁচলের স্কুল ফি-ও তিনি জোগাড় করতে পারেননি।

সাইবার হানা

লাদাখে চিনা সেনার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরই ভারতের বিরুদ্ধে সাইবার হামলার চেষ্টা বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। গত ৪-৫ দিনে অন্তত ৪০ হাজার ৩০০টি এমন চেষ্টা হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের সাইবার শাখার স্পেশাল আইজিপি যশস্বী যাদব জানাচ্ছেন, বেশির ভাগ হানাদারিই চালানো হয়েছে চিনের শিচুয়ান প্রদেশের ছাংতু এলাকা থেকে। এই শহরটিই চিনের সাইবার যুদ্ধের সদর দফতর বলে অভিযোগ। বেসরকারি সূত্রের দাবি, সিঙ্গাপুরের একটি সাইবার সংস্থা (Cyfirma) ভারতের মিডিয়া হাউসগুলির উপরে চিনের সাইবার হামলার সম্ভাবনা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছে। ৮ জুন থেকে ১৮ জুনের মধ্যে 'ডার্ক ওয়েব'-এ (ইন্টারনেটের যে অন্ধকার ও সাঙ্কেতিক জগত সাধারণ ব্রাউজ়রের মাধ্যমে দেখা যায় না) এই বিষয়ে হ্যাকারদের বার্তা চালাচালির কথা জানতে পেরেছে সিঙ্গাপুরের সংস্থাটি।

সংজ্ঞাহীন প্রজ্ঞা

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার ভোপালে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল মধ্যপ্রদেশ বিজেপি। অনুষ্ঠানে আচমকা সংজ্ঞা হারান ভোপালের বিজেপি সাংসদ তথা মালেগাঁও বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান ও অন্য নেতারাও ছিলেন। দলীয় সূত্রের খবর, অসুস্থতার কারণে প্রজ্ঞা চিকিৎসাধীন। কড়া ওষুধ চলছে তাঁর। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তিনি সুস্থ।

বন্দিদের জন্য

জেলে কেউ করোনায় আক্রান্ত হলে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর পরিবার ও নিকটাত্মীয়কে সেই খবর দেবেন জেল কর্তৃপক্ষ। জানানো হবে, শারীরিক অবস্থাও। মঙ্গলবার বম্বে হাইকোর্টে এই কথা জানিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। বন্দিদের সুরক্ষা নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় বম্বে হাইকোর্টে। তারই প্রেক্ষিতে এই কথা জানিয়েছে উদ্ধব সরকার।

নীতীশের দলে পাঁচ

ক'দিন আগেই বিহার সরকারের বড় শরিক জেডিইউ ছেড়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-তে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধান পরিষদ সদস্য জাভেদ ইকবাল আনসারি। পাল্টা বড় ধাক্কা খেল লালুপ্রসাদের আরজেডি। মঙ্গলবার দলের ৫ জন বিধান পরিষদ সদস্য যোগ দিলেন নীতীশ কুমারের জেডিইউ-তে।

ভেন্টিলেটরে বরাদ্দ

ভেন্টিলেটর তৈরির জন্য পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে দু'হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে দেশীয় সংস্থাকেই এই ৫০ হাজার ভেন্টিলেটর তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে। যা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারি কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হবে।

জানাল ট্রাম্প প্রশাসন

ভারতীয়দের ফেরাতে লাগবে আগাম অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: করোনা আবহে বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে 'বন্দে ভারত মিশন' চালু করেছে ভারত। কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়ার চার্টার্ড বিমানে আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে হলে এ বার থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের আগাম অনুমতি নিতে হবে। সোমবার মার্কিন বিমান পরিবহণ দফতর এ কথা জানানোর পাশাপাশি অভিযোগ করেছে, বন্দে ভারত মিশনে আমেরিকায় চার্টার্ড বিমান পরিষেবা চালাতে গিয়ে ভারত সরকার 'অন্যায্য ও পক্ষপাতমূলক' পদক্ষেপ করছে।

আমেরিকার বক্তব্য, একতরফা ভাবে বিমান চালিয়ে নিজেদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিচ্ছে ভারত। অথচ তাদের বিমান সংস্থাগুলিকে উদ্ধারকাজ চালাতে দেওয়া হচ্ছে না। মার্কিন বিমান সংস্থাগুলিকে ভারতে উদ্ধারকাজ চালাতে অনুমতি না দিলে, আগামী ২২ জুলাই থেকে আমেরিকায় বিমান চালাতে মার্কিন পরিবহণ দফতরের থেকে এয়ার ইন্ডিয়াকে অনুমোদন নিতে হবে। সে দেশের সরকারের যুক্তি, ভারত-মার্কিন বিমান পরিবহণ চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার বিমান সংস্থাগুলিও যাতে সমান সুযোগ পায়, সেটাই দেখতে চায় তারা।

নয়াদিল্লিতে বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা অবশ্য মনে করছেন, যত সংখ্যায় ভারতীয়েরা আমেরিকায় আটকে পড়েছেন, সেই তুলনায় ভারতে আটকে থাকা মার্কিন নাগরিকদের সংখ্যা নগণ্য। ফলে মার্কিন সংস্থাগুলির বিমান চললেও ভারতীয় যাত্রীদের উপরেই নির্ভর করতে হবে তাদের। তবে আমেরিকা-সহ অন্য দেশে এত বেশি সংখ্যক ভারতীয় আটকে রয়েছেন যে অনেকেই বন্দে ভারত উড়ানে জায়গা পাচ্ছেন না। আমেরিকার উড়ান সংস্থাগুলি উদ্ধারকারী উড়ান চালাতে শুরু করলে তাঁরা উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। নয়াদিল্লিতে বিমান পরিবহণ মন্ত্রক সূত্রের খবর, উদ্ধারকারী উড়ান চালানোর ক্ষেত্রে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতো কয়েকটি দেশের সঙ্গে এ বার চুক্তি করতে চলেছে কেন্দ্র।

মার্কিন সরকারের বক্তব্য, করোনা পরিস্থিতিতে ভারত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ করলেও এয়ার ইন্ডিয়া আমেরিকায় আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করেছে। সেই বিমানে ভারতে আটকে পড়া মার্কিন নাগরিকদেরও দেশে ফেরানো হচ্ছে। মার্কিন পরিবহণ দফতরের অভিযোগ, এয়ার ইন্ডিয়া যে ভাবে বাজারে টিকিট বিক্রি করছে এবং যত সংখ্যায় বিমান চালাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, উদ্ধারকাজের বিষয়টিকে ছাপিয়ে গিয়েছে তারা। সরকারি ভাবে যাত্রিবাহী আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধের সিদ্ধান্তের মধ্যে এ ভাবে চার্টার্ড বিমান চালিয়ে কার্যত বোকা বানাতে চাইছে তারা। টিকিট বিক্রিতেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। ভারতীয় বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের আধিকারিকদের দাবি, উদ্ধারকারী উড়ানে যাত্রীদের থেকে বাজারদর অনুযায়ী ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। তবে লকডাউনের বাজারে এ ভাবে ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলিকে ব্যবসা করতে দেখেই আমেরিকার উড়ান সংস্থাগুলি আপত্তি জানিয়েছে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ।

সিবিএসই: শুনানি পিছোল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল হবে কিনা তা নিয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত হবে। কেন্দ্র এবং সিবিএসই বোর্ডের তরফে আজ শীর্ষ আদালতে এ কথা জানানো হয়েছে। তারা জানিয়েছে, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়টির পর্যালোচনা করছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী পরশু, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সিবিএসই বোর্ড বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছিল, দ্বাদশ শ্রেণির বাকি থাকা পরীক্ষা জুলাইয়ের ১ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে নেওয়া হবে। ওই বিজ্ঞপ্তি বাতিলের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। আজ ভিডিয়ো কনফারেন্স মারফত মামলার শুনানি হয় বিচারপতি এ এম খানউইলকর, বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চে। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, পড়ুয়াদের উৎকণ্ঠা সম্পর্কে কেন্দ্র এবং সিবিএসই কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এর পরেই সুপ্রিম কোর্ট বলে, "সলিসিটর জেনারেল জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে। আশা করি আগামিকালের মধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। মামলার শুনানি আগামী ২৫ জুন বেলা ২টো পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হল।"

অভিভাবকদের একাংশ শীর্ষ আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন, করোনা পরিস্থিতে পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে পরীক্ষা গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হোক। যে সব পরীক্ষা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে, তার ফলাফল এবং বাকি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে ফল ঘোষণা করা হোক। যত ক্ষণ না বিষয়টির নিষ্পত্তি হচ্ছে, তত ক্ষণ সিবিএসই বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে পরীক্ষাসূচির কথা জানিয়েছিল, তার উপরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক।

আইসিএসই-র পরীক্ষা নিয়েও মামলার শুনানি হবে আগামী বৃহস্পতিবার। *সংবাদ সংস্থা*

ভারতের কেউ নয় হজে

দুবাই, ২৩ জুন: প্রতি বছর মক্কায় হজ করতে যান সারা বিশ্বের প্রায় ২৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী। কিন্তু এ বার সেই সংখ্যাটা হবে বড়জোর হাজারখানেক। কারণ, করোনা-অতিমারির জেরে এই বছর বিদেশি তীর্থযাত্রীদের হজে আসার অনুমতি দেওয়া হবে না বলেই কার্যত জানিয়ে দিল সৌদি আরব সরকার।

কোনও ভারতীয় তীর্থযাত্রী চলতি বছরে হজে যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকারও। সৌদি আরবের হজ ও উমরা বিষয়ক মন্ত্রী মহম্মদ সালেহ বিন তাহের বেনতেন গত রাতে ফোন করে ভারত থেকে কোনও তীর্থযাত্রী না-পাঠাতে অনুরোধ করেন। তার প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নকভি জানান।

করোনা আটকাতে আগেই সীমান্ত বন্ধ করেছে সৌদি আরব। আজ ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে সৌদি হজ-মন্ত্রী বলেন, "এ দেশেই রয়েছেন, এমন খুব সীমিত সংখ্যক, বড়জোর এক হাজার কি তার সামান্য কম-বেশি সংখ্যক মানুষকে এ বার হজের অনুমতি দেওয়া হবে। বিষয়টি সংবেদনশীল। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমরা কাজ করছি।" হজের নির্ধারিত সময়ের আর পাঁচ সপ্তাহ বাকি। কিন্তু হজযাত্রীদের সংখ্যায় এত বিপুল কাটছাঁট এবং বিদেশি তীর্থযাত্রীদের আসা বন্ধ করার এমন নজির গত প্রায় ৯০ বছরের ইতিহাসে নেই বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা। *সংবাদ সংস্থা*

■ **সাক্ষাৎ:** চিনা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করলেন সেনাপ্রধান এম এম নরবণে। মঙ্গলবার লে-র সেনা হাসপাতালে। *পিটিআই*

স্বার্থের অঙ্কেই ভারত-চিন দ্বন্দ্ব মেটাতে সক্রিয় রাশিয়া

অগ্নি রায়

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: চিনের সঙ্গে সীমান্তে শান্তি ফেরানোর উদ্যোগে অদৃশ্য উপস্থিতি রয়েছে রাশিয়ার। গালওয়ান উপত্যকায় ১৫ জুন রক্তপাতের পরেই চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ফোনে কথাবার্তার পিছনেও প্রয়াস রয়েছে মস্কোর। কূটনৈতিক সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে।

গত দু'সপ্তাহ ধরেই চিন প্রশ্নে রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলছে সাউথ ব্লক। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে গত তিন সপ্তাহে বিভিন্ন স্তরে রাশিয়ার নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং মস্কোয় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। আজকের চিন-ভারত-রাশিয়া (রিক)-র বৈঠকটির পিছনেও সক্রিয়তা মস্কোরই। এই কোভিডের সঙ্কটের মধ্যেও সে দেশের বিজয় উৎসবে যোগ দিতে মস্কো পৌঁছেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। এই বিজয় উৎসবে যোগ দিতে আগামিকাল রাশিয়া পৌঁছবেন চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। চিনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস রাজনাথের সঙ্গে চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করলেও ভারত তা উড়িয়ে দিয়েছে। বরং রাজনাথ এ দিন সক্রিয় ছিলেন রাশিয়া থেকে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী সরঞ্জাম আমদানি করার বিষয়টি নিয়ে। চলতি বছরের শেষে ওই সরঞ্জাম ভারতে আসার কথা। কিন্তু তা দ্রুত সরবরাহ করা নিয়ে আজ রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন রাজনাথ।

প্রশ্ন উঠছে, পুরনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ফের বাড়ানোর ফলে কি কৌশলগত অংশীদার আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য কিছুটা বিঘ্নিত হবে? গোটা বিষয়টি কী ভাবে দেখবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? রাশিয়াই বা কেন এতটা উৎসাহ নিচ্ছে ভারত-চিন বিবাদে?

কূটনীতিবিদদের মতে, এখানে প্রত্যেকটি দেশ নিজের স্বার্থের জন্য অন্য দেশকে কাজে লাগাচ্ছে। এক একজনের স্বার্থ এক এক রকম। সেই স্বার্থ যেমন এক দিকে বাণিজ্যিক, পাশাপাশি ভূকৌশলের খেলাও তার সঙ্গে জড়িয়ে। গোটা বিষয়টিতে আমেরিকার খুশি হওয়ার কারণ নেই এটা ঠিকই। কিন্তু একে কেন্দ্র করে নতুন করে ভারত-আমেরিকা মনান্তর তৈরি হবে — এমনটাও মনে করা হচ্ছে না। দু'দিন আগেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন তিনি ভারত-চিনের এই সঙ্কটে মধ্যস্থতা করতে চান। এটা ঘটনা যে, 'ডিল মেকিং' ট্রাম্পের অত্যন্ত প্রিয় অভিষ্ট। এ ক্ষেত্রে তাঁকে অবজ্ঞা করে ভারতের রাশিয়া-সংযোগ তিনি যে ভাল চোখে দেখবেন না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কূটনৈতিক শিবির এটাও বলছে, আমেরিকা-রাশিয়ার বর্তমান বৈরিতার আবহ থাকলেও ট্রাম্প রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিই চেয়ে এসেছেন। ফলে নয়াদিল্লি যদি কোনও বিষয়ভিত্তিক কারণে মস্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়, তা হলে পরে নিজেদের প্রয়োজনে রাশিয়ার কাছে পৌঁছতে ভারতকে কাজে লাগাতেই পারে আমেরিকা। এ বিষয়ে অতীতের উদাহরণ টেনে প্রাক্তন কূটনীতিক রণেন সেন বলছেন, আফগানিস্তান সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধীকে অনুরোধ করেছিলেন, তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভের সঙ্গে কথা বলতে। তবে কূটনীতিকদের মতে, যা করা হবে, তা আমেরিকাকে অন্ধকারে রেখে না করাটাই শ্রেয়। রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ভারত-রাশিয়া এস-৪০০ আমদানি চুক্তিটি পুরনো এবং তা করা হয়েছিল ওয়াশিংটনকে জানিয়েই। এই ধরনের সামরিক সরঞ্জাম আমেরিকার উৎপাদনও করে না, যে ভারতকে বিকল্প রফতানির প্রস্তাব দেবে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের মতে, এই নিয়ে তাই ট্রাম্প প্রশাসনের রক্তচাপ বাড়ার কোনও কারণ নেই।

অন্য দিকে নয়াদিল্লির যুক্তি, ভারত-চিন সম্পর্কের মধ্যে আমেরিকাকে টেনে আনলে বর্তমান পরিস্থিতিতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। ট্রাম্প এবং শি চিনফিং-এর সম্পর্ক এখন অহি-নকুলের। এখন যদি বেজিং কারও কথায় কিছুটা গুরুত্ব দেয়, তা হল মস্কো। দুদেশের বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য স্বার্থ একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। পাশাপাশি মস্কোও চায়, তাদের সামরিক পণ্যের বিশাল দুই ক্রেতা, ভারত এবং চিনের মধ্যে অস্থিরতা যেন মাত্রাছাড়া পর্যায়ে না পৌঁছয়। কারণটা যে শুধু বাণিজ্যিক তা-ই নয়, এর ভূকৌশলগত দিকও রয়েছে। এই মুহূর্তে রিক (রাশিয়া, চিন, ভারত), ব্রিকস (ব্রাজিল, ভারত, চিন দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং এসসিও (সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন)-এর চলতি বছরের নেতৃত্ব মস্কোর হাতে। ভারত এবং চিন এই তিনটি গোষ্ঠীতেই রয়েছে। সূত্রের মতে, রাশিয়া আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষার্থে এই গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগাতে উন্মুখ। সে ক্ষেত্রে ভারত-চিন সহাবস্থান মস্কোর জন্যও জরুরি।

আইন মানুন, চিনকে বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আজ ভিডিয়ো বৈঠকে সামিল হলেন ভারত, চিন এবং রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীরা। রিক গোষ্ঠীর ত্রিদেশীয় বৈঠকের আগেই উদ্যোক্তা রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, দ্বিপাক্ষিক আলোচ্যসূচি থাকবে না। তবে আজ তাঁর বক্তব্যে নাম না করে চিনের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। নিজের বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, বিশ্বের 'নেতৃত্বে থাকা দেশগুলি' যেন 'আন্তর্জাতিক আইন মান্য' করার এবং তার 'অংশীদার রাষ্ট্রগুলির স্বার্থকে গুরুত্ব' দেওয়ার ক্ষেত্রে উদাহরণ তৈরি করে।

বিদেশমন্ত্রীর কথায়, 'আন্তর্জাতিক নীতিগুলিকে মান্যতা দেওয়ার ব্যাপারে ভারত বিশ্বাসী। তবে আজ কেবল তাত্ত্বিক ভাবে ধারণা এবং নীতিকে সমর্থন করলে হবে না। সেগুলিকে হাতে কলমে পালন করতে হবে। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলির অবশ্যই উচিত এ ব্যাপারে উদাহরণ তৈরি করা।' তাঁর কথায়, 'আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করা, অংশীদার রাষ্ট্রের বৈধ স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া, বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করা এবং সামগ্রিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আজকের দিনে টেকসই বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার একমাত্র উপায়।' চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-ও বৈঠকে শান্তির কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, অতিমারিগ্রস্ত বিশ্বে সব দেশের উচিত শান্তি এবং সুস্থিতির জন্য সহযোগিতা করা।

রিক গোষ্ঠীভুক্ত এই তিন দেশের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল মার্চ মাসে। মস্কোর উদ্যোগে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল রাশিয়াতেই। কিন্তু কোভিড ১৯ –এর কারণে তা পিছিয়ে যায় অনির্দিষ্টকালের জন্য। অবশেষে যখন এই বৈঠকটি ভিডিয়োর মাধ্যমে করা স্থির হল, তখন চিন এবং ভারত যুযুধান। এই বৈঠকের ফলে বেজিং-এর সঙ্গে কিছুটা আস্থাবর্ধন সম্ভব হল বলে ঘরোয়া ভাবে জানাচ্ছে সাউথ ব্লক। সরাসরি না হলেও পরোক্ষ ভাবে যার প্রভাব প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোভিড পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে-- এটা গত কয়েক মাস ধরে বলে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জি-২০ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ভিডিয়ো বৈঠকে তিনি প্রথম এই বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো সংগঠনগুলির প্রয়োজন আরও মানবিক হওয়া এবং সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করা। আজ জয়শঙ্কর বলেন, "রিকভুক্ত রাষ্ট্রগুলির বড় ভূমিকা রয়েছে আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে রূপদান করার। আমরা আশা করি বহুপাক্ষিকতার সংস্কার সাধনের প্রশ্নে আজ আমরা একমত।"

কে কোথায়

ভারত	শক্তি	চিন
১৪,৪৪,০০০	মোট সেনা	২১,৮৩,০০০
২১,০০,০০০	রিজার্ভ সেনা	৫,১০,০০০
১৫০	পরমাণু অস্ত্র	৩২০
অগ্নি-৫ (৫০০০ কিমি)	সর্বাধিক পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র	ডি-এফ ৪১ (১০,০০০ কিমি)
৪২৯২	ট্যাঙ্ক	৩৫০০
৮৬৮৬	সাঁজোয়া গাড়ি	৩৩,০০০
২৩৫	সেল্ফ-প্রপেল্ড আর্টিলারি	৩৮০০
৪০৬০	ফিল্ড আর্টিলারি	৩৬০০
২৬৬	রকেট প্রজেক্টর	২,৬৫০
২,১২৩	মোট বিমান	৩,২১০

১৭২	যুদ্ধবিমান	৩৭১
৫৩৮	যুদ্ধের অন্য কাজে ব্যবহৃত বিমান	১২৩২
৭২২	মোট হেলিকপ্টার	৯১১
২৩	যুদ্ধ-হেলিকপ্টার	২৮১
২৮৫	মোট যুদ্ধজাহাজ	৭৭৭
১	বিমানবাহী রণতরী	২
১৬	সাবমেরিন	৭৪
১০	ডেস্ট্রয়ার	৩৬
১৩	ফ্রিগেট	৫২
১৯	করভেট	৫০

(তথ্যসূত্র: গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার, ২০২০)

ঝুলেই বঙ্গের ঝড়-ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: আমপান-ক্ষতিপূরণ পশ্চিমবঙ্গ কবে পাবে, তার দিন ক্ষণ এখনই জানাতে পারছে না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। গত ৬ জুন দিল্লি ফিরে কেন্দ্রীয় দল রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষ পর্যায়ে আরও দু'টি বৈঠক হওয়ার কথা। তার পরে সবুজ সঙ্কেত পেলে অর্থ মঞ্জুর করবে অর্থ মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের খবর, লাদাখ পরিস্থিতির কারণে কবে বৈঠকগুলি হবে, তা এখনই বলা মুশকিল।

গত মাসে আমপানের পরে পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়ে এক হাজার কোটি টাকার প্রাথমিক প্যাকেজের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পর আমপানের ১২ দিনের মাথায় সাত সদস্যের কেন্দ্রীয় দল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে যায়। তিন দিন রাজ্যের বিভিন্ন আমপান বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখে দলটি। এ দিকে, রাজ্যের পুনর্গঠনে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সূত্রের মতে, রাজ্যের ক্ষতির হিসেব কতটা যুক্তিযুক্ত, তা বুঝতে কেন্দ্রীয় দলটি জিয়ো ট্যাগিং-এর সাহায্য নিয়েছে। বাড়ি ভাঙা, সড়ক, বনসৃজন ও মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে জিআইএস ম্যাপিং-এর তথ্যপঞ্জি মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করেছে কেন্দ্রীয় দলটি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করার প্রশ্নে সাধারণত বছরে দু'বার বৈঠক হয়। এক বার বছরের মাঝে (জুন-জুলাই মাসে) ও অন্যটি বছরের শেষে। কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর বৈঠকে বসার কথা রয়েছে ন্যাশনাল এগ্‌জিকিউটিভ কমিটির সাব কমিটির। যারা মূলত কেন্দ্রীয় রিপোর্ট ও রাজ্যের দাবিদাওয়া বিশ্লেষণ করে ত্রাণের প্যাকেজ ঠিক করে। সেই রিপোর্টকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিতে বৈঠকে বসে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও যার সদস্য কেন্দ্রীয় অর্থ ও কৃষিমন্ত্রী, নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ। সেই কমিটির সবুজ সঙ্কেতের ভিত্তিতেই রাজ্যকে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে অর্থ মন্ত্রক।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের মতে, কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্ট জমা পড়লেও, সাব কমিটির বৈঠকের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আটকে অর্থ সাহায্যের বিষয়টি। সাব কমিটি ছাড়পত্র দিলে বৈঠকে বসবেন অমিত শাহ-নির্মলা সীতারামনেরা। তার পরেই বোঝা যাবে আখেরে রাজ্যের জন্য কতটা দরাজ হস্ত হল নরেন্দ্র মোদী সরকার।

তিন রথ

পৃঃ ১-এর পর

আজ সব কিছুই হয়েছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। বাধাহীন। প্রায় তিন হাজার সেবায়েতের কোভিড-পরীক্ষা হয়েছে গত দশ দিনে। শুধু এক জন প্রতিহারীর ফল পজ়িটিভ। ওড়িশা সরকারের সম্বলপুরি ডিজ়াইনের মাস্ক পরে রথের কাজে আসার সময়টা এ দিন অলৌকিক মনে হচ্ছিল। যে ভক্তেরা রথের সামনে ঝাঁপিয়ে প্রাণ দিতেও ইতস্তত করেন না, তাঁরা অসাধারণ সংযম দেখিয়ে বাড়িতে থাকলেন। ওঁরা সহযোগিতা না-করলে কী পুলিশ পারত সামলাতে! মুখ্যমন্ত্রীও সঙ্গত কারণেই আসেননি। তবে ঠিক সময়ে পাহুন্ডির পরে পরম্পরা মেনে শঙ্করাচার্য দর্শনে এসেছিলেন। পালকিতে চড়ে গজপতি রাজা দিব্যসিংহ দেবও মাস্ক পরে এলেন। সোনার ঝাড়ুতে রথের পথ ঝাঁট দেওয়া বা ছেরা পহরার কাজ ওঁকে করতে হয়।

আজ একটুও বৃষ্টি আসেনি! তেতে ওঠা মাটিতে পা রাখা যাচ্ছিল না। দমকলের গাড়ি বার বার জল দিয়ে রাস্তা ভেজাচ্ছিল। তবু প্রবীণ বড়গ্রাহী সেবায়েত দয়িতাপতি, পূজাপান্ডারাও অতটা রাস্তা হেঁটে গেলেন। অনেক বছর আগে এই বড় দাণ্ডের মাঝে সরদা নদী ছিল। রথ কাঁধে নিয়ে নদী পার করাতেন ভক্তেরা। প্রভুর গুন্ডিচায় পৌঁছতে দু'দিন লেগে যেত। সাধারণত এই রথ ভক্তের ভিড়ে এক দিনে গুন্ডিচায় পৌঁছতেই পারে না। এ বার বিকেল পাঁচটার আগেই তিনটি রথ পৌঁছে গিয়েছে। তা-ও সুপ্রিম কোর্টের কথা মতো এক-একটা রথ এক ঘণ্টার ব্যবধানে ছাড়া হয়েছিল।

আমরা গোছিকারা প্রভুর বডিগার্ড। এমনিতে নিত্যসেবার মধ্যে প্রভুর ভোগ পৌঁছনোর পরে দেখভাল, খাবার পরে প্রভুকে সুগন্ধি জল, পান দেওয়ার কাজ আমরা করি। আজ

এক নজরে

পাক দূতাবাসে কর্মী কমাতে নির্দেশ

ভারত-পাকিস্তান দূতাবাস নিয়ে টানাপড়েন অব্যাহত। মঙ্গলবার পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স সৈয়দ হায়দর শাহকে ডেকে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, নয়াদিল্লিতে তাদের দূতাবাস কর্মীর সংখ্যা ৫০% কমাতে হবে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, ভারতও একই ভাবে ইসলামাবাদে তাদের দূতাবাসে কর্মী কমাবে। চরবৃত্তির অভিযোগের জেরেই এই পদক্ষেপ দিল্লির। পাক হাই কমিশনার মইন উল হককে ডেকে পাঠিয়ে অর্ধেক কর্মীকে দেশে ফেরানোর কথা বলে দেওয়া হয়েছে।

জঙ্গি দলে গবেষক

গত ১৩ জুন থেকে খোঁজ মিলছিল না শ্রীনগরের পিএইচ ডি পড়ুয়া হিলাল আহমেদ দারের। বন্ধুদের সঙ্গে নারানাগে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। মঙ্গলবার কাশ্মীরের আইজি জানালেন, হিজবুল মুজাহিদিনে যোগ দিয়েছে ওই যুবক। এ দিনও পুলওয়ামায় নিহত হয় দুই জঙ্গি। প্রাণ হারান এক সিআরপি জওয়ানও।

শৈলজাকে ডাক

করোনা মোকাবিলায় নজরকাড়া দক্ষতা দেখানোর জন্য কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজাকে তাদের বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাল রাষ্ট্রপুঞ্জ। ভারত থেকে একমাত্র শৈলজাই রাষ্ট্রপুঞ্জের 'জনসেবা দিবসে'র অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

বেহাল লিঙ্ক

বাবরি মামলায় ভিডিয়ো লিঙ্কের গন্ডগোল নিয়ে উদ্বিগ্ন লখনউয়ে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। মঙ্গলবার রামমন্দির ট্রাস্টের প্রধান, মহন্ত নৃত্যগোপাল দাস লিঙ্ক না পাওয়ায় অযোধ্যা থেকে বয়ান দিতে পারেননি। লিঙ্কের বন্দোবস্ত করার কথা ন্যাশনাল ইনফরম্যাটিক্স সেন্টারের।

করোনায় ভোট

সংক্রমণ এড়াতে কোভিড আক্রান্তদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার কথা জানাল কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক। বিহারের বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে এ বিষয়ে সম্প্রতি মন্ত্রকের কাছে আর্জি জানায় কমিশন। তার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত।

করোনার 'ওষুধ'! পতঞ্জলির তথ্য তলব

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: করোনা সংক্রমণের হার লাফিয়ে বাড়ছে ফি-দিন। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। প্রতিষেধকের সন্ধানে গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করছেন। এর মধ্যেই মঙ্গলবার যোগগুরু রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ দাবি করল, তাদের তৈরি ওষুধ করোনা সংক্রমণ সারাতে ১০০ শতাংশ সফল। পতঞ্জলির তরফে 'করোনিল' ও 'শ্বাসরি' নামে দু'টি ওষুধ এ দিন বাজারে ছাড়া হয়েছে। সংস্থার দাবি, এই ওষুধ ৭ দিনে করোনা সারিয়ে তুলবে।

পতঞ্জলির তরফে দাবি করা হয়, গোটা দেশে ২৮০ জন করোনা রোগীর উপরে পরীক্ষার ফল থেকেই ওই ওষুধ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পতঞ্জলির তরফে এমন দাবির পরেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে পতঞ্জলিকে একটি নোটিস পাঠিয়ে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব এই ওষুধগুলির উপাদান কী কী, তা জানাতে হবে। এর গবেষণা কোথায় বা কোন হাসপাতালে হয়েছে, নিয়মবিধি কত জন রোগীর উপরে পরীক্ষা হয়েছে, তার ফলাফল কী তা জানাতে হবে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য এই সংস্থা আদৌ সরকারের কাছে নাম লিখিয়েছিল কি না, ইনস্টিটিউশনাল এথিকস কমিটির ছাড়পত্র রয়েছে কি না— সবই জানতে চেয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, উত্তরাখণ্ড সরকারকে চিঠি দিয়ে লাইসেন্স এবং ওষুধের অনুমোদন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যও চেয়েছে আয়ুষ মন্ত্রক। ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা না-হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞাপন, বিপণন বন্ধ রাখতেও নির্দেশ দিয়েছে তারা। মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পতঞ্জলির এই দাবির বাস্তবতা এবং সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানে না আয়ুষ মন্ত্রক।

সংবাদ সংস্থা

দেশে আক্রান্ত
৪,৪০,২১৫
মৃত **১৪,০১১**
সুস্থ **২,৪৮,১৮৯**
(মঙ্গলবারের করোনা বুলেটিন। সূত্র: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক)

দার্জিলিংয়ের বাগানে চিনের নজর! সতর্ক প্রশাসন

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

দার্জিলিংয়ের চা বাগানে চিনের নজর! অন্তত তেমন সন্দেহের বশেই পাহাড়ের তিনটি চা বাগানের হস্তান্তর আটকে দিয়েছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। নবান্নের ভূমি দফতরের সন্দেহের তিরও চিনের দিকেই। চা বাগানের হস্তান্তরে যে তিন গুজরাতি ব্যবসাদারের নাম সামনে এসেছে, তাঁদের নেপথ্যে হংকংয়ে পঞ্জিকৃত এক চিনা লগ্নি সংস্থার যোগসূত্র রয়েছে বলে নবান্নের কর্তাদের একাংশ দাবি করেছেন। তাই শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা ও জমির লিজের কাগজপত্র চেয়ে নতুন মালিকদের নামে কাগজপত্র হতে দেয়নি জেলা প্রশাসন।

তবে শুধু তিনটি বাগানই নয়, পাহাড়ের আরও অন্তত ১০টি বাগানে ঘুরপথে চিনা লগ্নিকারীরা ঢুকতে চাইছে বলে জেনেছে সরকার। বাগানগুলি প্রায় দ্বিগুণ দামে কিনে নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে বেশ কিছু সংস্থা। যেগুলি আসলে চিনা সংস্থার ভারতে পঞ্জিকৃত 'মুখোশ' সংস্থা বলে মনে করছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। গত দু'তিন বছর ধরে ডুয়ার্সের বেশ কিছু ছোট বাগান থেকে একচেটিয়া সিটিসি চা কিনতে শুরু করেছে বেশ কিছু চিনা সংস্থা। প্রয়োজনে সিটিসি তৈরির যন্ত্রচালিত প্রক্রিয়াকরণে বিনিয়োগ করতেও তারা আগ্রহী বলে ডুয়ার্সের বাগান মালিকদের প্রস্তাব দিয়েছেন চিনা ব্যবসায়ীরা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারও সে ব্যাপারে সজাগ বলে জানাচ্ছেন ভূমি দফতরের কর্তারা। কারণ, পাহাড়ের সমস্ত চা বাগানের জমির মালিক আসলে ভূমি দফতর। জমির লিজ চুক্তির প্রশ্নে তাই সরকারের মালিকানা হস্তান্তরে নাক গলানোর সুযোগ রয়েছে বলে জানাচ্ছেন ভূমি কর্তারা।

যদিও চা শিল্পে ১০০% বিদেশি বিনিয়োগ চালু হওয়ায় সরকারের হাতে চিনা সংস্থাকে ঠেকানোর কোনও আইন নেই। শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা আর জমির লিজের শর্তেই তাঁদের উপর কেবল নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, দার্জিলিংয়ের ধোত্রে কালেজভ্যালি এবং পেশক এই দু'টি চা বাগানের মালিক ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ কে ডি সিংহ। তাঁর চিট ফান্ড সংস্থা অ্যালকেমিস্ট ২০০৬ সালে এই দু'টি বাগান কিনেছিল। কিন্তু ২০১৩-তে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি সামনে আসার পরে সমস্যায় পড়েন কে ডি সিংহ। মুম্বইয়ে পঞ্জিকৃত একটি সংস্থাকে ২০১৬-তে বাগান দুটি বিক্রি করে দেয় অ্যালকেমিস্ট। ঘটনাচক্রে মুম্বইয়ের সংস্থাটি হল হংকংয়ে পঞ্জিকৃত একটি রাসায়নিক সংস্থার শাখা। হংকংয়ের সংস্থাটির লগ্নিকারীরা আসলে চিনের বলে খবর পান প্রশাসনের কর্তারা। ২০১৬তে প্রথম হাতবদলের পর মুম্বইয়ের সংস্থাটি আবার আমদাবাদে পঞ্জিকৃত একটি সংস্থাকে ধোত্রে কালেজভ্যালি এবং পেশক বাগান দুটি বিক্রি করে দেয়। ঘটনাচক্রে, আমদাবাদের তিন গুজরাতি ব্যবসায়ী মুম্বইয়ের সংস্থাটির ডিরেক্টর বলে জানতে পারে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন।

২০১৮ সালে আমদাবাদের সংস্থাটি বাগান দু'টির দখল নিতে আসে। নবান্নের একাংশ জানাচ্ছে, সন্দেহজনক হাতবদল এবং তাতে চিনা যোগসূত্রের সন্দেহে শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা নিয়ে নতুন দখলদারকে দেখা করতে বলা হয়। ১৯৮৬-তে চা বাগানের লিজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বারবার হাতবদল হয়ে বাগান দু'টি চলছিল। লিজ নবীকরণের প্রশ্নেও নতুন মালিক পক্ষকে নোটিস দেয় সরকার। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানাচ্ছেন, আমদাবাদের ওই সংস্থা কার্যত উধাও হয়ে যায়। ভূমি দফতরও বর্তমান মালিকের হদিস পাচ্ছে না।

রাজ্যের কর্তারা জানাচ্ছেন, সুকনা, লেবং এবং কালিম্পং সেনা ছাউনির আশপাশে বাগানগুলির হাত বদল নিয়ে সরকার এর পর থেকে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, আরও ১৩টি বাগানের হাতবদল নিয়েও কথাবার্তা এগোচ্ছে বলে জেনেছে সরকার। মুলতার, সিপাহিধুর, নুরবং, সিভিটারের মতো 'অর্গানিক' চায়ের বাগান নিয়েও কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

'মৃত্যুহার কম', তবু রাশ নেই সংক্রমণে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হলেন ১৪,৯৩৩ জন। মৃত্যু হল ৩১২ জনের। যদিও ভারতে কোভিডে মৃত্যুহার সারা বিশ্বের এবং অন্যান্য দেশের নিরিখে অনেক কম বলে আজ ফের দাবি করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গত ২২ জুনের রিপোর্ট তুলে ধরে কেন্দ্রের দাবি, ভারতে প্রতি এক লক্ষে করোনায় মৃত্যু মাত্র একটি। অথচ বিশ্বে ওই হার এখন ৬.০৪। এ ছাড়া ব্রিটেনে প্রতি লক্ষে মৃত্যুহার ৬৩.১৩, স্পেনে ৬০.৬০, ইটালিতে ৫৭.১৯, আমেরিকায় ৩৬.৩০। ভারতে সেরে ওঠার হার এখন ৫৬.৩৮%। গত ২৪ ঘণ্টায় ১০,৯৯৪ জন সুস্থ হয়েছেন। মোট অ্যাক্টিভ রোগী ১,৭৮,০১৪ জন।

সমস্ত রাজ্যেই অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানোর উপরে আজ জোর দিয়েছে আইসিএমআর। ৪৫০ টাকার এই কিটে আধ ঘণ্টায় ফল জানা যায়। কন্টেনমেন্ট এলাকার পাশাপাশি শ্বাসকষ্ট বা ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদেরও এই পরীক্ষা করাতে বলা হয়েছে। দিল্লি ও তামিলনাড়ু, দুই রাজ্যেই মোট রোগীর সংখ্যা ৬২ হাজার পেরিয়েছে। আজই রাজধানীতে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজারের কাছাকাছি। দিল্লির রাধাস্বামী আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে ১০ হাজার শয্যাবিশিষ্ট 'বিশ্বের বৃহত্তম' কোভিড-১৯ কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। ওই কেন্দ্রে সেনাবাহিনী ও আইটিবিপি-র স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগের জন্য মোদী সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তাঁর অনুরোধ, তিনি যেন নির্মীয়মাণ কোভিড কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন।

টুইটারে অমিত জানান, ২৬ জুনের মধ্যে ওই কোভিড-কেন্দ্রটি চালু হয়ে যাবে। আইটিবিপি-ই তা পরিচালনা করবে। এ ছাড়া, আইসিইউয়ের ২৫০টি শয্যা-সহ মোট ১০০০ শয্যার একটি কোভিড হাসপাতাল তৈরির কাজ চলছে ডিআরডিও ও টাটা ট্রাস্টের উদ্যোগে। সেনা পরিচালিত ওই হাসপাতালটিও ১০ দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।

এ দিকে, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গাঁধী বঢরাকে 'অসত্য তথ্য' দেওয়ার অভিযোগে নোটিস পাঠিয়েছেন আগরার জেলাশাসক। আগরায় মৃত্যুহার দিল্লি ও মুম্বইয়ের চেয়েও বেশি বলে দাবি করে প্রিয়ঙ্কা বলেছিলেন, সেখানে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ২৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসন বলেছে, এই বক্তব্য ফেরাতে হবে প্রিয়ঙ্কাকে।

সংবাদ সংস্থা

চিনা পণ্য বর্জনে ঝোঁক, উপদেষ্টার কথা শোনে কে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: আমদানির রাস্তায় দেওয়াল তুলে নয়। ভিন্‌দেশি পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যুঝে এবং জিতে 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়া সম্ভব বলে জানালেন মোদী সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যন।

আজ বণিকসভা এমসিসিআই আয়োজিত ভিডিয়ো কনফারেন্সে সুব্রহ্মণ্যনের কাছে প্রশ্ন ছিল, পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির স্বপ্ন পূরণ করতে আমদানি কমিয়ে শুধু দেশি পণ্যের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি কি না। বিশেষত যেখানে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি বিপুল এবং ডাক উঠছে চিনা পণ্য বয়কটের। আর্জি ছিল, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে তেমন প্রকল্প তৈরি করুক কেন্দ্র। কিন্তু উপদেষ্টার উত্তর, চিন বা অন্য দেশ আগ্রাসন দেখালে ভারত মেনে নেবে না। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতেও হতে পারে। কিন্তু তা বলে আমদানিতে রাশ অর্থনীতির উন্নতির চাবি হতে পারে না।

তাঁর কথায়, "১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত ভারত আমদানি না-করে শুধু দেশি পণ্য ব্যবহারের পথে হেঁটেছে। তার ফল সকলে জানি। অনেক ক্ষেত্রে একটি স্কুটার কিনতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১০-১৫ বছর। আমদানি না-বাড়িয়ে শুধু রফতানি বৃদ্ধির স্বপ্নও আমার মতে অবাস্তব।" কৃষ্ণমূর্তির মতে, প্রতি জন আত্মনির্ভর হলে, প্রতিটি ছোট শিল্প আত্মনির্ভর হতে পারলে, তবেই দেশের পক্ষে তা হওয়া সম্ভব। আর একমাত্র বাইরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যুঝতে পারলে, তবে সেই আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব। এ দিনই যেমন পরিষেবা রফতানিকারীদের সঙ্গে দেখা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পায়ের তলার মাটি শক্ত করার ডাক দিয়েছেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল।

অনেকে বলছেন, মুক্ত অর্থনীতির পীঠস্থান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করা সুব্রহ্মণ্যন যে প্রতিযোগিতা থেকে মুখ না-ফেরানোর কথা বলবেন, তা প্রত্যাশিত। কিন্তু পণ্য বর্জন ও বরাত বাতিল করে চিনকে শিক্ষা দেওয়ার নীতি ক্রমশ যেন আরও বেশি আঁকড়ে ধরছে মোদী সরকার।

এ দিন প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে দেওয়া চিঠিতে টেলিকম দফতর জানিয়েছে, ৫জি পরিকাঠামোর চৌহদ্দিতে চিনা সংস্থাগুলিকে পা-রাখতে দিতে চায় না তারা। সৌর প্যানেল, সৌর ইনভার্টার এবং সৌর ব্যাটারিতে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে বিদ্যুৎ মন্ত্রক। জিঙ্ক অথবা অ্যালুমিনিয়ামের 'কোটিং' থাকা ইস্পাত পণ্যে ৫ বছরের জন্য শাস্তি শুল্ক বসানোর ঘোষণা করেছে রাজস্ব দফতর। শিল্পোন্নয়ন দফতর জানতে চেয়েছে, ১,১৭২টি পণ্যের আমদানি বন্ধ করা কতটা সম্ভব। তার মধ্যে রয়েছে এয়ার-কন্ডিশনার, কফি মেকারের মতো ভোগ্যপণ্যও।

ই-কমার্স সংস্থার পোর্টালে বিক্রি হওয়া প্রতিটি পণ্য কোথায় তৈরি, তার উল্লেখ চেয়ে গয়ালকে চিঠি দিয়েছে খুচরো ব্যবসায়ীদের সংগঠন সিএআইটি। নিশানা অবশ্যই পড়শি মুলুকের পণ্য। সেই সূত্রে সকলে ভারতীয় পণ্য কিনুন বলে চাইছে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ। সেই কারণেই প্রশ্ন থাকছে, দাম আর গুণমানে বাণিজ্যের লড়াই জেতার পরামর্শ মোদী সরকার কানে তুলবে তো?

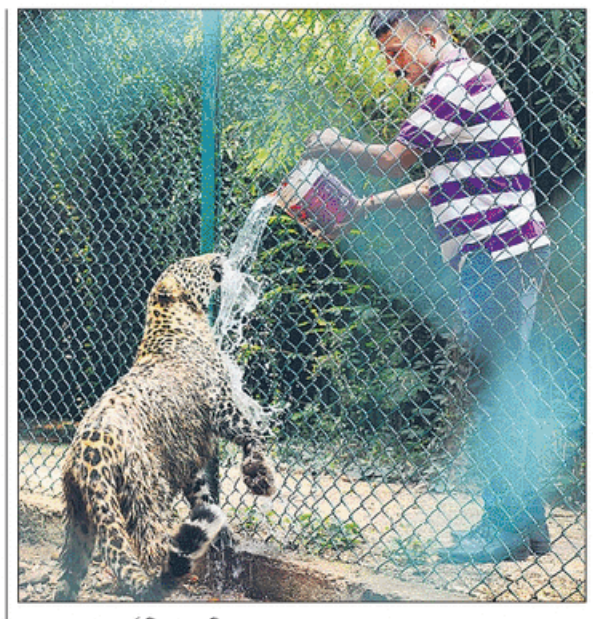

গরমে তৃষ্ণার্ত চিতাবাঘটিকে জল খাওয়ানো হচ্ছে। মঙ্গলবার জম্মুর মান্দা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পার্কে। *পিটিআই*

৩ অস্ত্র নিয়ে ফিরুন রাহুল, ভাবনা দলে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: রাহুল গাঁধীকে তিনটি অস্ত্র দিয়ে কংগ্রেস নেতারা তাঁর হাতে ফের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব তুলে দিতে চাইছেন।

তিন অস্ত্র হল— এক, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে করোনা-সঙ্কট সামলাতে না-পারার অভিযোগ। দুই, লকডাউনের জেরে মানুষের রুটি-রুজির সমস্যা। তার মধ্যেই লাগাতার পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি। তিন, লাদাখে ভারতের জমি চিনের দখল করে ফেলা এবং চিনের হাতে ভারতীয় সেনাদের মৃত্যু।

মোদী সরকারের বিরুদ্ধে রণকৌশল ঠিক করতে আজ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ফের দাবি উঠেছে, রাহুলকে সভাপতির পদে ফেরানো হোক। কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলৌতের সঙ্গে ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, যুব কংগ্রেস সভাপতি বি ভি শ্রীনিবাস এই দাবি তোলেন। তাঁদের প্রস্তাব ছিল, এআইসিসি-র ভার্চুয়াল অধিবেশন ডেকে রাহুলকে ফের সভাপতি করা হোক। কংগ্রেস অবশ্য সরকারি ভাবে জানিয়েছে, এ বিষয়ে আজ কোনও আলোচনা হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা বলেছেন, "এটা কংগ্রেসের সব নেতা-কর্মীরই ভাবনা। রাহুল গাঁধী ও কংগ্রেস যথাযথ সময়ে এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করবেন। আজ মূলত চিনা অনুপ্রবেশ, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, অতিমারির সঙ্কট নিয়েই আলোচনা হয়েছে।"

প্রথমে করোনা, তার পরে চিন— যখনই কংগ্রেস মোদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে, তখনই বিজেপি পাল্টা বলেছে, কেন কংগ্রেস এ সব প্রশ্ন তুলছে! এখন তো রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে দেশের ঐক্যবদ্ধ থাকার সময়। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও দ্বিধা ছিল, চিন নিয়ে এই মুহূর্তে সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললে বিজেপি কংগ্রেসকে 'দেশবিরোধী' তকমা দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু রাহুল প্রথম থেকেই কড়া সুর নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

আজ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সনিয়া ও রাহুল দু'জনেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কড়া বিরোধিতার প্রশ্নেই অনড় থাকবে দল। সনিয়া আজ দেশের আর্থিক সঙ্কট, করোনা অতিমারি ও চিনের সঙ্গে সীমান্তে সঙ্কটের জন্য মোদী সরকারের 'অব্যবস্থা'-কেই দায়ী করেছেন। পেট্রল-ডিজেলের লাগাতার দাম বৃদ্ধি নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাহুল বলেন, "চিন বেপরোয়া ভাবে আমাদের জমি দখল করে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের অবস্থান ভেস্তে দিয়ে ওদের অবস্থানই মেনে নিয়েছেন যে, ওরা ভারতের জমি দখল করেনি।" গোটা পরিস্থিতির জন্য বিদেশনীতিকে দায়ী করে রাহুলের অভিযোগ, মোদী প্রতিষ্ঠিত কূটনৈতিক কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছেন। পড়শি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে।

আজ বিজেপি ফের অভিযোগ তুলেছে, দেশের সামনে সঙ্কট দেখে কংগ্রেসের কেন বিকৃত সুখ হচ্ছে? বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের প্রশ্ন, "সনিয়াজির কাছে জানতে চাই, যখন সেনাপ্রধান লেহ-তে গিয়ে সেনার মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন, তখন আপনারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে কেন সেনার বিরুদ্ধে কথা বলছেন? কেন ভারতকে দুর্বল বলছেন?" কিন্তু নিজের অবস্থানে অনড় রাহুল প্রয়াত রাজীব গাঁধীর তোলা প্যাংগং হ্রদের ছবি টুইট করে প্রশ্ন তুলেছেন, "আমরা তো চিনের বিরুদ্ধে এককাট্টা। কিন্তু চিন কি আমাদের এলাকা দখল করেছে?"

সদ্য পঞ্চাশে পা দিয়েছেন রাহুল। ২০১৪-য় কংগ্রেস তাঁকে 'যুব আইকন' হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল। তার পরে ২০১৯-এ রাহুল নিজেই রাফাল দুর্নীতির অভিযোগ তুলে 'দুর্নীতি বিরোধী' অবস্থান নিয়েছিলেন। দুই চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এ বার 'পরিণত নেতা' হিসেবে পঞ্চাশোর্ধ্ব রাহুলের ভাবমূর্তি মানুষ গ্রহণ করবে বলেই কংগ্রেসের আশা।

জামিন পেলেন সফুরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: অবশেষে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল পড়ুয়া সফুরা জ়ারগর।

দিল্লি সংঘর্ষের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১০ এপ্রিল ২৭ বছরের সফুরা যখন গ্রেফতার হন, তখনই তিনি তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ওই অবস্থায় ইউএপিএ আইনে তাঁকে তিহাড় জেলে বন্দি রাখা নিয়ে প্রথম থেকেই প্রতিবাদে সরব হন জেএনইউ, জামিয়া-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, সিএএ-এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ হওয়ার কারণেই সফুরাকে জেলবন্দি করেছে দিল্লি পুলিশ। ঠিক যে ভাবে এখনও বন্দি করে রাখা হয়েছে মীরন হায়দর-সহ আরও বেশ কয়েক জন পড়ুয়াকে।

তা ছাড়া, তিহাড়ের মতো ঠাসাঠাসি ভিড়ের জেলে তাঁর মতো অন্তঃসত্ত্বাকে করোনার এই সঙ্কটের সময়ে প্রবল ঝুঁকি নিয়েও কেন বন্দি রাখা হচ্ছে, তা নিয়েও বারবার প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, সফুরাদের গ্রেফতার করে প্রতিশোধের রাজনীতি করছে বিজেপি। কারণ দিল্লি সংঘর্ষের মামলায় সফুরা-সহ একাধিক পড়ুয়া এবং সমাজকর্মীকে গ্রেফতার করা হলেও উস্কানিমূলক বক্তৃতা-দেওয়া বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরদের স্পর্শও করেনি অমিত শাহের পুলিশ। অবশেষে মঙ্গলবার জামিন পেলেন সেই সফুরা।

এ দিন দিল্লি পুলিশের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, মানবিকতার খাতিরেই প্রায় ২৩ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা সফুরাকে জামিন দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি করেনি পুলিশ। রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন জেএনইউয়ের ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট ঐশী ঘোষ-সহ বিভিন্ন ছাত্র নেতা। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, এত দিন এই মানবিকতা কেন দেখায়নি দিল্লি পুলিশ? গত কালও এই মেহতাই বা কেন বলেছিলেন যে, শুধু মাত্র গর্ভে সন্তান থাকাটাই সফুরার জামিন পাওয়ার যুক্তি হতে পারে না? আদালতের কাছে জামিনের শর্ত হিসেবে এ দিনও মেহতার আর্জি, যে অভিযোগে সফুরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, সে ধরনের কাজে যাতে তিনি আর লিপ্ত না-হন। কোনও রকম সমস্যা যেন না-হয় তদন্তের কাজে। অনুমতি ছাড়া আপাতত পা না-রাখেন দিল্লির বাইরে। জেলে থাকাকালীন সফুরার বরাতে দেশদ্রোহীর তকমাও জুটেছে। বিবাহিতা সফুরা অন্তঃসত্ত্বা জানার পরে গেরুয়া শিবিরের একাংশ নেট দুনিয়ায় তাঁর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছাড়েনি। সফুরার জামিনের আর্জি খারিজ করতে বারবার সক্রিয় হয়েছে সরকার। ১০ হাজার টাকার বন্ডে আজ জামিন পেলেন সফুরা।

ভারতের মাথাব্যথা

- এইচ-১বি এবং এল ভিসা বাতিল সব থেকে বেশি চিন্তার। বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের।
- বরাত পাওয়া কাজে কর্মী পাঠাতে এইচ-১বি সব চেয়ে বেশি ব্যবহার করে টিসিএস, ইনফোসিস, কগনিজ্যান্টের মতো সংস্থা।
- এ দেশ থেকে কর্মী নিতে ওই দুই ভিসা ব্যবহার করে অ্যামাজ়ন, গুগল, মাইক্রোসফট, ফেসবুকও।
- বছরে ৮৫ হাজার এইচ-১বি ভিসার অন্তত ৭০% থাকে ভারতীয়দের পকেটে।

ভিসা-দুশ্চিন্তা

পৃঃ ১-এর পর

যেতে বলা হবে না ঠিকই। কিন্তু নতুন করে আসতেও পারবেন না কোনও ভিন্‌দেশি কর্মী।

ভারতের চিন্তা এখানেই। কারণ, ফি-বছর যত এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হয়, তার অন্তত ৭০% থাকে ভারতীয়দের পকেটে। মূলত তার জোরেই বিভিন্ন সংস্থার প্রকল্পে কর্মী পাঠায় টিসিএস, কগনিজ্যান্ট, উইপ্রোর মতো সংস্থা। এল-১ ভিসার ভরসায় ভারত থেকে কর্মীদের বদলি করে আমেরিকায় কাজে নিয়ে যায় সে দেশের মাটিতে ব্যবসা করা বিভিন্ন সংস্থা। এখন দুই ভিসাই বন্ধ থাকা তাদের পক্ষে চিন্তার। চিন্তিত ডাক্তার, হিসাবরক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক-সহ কিছু দিন আমেরিকায় কাজ করতে পা-বাড়ানো অন্য পেশাদারেরাও।

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির সংগঠন ন্যাসকমের আর্জি, ৬ মাসের বদলে এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক ৩ মাসের (৯০ দিন) জন্য। দাবি, তারা ছাড়াও এমন পদক্ষেপের বিরোধী মার্কিন বণিকসভা ইউএস চেম্বার অব কমার্স, আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, কম্পিট আমেরিকা, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্সের মতো সংগঠন। ন্যাসকমের প্রেসিডেন্ট দেবযানী ঘোষের মতে, এই পদক্ষেপ আমেরিকার অর্থনীতির জন্যই নেতিবাচক। বিশেষত যখন তা ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। কারণ, উদ্ভাবন ও মেধার ঘাটতি নিয়ে সেটা করা কঠিন।

গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের টুইট, "মার্কিন অর্থনীতির সাফল্যের পিছনে বড় ভূমিকা ভিন্ দেশি কর্মীদের। এই দেশকে প্রযুক্তির প্রথম সারিতে নিয়ে আসার পিছনেও অনেক অবদান তাঁদের।...আজকের এই ঘোষণায় (আমি) হতাশ।" যদিও 'সকলকে' কাজ দেওয়ার বিষয়ে গুগল দায়বদ্ধ থাকবে বলেই তাঁর দাবি।

এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের একাংশ বলছে, এই শিল্পে ইংরেজি জানা ও বলা দক্ষ কর্মী সস্তায় পেতে ভারতকে উপেক্ষা করা শক্ত। তাই আগামী দিনে এই ঘোষণার বিরোধিতা বাড়বে। কিন্তু তেমনই আর এক অংশের বক্তব্য, বছর দশেক আগেও এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদারদের বিশ্ব বাজারে যে আকাশছোঁয়া চাহিদা ছিল, এখন তা অনেকটাই ফিকে রোবোটিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিংয়ের মতো কাজখেকো প্রযুক্তির জেরে। বিশ্ব বাজারে চাহিদা নড়বড়ে ২০০৮ সালের মন্দার পর থেকেও। এই সবের উপরে করোনার কঠিন সময়ে এই নিষেধাজ্ঞা তাই চিন্তায় ফেলার মতো।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের এক কর্মী আক্ষেপ করে বলেন, "লাদাখ সীমান্তে চোখ রাঙাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দোলনায় দোলা শি চিনফিংয়ের চিন। আর যে ট্রাম্পের সঙ

এক নজরে

চিনকে চায় আমেরিকা

পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় ওয়াশিংটন এবং মস্কোর সঙ্গে বৈঠকে বসতে বেজিং দায়বদ্ধ বলে দাবি করল আমেরিকা। সোমবার ভিয়েনায় 'দ্য নিউ স্টার্ট ট্রিটি'-র বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল আমেরিকা। এর পরেই এই দাবি। ফেব্রুয়ারিতে চুক্তি শেষ হওয়ার কথা। তার আগে চিনকে আলোচনায় বসাতে তৎপর আমেরিকা। চিন উচ্চবাচ্য করেনি।

বোল্টনের দাবি

ইরান থেকে তেল আমদানির বিষয়ে ভারতের পাশে দাঁড়ানোয় মার্কিন বিদেশ দফতরের কর্তাদের কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও এ বিষয়ে ভারতের বিরোধিতাই করে এসেছেন বলেই নিজের বইয়ে দাবি বোল্টনের।

আত্মসমর্পণ

বছর তিনেক তদন্ত চলার পরে শেষমেশ ক্যালিফর্নিয়ার সান্টা বারবারা কাউন্টির আধিকারিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন চার জন মহিলাকে ধর্ষণ-অপহরণে অভিযুক্ত হলিউড প্রযোজক ডেভিড গুইলোড।

বিশ্বে করোনা

মৃত
৪,৭৬,৬০১

আক্রান্ত
৯২,৭১,৮৫৮

সুস্থ
৪৯,৯৪,৩০০

'ফাস্ট ট্র্যাক' পরীক্ষা চিনে

আরও শিথিল ব্রিটেন, ছাড় দূরত্ববিধিতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: করোনা ঠেকাতে এত দিন দু'মিটারের পারস্পরিক দূরত্ববিধি মেনে চলার কথা বলা হচ্ছিল। এ বার থেকে এক মিটারের নিয়ম মানলেই হবে বলে আজ জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। সংক্রমণে রাশ নেই। তবু অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে মরিয়া ব্রিটেন। ধাপে ধাপে লকডাউন তোলার আগামী পর্বে তাই ৪ জুলাই থেকে দেশে পাব-রেস্তরাঁ-হোটেল খোলা যাবে বলে জানালেন বরিস। পার্লারে গিয়ে শুধু চুল কাটানো যাবে। ট্যাট্‌, মাসাজ, স্পা আপাতত বন্ধই থাকছে। এখনই খুলছে না নাইটক্লাব, ক্যাসিনোও।

সংক্রমণের নিরিখে ব্রিটেন এখন তালিকার পঞ্চমে। তবু এরই মধ্যে হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী পাব খোলার কথা ঘোষণা করতেই উৎসাহের মাত্রাটা স্পষ্ট বোঝা গেল। সূত্রের খবর, পাব এবং বিনোদন দুনিয়ায় লকডাউন তোলা নিয়ে ক্রমশই চাপ বাড়ছিল বরিসের উপরে। ৪ জুলাই থেকে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ তুলে নিচ্ছে তাঁর প্রশাসন। তবে দূরত্ববিধি মানতেই হবে। এর অন্যথায় কিংবা সংক্রমণ ফের চাগাড় দিলে ফের সব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা চালু হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন বরিস। তাঁর প্রশাসনের দাবি, ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ১৫ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। গত কয়েক দিনের হিসেবে যা নাকি সবচেয়ে কম।

এ দিকে মাঝখানে বেশ কিছু দিন স্বস্তিতে থাকার পরে ক্রমশ চিন্তা বাড়ছে চিনের। ১১ জুন দ্বিতীয় দফার প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল বেজিংয়ে। তার পর গত ১২ দিনে সংক্রমণ ছড়িয়েছে আরও ২৫০ জনের শরীরে। পরিস্থিতির সামাল দিতে এই ক'দিনে প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের প্রশাসন শুধু বেজিং থেকেই প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিকের নমুনা সংগ্রহ করেছে। এ বার বেজিং 'ফাস্ট ট্র্যাক' পরীক্ষার পথে। মার্চে এক দিনে ৪০ হাজারের করোনা-পরীক্ষা হচ্ছিল। এখন সেখানে দিনে তিন লক্ষের পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছে বেজিং। চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের দাবি, শুধু সোমবারই ২৯ জন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। গত কাল পর্যন্ত উপসর্গহীন প্রায় ১০০ জনকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। চিনে সাম্প্রতিক গুচ্ছ সংক্রমণের পিছনে একটি রেস্তরাঁ-চেনের এক ডেলিভারি বয় দায়ী বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।

সংক্রমণের দ্বিতীয় ঝড় দেখা দেওয়ায় পরীক্ষা বাড়ানোর কথা ভাবছে দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানিও। আমেরিকায় সম্প্রতি এই করোনা-পরীক্ষা নিয়েই বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার রাতে ওকলাহোমার টালসায় নির্বাচনী প্রচারসভায় প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, সংক্রমণ বাড়ছে দেখে তিনিই প্রশাসনকে পরীক্ষা কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় হোয়াইট হাউস দাবি করেছিল, ট্রাম্প মজা করেই এমন মন্তব্য করেছিলেন। কাল অ্যারিজোনায় প্রচার আগে প্রেসিডেন্ট কিন্তু নিজেই জানিয়ে গেলেন, তিনি 'সিরিয়াস'-ই।

সংক্রমণের নিরিখে তালিকার শীর্ষে থাকা আমেরিকায় ইদানীং তরুণ প্রজন্মই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন বলে দাবি প্রশাসনের। আর তাতেই নাকি মৃত্যুর হার অনেকটা কমেছে। আমেরিকা কি তা হলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিসের স্বপ্ন 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করে ফেলল? আমেরিকার প্রথম সারির লেখক-বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম হ্যাসেল্টিন যদিও সরাসরি সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এই জটিল ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হার্ড ইমিউনিটির এখনও কোনও প্রমাণ মেলেনি। এত তাড়াতাড়ি তা পাওয়ার কথাও নয়।"

হোয়াইট হাউসের বাইরে সপ্তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মূর্তিতে লেখা 'খুনি'। এই মূর্তিটি ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের বাধায় তা রক্ষা পায়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই ভাঙচুরে জড়িত প্রত্যেকের শাস্তির জন্য প্রশাসনিক নির্দেশে সই করবেন তিনি। *রয়টার্স*

ফের কৃষ্ণাঙ্গের গলা চেপে নিউ ইয়র্কে সাসপেন্ড পুলিশ

নিউ ইয়র্ক, ২৩ জুন: এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে মাটিতে ঠেসে ধরে পিছন থেকে গলা চেপে ধরেছেন এক পুলিশ অফিসার। তাঁকে ঘিরে আরও কয়েক জন। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সাসপেন্ড করা হল নিউ ইয়র্ক পুলিশের এক অফিসারকে। গত ২৫ মে পুলিশে হাতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার পরে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভের পারদ তুঙ্গে মার্কিন মুলুকে। তার পরেই ফের এই ঘটনা।

পুলিশ কমিশনার খোদ জানিয়েছেন, গ্রেফতার করতে গিয়ে এই ভাবে শ্বাসরোধ করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা 'অত্যন্ত আপত্তিকর'। খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে রবিবারই বিনা বেতনে সাসপেন্ড করা হয়েছে ওই অফিসারকে। আরও বিশদ তদন্ত চলছে। ভিডিয়োয় দেখা যাওয়া ওই যুবকের নাম রিচার্ড বেলভিউ। দেখা গিয়েছে, গ্রেফতার করার সময়ে মাটিতে ফেলে তাঁর গলা দু'হাতের চাপে পিষে দিচ্ছেন অফিসার। পিছন থেকে কেউ এক জন বলছেন, "থামুন, ওঁর শ্বাসরোধ করবেন না।" সেই শুনে অফিসার হাত আলগা করেন এবং বাকিরা তাঁর শার্ট ধরে মাটি থেকে টেনে তোলেন। এই ঘটনার পরে শহরের মেয়র বলেছেন, "কুইনসের এই ঘটনায় নিউ ইয়র্ক পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত বুরো দ্রুত তদন্ত চালিয়ে এক অফিসারকে সাসপেন্ড করেছেন। এ ভাবে সঙ্গে সঙ্গে কোনও পদক্ষেপ করা জরুরি ছিল।"

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে কুইনসের রকওয়ে বিচ এলাকায় একটি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী দলকে ধরতে গিয়েই রিচার্ডদের মুখোমুখি হয় পুলিশ। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক জন ছিল। রিচার্ডই প্রথম পুলিশকে গালিগালাজ করেন। যোগ দেন বাকিরাও। তখনই পুলিশ তাঁদের আটক করতে যায়। এ ভাবে গলা চেপে ধরা বা 'চোকহোল্ড' নিষিদ্ধ নিউ ইয়র্ক পুলিশে। ২০১৪ সালে গ্রেফতার করতে গিয়ে এই ভাবে 'চোকহোল্ড' করায় মৃত্যু হয়েছিল এরিক গার্নার নামে এক অভিযুক্তের। জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার প্রতিবাদে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারস' আন্দোলন চলছে আমেরিকার নানা প্রান্তে। তারই অংশ হিসেবে হোয়াইট হাউসের বাইরে থেকে সপ্তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট কনফেডারেট নেতা অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের একটি মূর্তি সোমবার ধ্বংস চেষ্টা করলেন বিক্ষোভকারীরা। দড়ি বেঁধে টেনে ১৬৭ বছরের পুরনো ১৫ টনের এই মূর্তিটি নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন তাঁরা। তবে তার আগেই পুলিশ আটকে দেয় তাঁদের।

সংবাদ সংস্থা

আখাউড়ায় রথ এ বার চলল মন্দিরেই

নিজস্ব সংবাদদাতা

আগরতলা, ২৩ জুন: রথের চাকা ঘুরল। কিন্তু খুলল না 'রাজ গেট'।। বাংলাদেশের আখাউড়ায় ত্রিপুরার মহারাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দিরে রথযাত্রা হয়ে আসছে প্রায় ন'শো বছর ধরে। করোনার কারণে এ বার সেই আখড়া থেকে বেরোল সংকীর্তনের যাত্রা। কাঁসা, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে রথের চাকা ঘুরেছে মন্দির ধামেই। সামাজিক দূরত্ব রেখে রথ টানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আখাউড়া পৌরসভার মেয়র তাকজিল খলিফা ও আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনা।

আখড়া পরিচালনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক চন্দন কুমার ঘোষ মঙ্গলবার ফোনে জানান, ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকেই মন্দির পরিচালনায় অনুদান আসত। এখন স্থানীয়দের চাঁদায় চলে মন্দির পরিচালনা।

ভোটে জিততেই কি ভিসায় কোপ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৩ জুন: মাত্র চার মাস পরেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আর দেশের একটা বড় অংশ কর্মহীন। বেকারভাতা পাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ নাম লেখাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে আগামী ছ'মাসের জন্য এইচ-১ বি-সহ মোট পাঁচটি অভিবাসী ভিসা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। উদ্দেশ্য, মার্কিন নাগরিকদের জন্য চাকরির সুযোগ করে দেওয়া।

গত কাল হোয়াইট হাউসের তরফে সরকারি বিবৃতি জারি করেও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে অন্তত ৫ লক্ষ ২৫ হাজার মার্কিন নাগরিক চাকরির সুযোগ পাবেন। ডেমোক্র্যাট নেতাদের একাংশের বক্তব্য, নির্বাচনকে এখন পাখির চোখ করছেন প্রেসিডেন্ট। দেশের মানুষের সমর্থন আদায়ে অভিবাসীদের ভিসায় কোপ পড়ছে। এই সিদ্ধান্তে মার্কিন অর্থনীতির অগ্রগতির পথ আরও রুদ্ধ হবে বলেই মনে করছেন কংগ্রেস সদস্যদের একাংশ।

কালই নিজের বিশেষ প্রশাসনিক ডিক্রি প্রয়োগ করে এইচ-১ বি, এইচ-২ বি, এইচ-৪, জে এবং এল ভিসার অনুমোদন গোটা বছরের মতো বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর উপরে যার প্রভাব পড়তে চলেছে। মূলত এইচ-১ বি ভিসায় যাঁরা মার্কিন মুলুকে কাজ করতে আসেন, কোপ পড়েছে তাঁদের সঙ্গীদের ভিসাতেও।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগকে নির্দেশও দিয়েছেন, যে সব অবৈধ অভিবাসীকে ইতিমধ্যেই তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাদের সকলের কাজের অনুমতি যেন অবিলম্বে বাতিল করা হয়। এঁদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এর মাধ্যমেই অন্তত ৫০ হাজার মার্কিন নাগরিকের চাকরি নিশ্চিত করা যাবে বলে দাবি হোয়াইট হাউসের।

বিষয়টি নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি যেমন সরব হয়েছে, তেমনই মার্কিন কংগ্রেসের একাধিক সদস্যও ট্রাম্পের সমালোচনা শুরু করেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কংগ্রেস সদস্য রাজা কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন, "প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তে আমি হতবাক। আমি ওঁকে অনুরোধ করব, এর উল্টোটা করতে। যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা এ দেশে কাজ করার সুযোগ পান। কোভিড-১৯ অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এখন আরও চাকরি তৈরির প্রয়োজন।" কৃষ্ণমূর্তির বক্তব্য, এইচ-১ বি বাতিল করে সমস্যার সমাধান হবে না। উল্টে মার্কিন অর্থনীতি আরও মুখ থুবড়ে পড়বে। একই বক্তব্য ডেমোক্র্যাট সেনেটর ডিক ডারবিন এবং কংগ্রেস সদস্য বিল পাসরেল এবং আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত কংগ্রেস সদস্য রো-খন্নার। ট্রাম্পকে আক্রমণ করে আরও এক ধাপ এগিয়ে কংগ্রেস সদস্যা তথা ডেমোক্র্যাট নেত্রী ডনা শালালা বলেছেন, "এই সিদ্ধান্ত এটাই প্রমাণ করে যে কী ভাবে কোভিড-১৯-কে হাতিয়ার করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিবাসী-বিরোধী নীতি ও বিদ্বেষ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন।"

সংবাদ সংস্থা

নিহতের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন চিনে

বেজিং, ২৩ জুন: গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত চিনা সেনাদের সংখ্যা ও তাঁদের নামধাম প্রকাশ না করায় নিজের দেশেই নেট-নাগরিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ল চিন সরকার।

গত কাল প্রথম সেনাস্তরের বৈঠকে চিনা বাহিনীর এক কমান্ডারের মৃত্যুর খবর স্বীকার করে বেজিং। চিনের সরকারি সংবাদপত্রের দাবি, ১৫ জুনের সংঘর্ষে ভারতের তুলনায় নিহত চিনা সেনার সংখ্যা কম। যা উড়িয়ে দিয়ে ভারত জানিয়েছে, সংঘর্ষে পিপলস লিবারেশন আর্মির অন্তত ৪৫ জন সেনা হতাহত হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার একটি সামরিক পর্যবেক্ষণ সংস্থার রিপোর্টেও বলা হয়েছে, সংঘর্ষে নিহত চিনা সেনার সংখ্যা অন্তত ৩৪। সেই সেনাদের বিষয়ে কোনও তথ্য না দেওয়ায় সরাসরি শাসক কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করেছেন চিনের নেটিজেনরা। তাঁদের একাংশ লিখেছেন, "কী ভাবে যুদ্ধে নিহতদের সম্মান করতে হয় তা ভারতের থেকে শিখুন।"

সংবাদ সংস্থা

এক নজরে

করোনা বিমা

করোনার চিকিৎসায় স্বল্পমেয়াদি স্বাস্থ্য বিমা আনতে সব ধরনের বিমা সংস্থাকে অনুমতি দিল আইআরডিএ। ন্যূনতম তিন মাসের জন্য এই বিমা আনতে হবে। সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১১ মাস। ওয়েটিং পিরিয়ড হবে ১৫ দিন। ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে।

ধুতের বিরুদ্ধে

ভিডিয়োকন গোষ্ঠীর কর্ণধার বেণুগোপাল ধুতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। মোজাম্বিকে তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে লগ্নি সংক্রান্ত মামলায় ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রফতানির জন্য

কাগজের বদলে এখন থেকে রফতানির বৈদ্যুতিন বিল শুল্ক দফতরের কাছে পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। পরোক্ষ কর পর্ষদ জানিয়েছে, সময় এবং খরচ বাঁচাতে এই পদক্ষেপ।

সংস্থার স্বার্থে

এনপিএ জর্জরিত নথিভুক্ত সংস্থার প্রেফারেন্স শেয়ারের দাম নির্ধারণের বিধি শিথিল করল সেবি। পুঁজি সংগ্রহে সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যাঃ ১০গ্রাম)	৪৮,৭৮০
গহনার সোনা (২২ক্যাঃ ১০গ্রাম)	৪৬,২৮০
হলমার্ক সোনার গহনা (২২ক্যাঃ ১০গ্রাম)	৪৬,৯৭০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৪৮,৮৮০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৪৮,৯৮০

(দর টাকায়, জিএসটি আলাদা)

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	৭৫.০৪	৭৬.৭৬
১ পাউন্ড	৯৩.০১	৯৬.৩৩
১ ইউরো	৮৩.৯৭	৮৭.০৮

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স:	৩৫,৪৩০.৪৩ (↑৫১৯.১১)
বিএসই ১০০:	১০,৫৮৫.৫৮ (↑১৬১.১৪)
নিফ্‌টি:	১০,৪৭১.০০ (↑১৫৯.৮০)

আজ তেলের দাম

কলকাতায় (*লিটারে*)

পেট্রল	ডিজেল
৮১.৪৫ টাকা	৭৫.০৬ টাকা
—	↑৪৩ পয়সা

(ইন্ডিয়ান অয়েলের দর)

কাজ শেষ, শীঘ্রই বিদ্যুৎ ভাঙড় পাওয়ার গ্রিডে

পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভে একটা সময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রকল্পের কাজ। কিন্তু ধাপে ধাপে সেই সব বাধা কাটিয়ে কাজ শেষ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিডের সাবস্টেশনে বিদ্যুৎ আসা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এ ব্যাপারে রাজ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের কথাও শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রের খবর, ভাঙড় সাবস্টেশনের সঙ্গে হাই-ভোল্টেজ তারের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ সাবস্টেশনের যোগাযোগ তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। ভাঙড়ের সঙ্গে হাই-ভোল্টেজ তারের যোগাযোগ হয়ে গিয়েছে ফরাক্কার এনটিপিসি সাবস্টেশনেরও। অন্য দিকে, পাওয়ার গ্রিডের বিহারের পূর্ণিয়া সাবস্টেশন থেকে ফরাক্কা ও গোকর্ণের মধ্যেও তারের যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। পরের দফায় শুধু গ্রিড লাইনে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। আর তা হয়ে গেলে উপকৃত হবেন রাজারহাট, নিউটাউন-সহ কলকাতা শহরতলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েক লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক। রাজ্যের বিদ্যুৎ সংবহন ক্ষমতাও ৩০০০ মেগাওয়াট বেড়ে যাবে। কবে পূর্ণিয়া-ফরাক্কা-গোকর্ণ-ভাঙড় লাইনে বিদ্যুৎ দেওয়া যাবে সে ব্যাপারে আলোচনা চলছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন সংস্থার সঙ্গে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সুভাষগ্রাম-জিরাট বিদ্যুৎ লাইনের সঙ্গে ভাঙড় সাবস্টেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়।

পাওয়ার গ্রিডের এক পদস্থ কর্তা জানান, বিদ্যুৎ দেওয়ার আগে শেষ মুহূর্তের প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি-সহ কিছু ছোটখাটো কাজ চলছে। করোনার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা এক সঙ্গে কাজ করতে পারছেন না। তাই কিছুটা সময় লাগছে।

গ্রিড প্রকল্প

- ভাঙড়ে ৪০০/২২০ কেভির সাবস্টেশন।
- গোকর্ণয় আরও একটি সাবস্টেশন।
- ভাঙড় থেকে দু'টি হাই-ভোল্টেজ লাইন। একটি যোগ হয়েছে গোকর্ণয়। অন্যটি ফরাক্কা সাবস্টেশনে।
- বিহারের পূর্ণিয়া সাবস্টেশন থেকে অন্য একটি লাইন এসে মিশেছে ফরাক্কায়। আর একটি লাইন যোগ হয়েছে গোকর্ণয়।
- প্রকল্প খরচ ১৩০০ কোটি টাকা।
- ভাঙড় থেকে গোকর্ণ লাইন টানার খরচ ৮০০ কোটি।

রাজ্যের লাভ

- গ্রিড পরিকাঠামো শক্তিশালী হবে।
- রাজ্যে আনা যাবে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ।
- উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ পাঠানো যাবে অন্য জায়গায়।
- ভোল্টেজ আরও জোরদার হবে।
- উন্নততর পরিষেবা পাবেন বণ্টন সংস্থার গ্রাহকেরা।

স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভে বছর তিনেক আগে ভাঙড়ে প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সাবস্টেশন তৈরি হয়ে গেলেও, বাড়ি এবং কৃষি জমির উপর দিয়ে হাই-ভোল্টেজ লাইন টানার কাজ করতে গিয়ে স্থানীয়দের প্রবল বাধার মুখে পড়ে সংস্থাটি। বিক্ষোভ, সংঘর্ষে কয়েক জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যুও হয়। বাধা আসে আরও কয়েকটি জায়গা থেকে। পরে রাজ্য প্রশাসনের মধ্যস্থতায় ফের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। গত বছর উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের আরিজুল্লাপুর গ্রামের কিছু গ্রামবাসীর আপত্তিতে আবার এই প্রকল্পের লাইন টানার কাজ থমকে যায়। সে সব বাধা কাটিয়েই গ্রিড প্রকল্পের কাজ এ বার সম্পূর্ণ করা গিয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর।

পাওয়ার গ্রিডের বিদ্যুৎ কর্তাদের একাংশের দাবি, এখন কোথাও কোনও সমস্যা নেই। নির্বিঘ্নে বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ শুরু করারই প্রস্তুতি চলছে সংস্থার অন্দরে। এখন ছাড়পত্র নিতে হবে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির (সিইএ)। গ্রিড চালু হয়ে গেলেই রাজ্যে যেমন অনেক বেশি বিদ্যুৎ আনা যাবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সস্তার জলবিদ্যুৎও এই লাইন দিয়ে রাজ্যে আরও বেশি করে আসতে পারবে।

বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সব সময়েই রাজ্যের শক্তিশালী বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা থাকা দরকার। ভাঙড় প্রকল্প চালু হলে রাজ্য নিজের প্রয়োজনে অনেক বেশি বিদ্যুৎ যেমন নিতে পারবে, তেমনই ভোল্টেজও জোরালো হবে। আবার রাজ্যের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎও এর সাহায্যে সহজে বিক্রি করা যাবে।

বৈষম্য কমাবে অতিমারি, বলছে সমীক্ষা

মুম্বই, ২৩ জুন: করোনার ধাক্কায় ধনী রাজ্যগুলির আয় গরিব রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি কমতে পারে। যা দেশে আর্থিক বৈষম্য কমাবে। জানাল স্টেট ব্যাঙ্কের গবেষণা শাখা ইকোর‍্যাপের রিপোর্ট।

রিপোর্ট বলছে, লকডাউনের জেরে চলতি অর্থবর্ষে সারা দেশে মাথাপিছু আয় কমবে ৫.৪%। দাঁড়াবে ১.৪৩ লক্ষ টাকায়। যেখানে মূল্যবৃদ্ধি-সহ জিডিপি সঙ্কোচনের হার হতে পারে তার থেকে কম, ৩.৮%। তবে একই সঙ্গে তাদের দাবি, মাথা পিছু রোজগারের নিরিখে ধনী রাজ্যগুলি (যেখানে মাথা পিছু আয় দেশের গড় আয়ের থেকে বেশি) ভুগবে বেশি। গোটা অর্থবর্ষে মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিলনাড়ুর মতো মোট আটটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তা নামতে পারে ১০ শতাংশেরও বেশি। যা ঘোর বিপদের সঙ্কেত বলে মনে করছে ইকোর‍্যাপ।

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা-সহ যে সব রাজ্য তুলনায় গরিব (মাথা পিছু আয় জাতীয় গড়ের নীচে), তাদের মাথা পিছু আয় কমতে পারে ৮ শতাংশের কম, জানাচ্ছে রিপোর্ট।

সংবাদ সংস্থা

অনিলের দাবি

মুম্বই, ২৩ জুন: রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন্সের নেওয়া ঋণের জন্য চিনের তিনটি ব্যাঙ্ককে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দেননি বলে দাবি রিলায়্যান্স এডিএজি-র কর্ণধার অনিল অম্বানীর। তবে স্টেট ব্যাঙ্ককে তা দিয়েছেন বলেই রিলায়্যান্স ইনফ্রার সাধারণ সভায় তাঁর ইঙ্গিত। চিনের ব্যাঙ্কগুলিকে ৭১.৭০ কোটি ডলার ফেরত দিতে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে লন্ডনের আদালত। চলতি বছর রিল ইনফ্রা ঋণমুক্ত হবে বলেও দাবি অনিলের।

সংবাদ সংস্থা

ইচ্ছে মতো চ্যানেল পেতে ট্রাইয়ের অ্যাপ

দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত

কেব্‌ল টিভি ও ডিটিএইচ পরিষেবার মাসুলের নতুন নিয়ম চালু করে নিয়ন্ত্রক ট্রাই আশ্বাস দিয়েছিল, পছন্দের চ্যানেল বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আরও বাড়বে গ্রাহকদের। কিন্তু বহু গ্রাহকদের অভিযোগ, নিজেদের নয়, বরং মাল্টি সার্ভিস অপারেটর (এমএসও), ডিটিএইচ সংস্থা ও কেব্‌ল অপারেটরদের মতো বণ্টন সংস্থাগুলির পছন্দেই তাঁদের চলতে হচ্ছে। অনেক বাড়তি ও অপছন্দের চ্যানেল ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের পরিষেবায়। সেই সমস্যার সমাধানে একটি সাধারণ মোবাইল অ্যাপ তৈরির কথা জানিয়েছিল ট্রাই। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামিকাল, বৃহস্পতিবার অ্যাপটি গ্রাহকদের জন্য চালু করার কথা নিয়ন্ত্রক সংস্থার চেয়ারম্যান আর এস শর্মার।

ট্রাই সূত্রের খবর, 'ট্রাই চ্যানেল সিলেক্টর' নামে অ্যাপটি প্লে-স্টোরে পাওয়া যাবে। অ্যাপ খুললে সংশ্লিষ্ট ডিটিএইচ বা এমএসও সংস্থাগুলির নাম পর্দায় আসবে। নিজের সংস্থাটি বেছে নেওয়ার পরে অ্যাপটি গ্রাহকের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা গ্রাহক আইডি বা সেট টপ বক্সের নম্বর জানতে চাইবে। যে কোনও একটি দেওয়ার পরে তথ্য যাচাই করার জন্য গ্রাহকের ফোনে একটি ওটিপি আসবে। সেটি দিলে চ্যানেলগুলি পর্দায় ফুটে উঠবে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, নতুন গ্রাহক তাঁর পছন্দের চ্যানেল নেবেন। পুরনো গ্রাহক নতুন কোনও চ্যানেল দেখতে চাইলে তা বাছতে পারবেন। তবে চালু চ্যানেল বন্ধ করতে চাইলে মেয়াদের শর্ত মানতে হবে।

এক ঝলকে

- এখন বিভিন্ন ডিটিএইচ ও এমএসও সংস্থার নিজস্ব আলাদা অ্যাপ আছে।
- এ বার সব সংস্থার গ্রাহকের জন্য আসছে ট্রাই চ্যানেল সিলেক্টর।
- অ্যাপ খুললেই আসবে সংস্থাগুলির নাম।
- নথিভুক্ত মোবাইল নম্বর বা গ্রাহক আইডি কিংবা সেট টপ বক্সের নম্বর দিতে হবে।
- মোবাইলে পাঠানো ওটিপি দিয়ে গ্রাহকের তথ্য যাচাই হবে।
- নতুন গ্রাহক চ্যানেল বাছবেন।
- পুরনো গ্রাহক নতুন চ্যানেল জুড়তে পারবেন।
- কোনও চ্যানেলের মেয়াদ ফুরোলে বাতিলও করা যাবে।

শুরুতেই সব গ্রাহক অ্যাপের সুবিধা নিতে পারবেন কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে ট্রাইয়ের দাবি, পর্যায়ক্রমে সব সংস্থাকেই ওই ছাতার তলায় আসতে হবে। এ জন্য গত বছর প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছে তারা। এর আগে নতুন নিয়মে পছন্দের চ্যানেলের মোট দাম কত পড়তে পারে, তার আভাস দিতে গ্রাহকদের জন্য একটি পোর্টাল চালু করেছিল ট্রাই।

কর ছাড় ফ্ল্যাট বিক্রি বাড়াবে! সন্দিহান কৃষ্ণমূর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: করোনা-সঙ্কট এবং তাকে ঘিরে আর্থিক অনিশ্চয়তা না-কাটা পর্যন্ত বাড়ি, ফ্ল্যাটের চাহিদা বৃদ্ধি কার্যত অসম্ভব বলে মেনে নিলেন মোদী সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ক

২৪.০৬.১৯৬২
মহাজাতি সদনে ছবি বিশ্বাসের স্মরণসভা।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতা
কলকাতা বুধবার ২৪ জুন ২০২০

ছেলেকে কাছে না-পেয়েই কি খুন স্ত্রী এবং শাশুড়িকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

সাতষট্টি পাতার একটি সুইসাইড নোট লিখেছিল অমিত আগরওয়াল। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে শ্বশুরবাড়ির প্রতি তীব্র ক্ষোভ। ক্ষোভের প্রধান কারণ, ১০ বছরের ছেলেকে তার থেকে আলাদা করার 'ষড়যন্ত্র'।

সোমবার বিকেলে ফুলবাগানের আবাসনে ঢুকে শাশুড়ি ললিতা ঢনঢনিয়াকে গুলি করে খুন করে আত্মঘাতী হয় অমিত। শ্বশুর সুভাষ ঢনঢনিয়া পুলিশকে জানান, তাঁকেও গুলি করতে চেয়েছিল অমিত। কিন্তু পিস্তলে কিছু সমস্যা হওয়ায় তিনি বেঁচে যান। সুইসাইড নোটে নিজের জীবনের সঙ্গে অমিত তুলনা টেনেছে মহাভারতের। আর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার কাছে 'কৌরব'।

তদন্তে জানা গিয়েছে, অমিত একটি সেভেন এমএম পিস্তল ব্যবহার করেছিল। ঘটনাস্থলেই পাওয়া গিয়েছে সেটি। পুলিশ জেনেছে, সোমবার ফ্ল্যাটে ঢুকেই শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে বচসা শুরু করে অমিত। জানায়, তাঁদের মেরে আত্মঘাতী হবে। শ্বশুর-শাশুড়ি ভেবেছিলেন, অমিত ভয় দেখাতে ও সব বলছে। কিন্তু পিস্তল বার করতেই তাঁরা ভয় পেয়ে যান। অমিতের শ্বশুর পুলিশকে জানিয়েছেন, অমিত গুলি চালাতে গেলে পিস্তলে সমস্যা দেখা দেয়। তখন সে শাশুড়ির কাছে স্ক্রু-ড্রাইভার চায়। পরে নিজেই সেটি ঠিক করে গুলি চালায়। গুলি গিয়ে দরজায় লাগে। পরের গুলি লাগে শাশুড়ির গায়ে। তিনি মেঝেতে পড়ে যান। ফের গুলি চালাতে গেলে পিস্তলে আবার সমস্যা দেখা দেয়। সেই সুযোগে তার শ্বশুর পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে পড়শিদের ফ্ল্যাটে চলে যান।

পড়শিরাই খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে দরজা খুলে দেখে, অমিতও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। তার দেহের পাশেই বেশ কয়েক পাতার সুইসাইড নোট। যা পড়তে গিয়ে চমকে ওঠেন গোয়েন্দারা। তাতে অমিত বেঙ্গালুরুতে স্ত্রী শিল্পীকে খুনের কথা লিখে গিয়েছে। পুলিশ জেনেছে, অমিত তার শ্যালককেও নয়ডা থেকে আসতে বলেছিল। সম্ভবত তাঁকেও খুনের পরিকল্পনা ছিল।

কলকাতা পুলিশ বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানায়। সেখানকার পুলিশকর্তা মহাদেবপুরমে শিল্পীর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেন, সেটি বন্ধ। তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই দেখা যায়, ফ্ল্যাট পুরো লন্ডভন্ড। শোয়ার ঘরে পাওয়া যায় শিল্পীর মৃতদেহ। ফুলবাগানে অমিতের দেহের পাশে যে সুইসাইড নোট মিলেছিল, তার একটি প্রতিলিপি পাওয়া যায় শিল্পীর দেহের পাশেও।

তদন্তে জানা গিয়েছে, অমিত ও শিল্পী বছর ১৪ আগে ভালবেসে বিয়ে করেন। দু'জনেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বিয়ের পরে কিছু দিন তাঁরা কলকাতায় ছিলেন। পরে হায়দরাবাদ হয়ে ফের কলকাতায় আসেন। তার পরে বেঙ্গালুরু চলে যান। অমিত বিদেশে গিয়ে থাকতে চেয়েছিল। শিল্পী রাজি হননি। শিল্পীর বাবার বক্তব্য, অমিত একটু প্রাচীনপন্থী ছিল। স্ত্রীর উপরে কর্তৃত্ব করতে চাইত। শিল্পী ছিলেন সম্পূর্ণ উল্টো। বিয়ের পরে শিল্পীর পরিবারের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হয়েছিল অমিতের। মাঝে এক সময়ে তার চাকরি ছিল না। যার জেরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল অমিত। দু'বছর আগে দু'জনের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকলে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করেন তাঁরা। সেই মামলা চলছিল। আদালতের নির্দেশে শিল্পীই সাময়িক ভাবে ছেলের হেফাজত পেয়েছিলেন। প্রতি রবিবার অমিত ছেলের সঙ্গে দেখা করত।

কিন্তু অমিত ছেলেকে কাছে পেতে মরিয়া ছিল। আর তা সম্ভব না-হওয়াতেই সোমবার সে ওই কাণ্ড ঘটায় বলে পুলিশের অনুমান। সুইসাইড নোটেও সেই তথ্য রয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে শিল্পীকে খুনের সময়ে ছেলে ওই শহরেই অমিতের ফ্ল্যাটে ছিল। পরে অমিত তাকে বলে, শিল্পীকে হঠাৎ কলকাতায় যেতে হয়েছে। সোমবার সকালে উড়ান ধরে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় আসে অমিত। বেলঘরিয়ায় দাদার কাছে ছেলেকে রেখে বেরিয়ে যায়। পৌঁছয় শ্বশুরবাড়িতে। পুলিশের অনুমান, কাঁকুড়গাছি মোড়ে কারও কাছ থেকে অমিত পিস্তলটি নিয়েছিল।

যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) মুরলীধর শর্মা জানান, অমিত ও ললিতাদেবীর ময়না-তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, অমিতের মাথায় গুলি ঢুকে বেরিয়ে যায়। ললিতাদেবীর কপালেও গুলির ক্ষত মিলেছে।

■ **তদন্ত:** ফুলবাগানের সেই আবাসন থেকে বেরিয়ে আসছেন হোমিসাইড শাখার অফিসারেরা। মঙ্গলবার। (ইনসেটে) অমিত আগরওয়াল। *নিজস্ব চিত্র*

দেগঙ্গায় বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার ১৪ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা

আমপানে বাড়ি ভাঙার পরে ক্ষতিপূরণের টাকা না-মেলার অভিযোগে দেগঙ্গার বিডিও অফিস ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ ও গোলমালের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে আট জন গ্রামবাসী এবং ছ'জন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। মঙ্গলবার তাঁদের বারাসত জেলা আদালতে তোলা হলে ছ'জনের তিন দিনের পুলিশি হেফাজত এবং বাকিদের জেল হেফাজত হয়।

বারাসত পুলিশ জেলার সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, সরকারি কাজে বাধা, পুলিশকে ধাক্কা মারার অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাঁদের জেরা করে ঘটনার তদন্ত হবে।" রাজ্যের শাসক দল মনে করছে, ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিড আন্দোলনের সময়ে যে 'পরিকল্পনা' করা হয়েছিল, দেগঙ্গার ক্ষেত্রেও তেমনই কিছু আঁতাত হয়েছে।

আমপানে আসল ক্ষতিগ্রস্তেরা টাকা পাননি। অন্য দিকে, বাড়িঘরের ক্ষতি না-হলেও পঞ্চায়েতের সদস্য, স্থানীয় নেতাদের ঘনিষ্ঠেরা টাকা পেয়েছেন, এই অভিযোগে সোমবার সকাল থেকে রাত দফায় দফায় বিডিও অফিস ঘেরাও করার পাশাপাশি বারাসত-টাকি রোড অবরোধ করেন হাজার দুয়েক মানুষ। কারা টাকা পেয়েছেন, সেই তালিকা প্রকাশের দাবিতে অফিস ভাঙচুর চলে। রাতে কিছু লোক অবরোধকারীদের লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে বলেও অভিযোগ।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় এর পরেই। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরাও পাল্টা ইট ছোড়েন। পুলিশ পৌঁছলে ধাক্কাধাক্কি হয়। জখম হন কয়েক জন। পুলিশ লাঠি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। মঙ্গলবার দেগঙ্গা থানার পুলিশ আধিকারিক সুমিত মণ্ডল জানান, মারমুখী আন্দোলন মানা হবে না।

আমপানে আসল ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা দেওয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে গোটা উত্তর ২৪ পরগনা জুড়েই চলছে বিক্ষোভ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সাহায্য চাইতে গেলে আমল দেননি স্থানীয় নেতা, পঞ্চায়েত বা প্রশাসন। নিজেদের মতো তালিকা করে টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাঁরা। নিয়ম অনুযায়ী, বাড়ি ভাঙার ক্ষতিপূরণ চেয়ে কেবল আবেদন করলেই হবে না। সত্যিই সেই বাড়িটি ভেঙেছে কি না, সরেজমিন তা দেখবে প্রশাসন। তাই প্রশ্ন উঠেছে, এই নিয়ম থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা আবেদন করে কী ভাবে টাকা পাচ্ছেন কেউ কেউ?

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, আমপানে উত্তর ২৪ পরগনার কিছু এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ির কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে। অল্প ক্ষতি সারিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও অনেকে ক্ষতিপূরণের আবেদন করেছেন। সব আবেদন দেখতে সময় লাগছে। করোনা পরিস্থিতির জন্যও সমস্যা হয়েছে। বহু মানুষ যে ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকবে বলেও জানান ওই কর্তা। আমপানে উত্তর ২৪ পরগনায় ৫ লক্ষেরও বেশি বাড়ি আংশিক ও পুরো ভেঙেছে। তার মধ্যে ১ লক্ষ ২৭ হাজার মানুষকে বাড়ি ভাঙার টাকা এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক চৈতালি চক্রবর্তী বলেন, "যাঁরা এখনও টাকা পাননি, তাঁদের বিষয়টি দেখা হচ্ছে। অন্যায় ভাবে টাকা নেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তারও তদন্ত চলছে।"

■ **অবহেলা:** বর্ষা শুরু হতে না-হতেই জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে মহেশতলা পুর এলাকার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে। এর পরে গোটা মরসুম কী ভাবে কাটবে, তা নিয়ে আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। *ছবি: অরুণ লোধ*

কোভিড ট্রমায় ভুগতে পারেন এক কোটি মানুষ

দেবাশিস ঘড়াই

কোভিড-১৯ সংক্রমণ থামার পরেও কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রায় এক কোটি দু'লক্ষ নাগরিকের মধ্যে 'পোস্ট ট্রম্যাটিক স্ট্রেস ডিজ়অর্ডার' (পিটিএসডি)-এর আশঙ্কা রয়েছে। করোনা সংক্রমণ ও তার সঙ্গে লকডাউন— এই জোড়া ধাক্কায় তাঁদের মানসিক স্থিতি টলে গিয়েছে বলে জানাচ্ছে একটি সমীক্ষা।

'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টস' (আইএসিপি)-এর 'ডিজ়াস্টার ম্যানেজমেন্ট টাস্ক ফোর্স'-এর সদস্য তথা মানসিক চিকিৎসার উৎকর্ষকেন্দ্র 'ইনস্টিটিউট অব সায়কায়াট্রি'-র ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট প্রশান্তকুমার রায়ের উদ্যোগে হওয়া একটি সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। লকডাউন পর্বে এই সমীক্ষাটি করতে প্রশান্তবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সঞ্জীব কুণ্ডু ও কাঞ্চন সেনগুপ্ত নামে আরও দু'জন।

জনমনে করোনা সংক্রমণ ও লকডাউনের প্রভাব জানতে সমাজের বিভিন্ন আর্থিক স্তর ও নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রায় এক হাজার জনের উপরে এই সমীক্ষাটি করা হয়েছে। কলকাতা, শহরতলি থেকে শুরু করে গ্রামীণ এলাকার ১৮-৮০ বছর বয়সিদের সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। সেখানে পড়ুয়া (পড়ুয়াদের মধ্যে দশম শ্রেণি পাশ করেননি এমনও রয়েছে, তেমনই রয়েছেন স্নাতক, স্নাতকোত্তরও), সরকারি চাকুরে, চুক্তিভিত্তিক কর্মী, বেসরকারি কর্মী, বেকার, অবসরপ্রাপ্তদের থেকে যেমন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তেমনই ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ী, দিনমজুর, কৃষক, আপৎকালীন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, কৃষক, স্বাস্থ্যকর্মী, গৃহবধূও রয়েছেন।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রায় ৪৯.৩ শতাংশ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেই কোভিড ও লকডাউন কোনও না কোনও ভাবে প্রভাব ফেলেছে। যার মধ্যে ১০.৩ শতাংশের উপরে এই প্রভাব গুরুতর। রাজ্যের মোট জনসংখ্যা (কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২০ সালের মে মাসের তথ্য অনুযায়ী), অর্থাৎ ৯ কোটি ৯৬ লক্ষের মধ্যে আনুমানিক চার কোটি ৯১ লক্ষ (অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ) নাগরিকের মানসিক স্থিতি টলিয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। প্রশান্তবাবুর কথায়, "কোভিড ও লকডাউনের কারণে মানসিক স্থিতি যাঁদের বিপর্যস্ত হয়েছে, তাঁদের একটা বড় অংশই মানসিক, সামাজিক সহায়তা পেলে তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু জনসংখ্যার প্রায় ১০.৩ শতাংশ, অর্থাৎ এক কোটি ২ লক্ষ ৫৯ হাজার মানুষের মধ্যে পরবর্তী কালেও পিটিএসডি, অবসাদ, উদ্বেগ-সহ গুরুতর মানসিক অসুখ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।"

পারিবারিক আয়ের সঙ্গে যে মানসিক অবসাদ, উদ্বেগ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তা একাধিক সমীক্ষায় প্রমাণিত। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাতেও দেখা গিয়েছে, যাঁদের পারিবারিক আয় মাসিক দশ হাজার টাকার নীচে, তুলনামূলক ভাবে তাঁরা অনেক বেশি বিধ্বস্ত। আবার ৪৫-৫৫ বছর বয়সিদের মধ্যেও বাড়তি মানসিক চাপ ধরা পড়েছে এই সমীক্ষায়। প্রশান্তবাবুর কথায়, "এই বয়সিদের দায়িত্ববোধ বেশি থাকার কারণেই মানসিক উদ্বেগও বেশি।"

তবে মনোবিদদের একাংশের বক্তব্য, এই মুহূর্তে সার্বিক জনমানসের যে চেহারা দেখা যাচ্ছে, তা সাময়িক। এক মনোবিদের কথায়, "সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে এই মুহূর্তে কোভিড নিয়ে যে দুশ্চিন্তা দেখা যাচ্ছে, তা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাঁরাও ক্রমশ এই দুশ্চিন্তার আবহ থেকে বেরোতে পারবেন বলে আশা করা যায়।"

■ **অবসাদ-বৃত্তে:** সংক্রমণ থামলেও থেকে যেতে পারে করোনা নিয়ে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। *ফাইল চিত্র*

হাতিয়ার মনোবল, ফেসবুক লাইভে বার্তা সুস্থ পুলিশের

শান্তনু ঘোষ

"রিপোর্ট পজ়িটিভ হলেই ভেঙে পড়ার কারণ নেই। মনোবল ও জেদ নিয়ে থাকতে হবে। তা হলেই করোনার বিরুদ্ধে জয় নিশ্চিত।" দুই সহকর্মীকে পাশে নিয়ে এমনটাই বলছিলেন শিবপুর থানার সাব ইনস্পেক্টর, বছর পঞ্চাশের সন্দীপ দিন্দা। তিন জনই করোনাকে হারিয়ে ফের কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁরাই এ বার ক্যামেরার সামনে বসলেন করোনা সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ও আতঙ্ক কাটাতে।

হাওড়া সিটি পুলিশের পঞ্চাশেরও বেশি কর্মী সংক্রমিত হয়েছেন। অবশ্য তাঁদের ৮৫ শতাংশই এখন সুস্থও হয়েছেন। করোনা-জয়ী সেই সমস্ত কর্মীকে নিয়ে নিজেদের ফেসবুক পেজে 'সেশন উইথ হাওড়া সিটি পুলিশ কোভিড ওয়ারিয়র্স' নামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট। অনুষ্ঠানে করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করার পাশাপাশি দর্শকদের প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছেন ওই পুলিশকর্মীরা।

হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি (সদর) প্রিয়ব্রত রায় বলেন, "আমাদের কর্মীরা শুধুই নিজেদের অভিজ্ঞতাই জানাচ্ছেন। কোভিড মানেই যে মৃত্যু নয়, সবার সামনে সেটা তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।"

গত রবিবার ছিল অনুষ্ঠানটি। এক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শিবপুর থানার তিন অফিসার— এসআই সন্দীপ দিন্দা, বিশ্বজিৎ আচার্য ও এএসআই বিশ্বজিৎ সিংহ। পুলিশ সূত্রের খবর, লাইভ চলাকালীন ৬৫টি প্রশ্ন এসেছিল। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ওই ফেসবুক লাইভের দর্শক সংখ্যা ৭৯০০-য় পৌঁছেছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি করোনায় আক্রান্ত হন সন্দীপবাবু। এর পরে বিশ্বজিৎবাবুদেরও কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজ়িটিভ হয়। কী উপসর্গ নিয়ে তাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন, হাসপাতালে থাকার অভিজ্ঞতা-সহ নানা কথা শোনান ওই পুলিশকর্মীরা। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, "হাসপাতালে দেখেছি অন্য রোগীরা ভয় পাচ্ছেন। নিজেদের মনোবল বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদেরও ভরসা দিয়েছি। এখনও মানুষের মনের ভয় কাটানোর কাজই করছি।"

এক দর্শক সচ্চিদানন্দ মিত্র প্রশ্ন করেছিলেন, করোনা পরিস্থিতিতেও সামনের সারিতে এসে কাজ করার সাহস কী ভাবে পান পুলিশকর্মীরা?

উত্তরে ওই তিন জনই জানান, তাঁদের চাকরি মানুষের স্বার্থেই। কিন্তু সাহস দেখাতে পারলেই যে করোনাকে জয় করা যায় তা তাঁরা শিখেছেন। সন্দীপবাবু জানান, হাসপাতালে থাকার সময়ে তাঁর মুখে স্বাদ ছিল না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে খাবারই দেওয়া হোক পুরোটাই খাবেন। তাই ভাত মেখে জল দিয়ে গিলে খেতেন। অবস্থার অবনতি হয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত হতে হয়েছিল বিশ্বজিৎ সিংহকে। তিনি জানান, হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও কী ভাবে বাড়ির সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলা সম্ভব হয়। উপসর্গহীন থাকা বিশ্বজিৎবাবু মনে করেন দৈনন্দিন রুটিনে সামাজিক দূরত্ব মানা, মাস্ক, স্যানিটাইজ়ার ব্যবহারও বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

ফেসবুক লাইভে সব পুলিশকর্মীরই একটাই বক্তব্য, 'করোনা জঙ্গে মূল মন্ত্র হল মনের জোর।'

অনলাইন ক্লাসে 'অনুপ্রবেশ' ঠেকাতে সতর্ক হচ্ছে স্কুল

আর্যভট্ট খান

গ্রাহকের পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর ঘটনা নতুন নয়। এ বার পড়ুয়াদের পাসওয়ার্ড জেনে অনলাইন ক্লাসে ঢুকে পড়ার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভিডিয়ো বন্ধ করে রাখায় শিক্ষকেরা বুঝতে পারছেন না যে বহিরাগতেরা ক্লাসে যোগ দিয়েছে। সবার অজান্তে এ ভাবে জেনে নেওয়া হচ্ছে পড়ুয়াদের ব্যক্তিগত তথ্য, ক্লাসের পড়া। ক্লাসের পরিবেশও নষ্ট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি লা মার্টিনিয়ার স্কুলের একটি অনলাইন ক্লাসে বহিরাগত কেউ ঢুকে পড়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এ ভাবে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি বা ক্লাসে পড়ানোর বিষয়বস্তু চুরি করা হচ্ছে কি না, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে। লা মার্টিনিয়ারের সচিব সুপ্রিয় ধর জানান, যে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাসে ঢুকতে হয়, কোনও পড়ুয়া সেই পাসওয়ার্ড অন্য কাউকে বা বন্ধুবান্ধবকে দেওয়াতেই সম্ভবত এই বিপত্তি। সুপ্রিয়বাবু বলেন, "বিষয়টি ঠিক কী হয়েছিল জানতে তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। ওই ক্লাসের বেশ কিছু স্ক্রিনশটও পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি পাসওয়ার্ড শেয়ারিং না হ্যাকিং, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দিতে বলা হয়েছে।"

এই সমস্যায় পড়েছিল সাউথ পয়েন্ট স্কুলও। স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কৃষ্ণ দামানি বলেন, "পড়ুয়াদের পাসওয়ার্ড অন্য কারও কাছে চলে যাওয়ায় নবম ও দশম শ্রেণির ক্লাসে এই সমস্যা এক বার হয়েছিল। এখন আমরা অনেক সতর্ক। বহিরাগতেরা যেন ক্লাসে ঢুকতে না পারে, তার জন্য ক্লাসের আইডি ও পাসওয়ার্ড নিয়মিত বদলানো হচ্ছে।"

বহিরাগত ঢুকে পড়ার সমস্যা ঠেকাতে কিছু স্কুল আবার অনলাইন ক্লাসের জন্য যে অ্যাপ ব্যবহার করা হত, সেটিই বদলে ফেলেছে। ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুলের প্রিন্সিপাল মৌসুমী সাহা বলেন, "বহিরাগতেরা ঢুকে ভিডিয়ো বন্ধ করে রেখে স্মার্ট বোর্ডে কিছু লিখে ফেলছে, এমন ঘটনা হয়েছে। তাই এখন অনলাইনে ক্লাসের জন্য যে অ্যাপ ব্যবহার করতাম সেটি পাল্টে ফেলেছি। আগে আমাদের একটিই পাসওয়ার্ড ছিল। কিন্তু এখন পড়ুয়ারা পাসওয়ার্ড পাল্টে নিতে পারে। ওদের ঘন ঘন পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলার কথা বলেছি। এর ফলে অন্য কারও কাছে পাসওয়ার্ড চলে যাওয়ার আশঙ্কা কমেছে।" ডিপিএস রুবি পার্ক স্কুল কর্তৃপক্ষ আবার জানিয়েছেন, কারা ক্লাস করছে, সেই ব্যাপারে নজরদারি করার জন্য শিক্ষকদের একটি দল রয়েছে। কেউ ক্লাসে ভিডিয়ো বেশি ক্ষণ বন্ধ করে রেখে দিলে বা অনুপস্থিত থাকলে ফোন করে তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়। এমনকি, প্রতিটি অনলাইন ক্লাসে ঢোকার আগে শিক্ষকের অনুমতিও নিতে হয়।

> পাসওয়ার্ড যেন অন্য কারও কাছে না-যায়, সেটা দেখতে হবে। পড়ুয়াদের মনে রাখতে হবে, এই পাসওয়ার্ড এটিএমের পাসওয়ার্ডের মতোই সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন।
>
> **বিভাস চট্টোপাধ্যায় (সাইবার বিশেষজ্ঞ)**

সাইবার বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সাইবার বিশেষজ্ঞ বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানান, অনলাইন ক্লাসে পাসওয়ার্ড জেনে বহিরাগতদের ঢুকে পড়ার এই সমস্যা প্রায় বিশ্ব জুড়েই হচ্ছে। ক্লাসে ঢুকে স্মার্ট বোর্ডে অশালীন কথা লেখা বা ভিডিয়ো শেয়ার করার ঘটনাও ঘটেছে। অথচ করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাসই অনেক পড়ুয়ার প্রধান ভরসা। তিনি বলেন, "পাসওয়ার্ড যেন অন্য কারও কাছে না যায়, সেটা দেখতে হবে। পড়ুয়াদের মনে রাখতে হবে, এই পাসওয়ার্ড এটিএমের পাসওয়ার্ডের মতোই সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন।"

বিভাসবাবু জানান, যে শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন (হোস্ট) তাঁকেও সতর্ক থাকতে হবে। কেউ ক্লাসে ঢুকলে তাকে হোস্টের অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে, এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। এমন অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে যা অনেক বেশি সুরক্ষিত। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এর পরেও কোনও বহিরাগত ঢুকলে তার আইডি এবং পাসওয়ার্ড জেনে থানায় জানাতে হবে।

এক নজরে

জল সরবরাহ স্বাভাবিক হাওড়ায়

উত্তর হাওড়ার ভূগর্ভস্থ জলাধারের পাইপলাইন সংযুক্তির কাজ অবশেষে শেষ হল মঙ্গলবার। এ দিন থেকেই সংলগ্ন তিনটি ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে। হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, পুরনো পাইপলাইনের সঙ্গে নতুন পাইপলাইন জুড়ে দেওয়ার জন্য সালকিয়ার ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে মঙ্গলবার দুপুর এবং সন্ধ্যার জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ রাখা হবে। সেই কাজ হয়ে গেলে বুধবার থেকেই জল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারবে। পুরসভার এক পদস্থ কর্তা জানান, মঙ্গলবার শুধুমাত্র দুপুরের জল সরবরাহ বন্ধ রেখেই পাইপলাইন সংযুক্তিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। ফলে এ দিন সন্ধ্যায় উত্তর হাওড়ার ৪, ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়। সম্প্রতি সালকিয়ায় একটি বাড়ির নীচ দিয়ে যাওয়া জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় উত্তর হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। কলকাতা পুরসভার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে পাইপলাইনের সেই ফেটে যাওয়া অংশ বাদ দিয়ে নতুন পথে পাইপ বসানো হয়। তার পরে তা জুড়ে দেওয়া হয় পুরনো পাইপলাইনের সঙ্গে।

ভাঙল বাড়ির একাংশ

চেতলায় একটি পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল মঙ্গলবার। পুলিশ জানিয়েছে, এ দিন দুপুর ২টো নাগাদ চেতলা সেন্ট্রাল রোডের চারতলা বাড়ির দোতলার বারান্দার একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। খবর পেয়ে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিপজ্জনক অংশটি ঘিরে ফেলেন। বাড়িটির ভাঙা অংশও সরিয়ে ফেলা হয়।

মৃত্যু পরিচারিকার

শহরে একটি আবাসন থেকে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দোলন প্রামাণিক (২১)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায়। শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকার অকল্যান্ড স্কোয়ারের একটি সাততলা আবাসনের ফ্ল্যাটে পরিচারিকার কাজ করতেন দোলন। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ফ্ল্যাটের লাগোয়া একটি ঘরে থাকতেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে অনেক ডাকাডাকির পরেও তাঁর সাড়া না পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে সিলিং ফ্যান থেকে দোলনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। স্বামীর থেকে আলাদা থাকার কারণে দোলন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

আবাসনের ছাদ থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার, মহেশতলা থানার জয়রামপুর এলাকা থেকে। মৃতের নাম নরেন্দ্র শ্রীবাস্তব (৫১)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির কয়েকটি ছোটখাটো ব্যবসা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে ওই সব ব্যবসা ভাল চলছিল না। বাজারে কয়েক জনের থেকে লক্ষাধিক টাকা তিনি ঋণ নিয়েছিলেন। সম্প্রতি সেই পাওনাদারেরা টাকা ফেরত চাইতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু টাকা ফেরাতে না-পেরে নরেন্দ্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে মনে করছে পুলিশ। সে কারণেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অনুমান।

সাক্ষাৎ মন্ত্রীর সঙ্গে

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন ভবনে একই সঙ্গে কোভিড এবং অন্য রোগীদের রেখে চিকিৎসার দাবিতে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারেরা মঙ্গলবার স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন। পাঁচ জন রেসিডেন্ট ডাক্তার এ দিন স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছিলেন। 'আনলকমেডিক্যাল' নামের আন্দোলনে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন ভবনগুলির পরিকাঠামো রোগীদের স্বার্থে যথাযথ ব্যবহারের দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসক-পড়ুয়ারা। ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগে কাহিল অনেকেই এখন চিকিৎসা পাচ্ছেন না বলে তাঁরা সরব। চিকিৎসক-পড়ুয়াদের দাবি, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী তাঁদের সব কথা শুনে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সহমত হয়েছেন।

**এ বার আন

করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধের ভর্তি নিয়ে হেনস্থা, অভিযুক্ত হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা

দীর্ঘ সাড়ে ছ'ঘণ্টার চূড়ান্ত দুর্ভোগের পরে করোনা পজ়িটিভ বৃদ্ধ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন ঠিকই। তবে করোনা আক্রান্তকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রক্রিয়া যে এখনও কতটা জটিল এবং রোগীর পক্ষে কতটা অসম্মানের, নিউ টাউনের বাসিন্দা ৬৭ বছরের এক বৃদ্ধের ২৪ ঘণ্টার অভিজ্ঞতাই বলে দিচ্ছে সে কথা। একই সঙ্গে রোগীদের হয়রানি কমাতে সম্প্রতি রাজ্য সরকার যে মৌখিক নির্দেশিকা জারি করেছে, তা লঙ্ঘনেরও অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

সূত্রের খবর, জ্বর ও কাশির উপসর্গ নিয়ে সোমবার সকালে সল্টলেকের একটি বেসরকারি করোনা হাসপাতালের বহির্বিভাগে যান ওই বৃদ্ধ। বহির্বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে দেখে করোনা পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিলে তৎক্ষণাৎ নমুনা দিয়ে বাড়ি চলে যান তিনি। বিকেলে বৃদ্ধকে ফোন করে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক জানান, তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজ়িটিভ এসেছে। তিনি যেন ওই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। সেই মতো সন্ধ্যায় দাদা, দুই বন্ধু এবং এক ভাগ্নে আক্রান্তকে নিয়ে সল্টলেক আমরি হাসপাতালে যান।

আক্রান্তের অভিযোগ, বেসরকারি হাসপাতালের প্রবেশপথের সিঁড়িতে পা রাখা মাত্রই রক্ষীরা তাঁদের বাধা দেন। বৃদ্ধের কথায়, "তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত ছেলের স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা নিতে সেখানে ভর্তি হতে চাই, এ কথা শোনা মাত্র আমাকে বলা হয়, শয্যা নেই!" গত সপ্তাহেই বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে বৈঠক করে নবান্নের তরফে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছিল, কত শয্যা খালি রয়েছে, তা হাসপাতালের মূল প্রবেশপথে 'ডিসপ্লে' করতে হবে। আক্রান্তের পরিজনেরা তা স্মরণ করিয়ে দিলে দুর্ব্যবহারের মাত্রা বাড়ে বলে অভিযোগ।

এক পরিজনের কথায়, "বাউন্সারের মতো দেখতে রক্ষীরা এসে বলেন, এটা বেসরকারি হাসপাতাল। এখানে সরকারি হাসপাতালের নিয়ম চলে না!" ওই বেসরকারি হাসপাতাল সরকার মনোনীত করোনা হাসপাতাল হওয়ার পরেও এ ধরনের আচরণ কেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশ্ন আরও আছে। বৃদ্ধের কাছ থেকে করোনা পরীক্ষার জন্য পাঁচ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। বিলের বিবরণ অনুযায়ী, পরীক্ষা বাবদ সাড়ে চার হাজার টাকা এবং নমুনা সংগ্রহের জন্য আরও ৫০০ টাকা নেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহের বৈঠকে নমুনা পরীক্ষার খরচ কমানো নিয়েও মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিল নবান্ন। ওই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে নমুনা পরীক্ষার খরচ সাড়ে চার হাজার টাকা থেকে কমিয়ে সাড়ে তিন হাজার করা হয়েছে।

বেসরকারি হাসপাতালের বাইরে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পরে রোগীকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে নিয়ে যান পরিজনেরা। সেখানে স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয় জানার পরে আক্রান্তের ভাগ্নে স্বাস্থ্য ভবনে ছোটেন। এ দিন আক্রান্তের ভাগ্নে জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য ভবনের এক আধিকারিক জানান, আক্রান্তের নাম এখনও আইসিএমআরের পোর্টালে আপলোড করা হয়নি। তাই তাঁদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। ভাগ্নের কথায়, "আধিকারিক অনেক কিছু বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু অত কিছু বুঝে কী করব? আমি তো জানি, এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরেও মামাকে ভর্তি করতে পারছি না।"

স্বাস্থ্য ভবন থেকে ফিরে আইডি হাসপাতালে চলে যান আক্রান্তের ভাগ্নে। রাত ১০টা নাগাদ আইডি চত্বরে আক্রান্ত এবং তাঁর পরিজনদের দিনভর হয়রানির কথা জানার পরে সেখানকার চিকিৎসকেরা তৎপর হয়ে বৃদ্ধকে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করেন। এ দিন বৃদ্ধ বলেন, "সরকারি হাসপাতালে যা পরিষেবা পেয়েছি, তাতে আমি খুশি।"

বৃদ্ধের অভিযোগ প্রসঙ্গে ওই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্দেশ মেনে শয্যার পরিসংখ্যান হাসপাতালের গেটের বাইরে লাগানো রয়েছে। রোগী যখন এসেছিলেন, তখন সত্যিই শয্যা ছিল না বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

আক্রান্তের বন্ধু রঞ্জিত শূরের বক্তব্য, ডিসপ্লে করার অর্থ, তা যাতে সহজেই রোগী ও তাঁর পরিজনদের চোখে পড়ে। শয্যা সংক্রান্ত সেই ডিসপ্লে থাকলে রক্ষীরা দেখিয়ে দিলেন না কেন? তা হলেই তো বিতর্কের অবসান ঘটে যেত। রঞ্জিতবাবুর কথায়, "ওই হাসপাতালে প্রতি পদে সরকারি নির্দেশিকা লঙ্ঘন হচ্ছে। রোগীদের মানবাধিকার স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে না।"

ডেঙ্গি রুখতে লিফলেটে প্রচার বিধাননগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

করোনাভাইরাসের পাশাপাশি ডেঙ্গির প্রকোপও যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে বাসিন্দাদের কাছে লিফলেট পাঠিয়ে আবেদন জানাচ্ছে বিধাননগর পুরসভা। বাড়ির কোথাও যাতে জল জমে না থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে বাসিন্দাদের।

মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী জানান, করোনার পাশাপাশি মশাবাহিত রোগের মোকাবিলাতেও জোরকদমে কাজ করছে পুরসভা। তবে বাসিন্দাদেরও এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। বর্ষায় রাস্তার জমা জল সাফাইয়ের কাজ করছে পুরসভা। মেয়রের আর্জি, বাড়ির ছাদে, বাগানে, টবে বা অন্য কোথাও জল যাতে জমে না-থাকে, সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে বাসিন্দাদের।

বাসিন্দাদের অনেকেরই বক্তব্য, করোনা নিয়ে চিন্তা দূর হচ্ছে না। এর উপরে বর্ষায় মশাবাহিত রোগ নিয়ে আশঙ্কা তো রয়েছেই। তাই পুরসভাকে সহযোগিতার জন্য তাঁরা প্রস্তুত।

করোনার সংক্রমণ রুখতে নিয়মিত ভাবে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকা। পাশাপাশি, চলছে মশা নিয়ন্ত্রণে স্প্রে করার কাজও। ড্রোনেও নজরদারি চালানো হবে বলে সূত্রের খবর। তবে কন্টেনমেন্ট জ়োনে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের কাজে পুরকর্মীদের সুরক্ষার দিকেও খেয়াল রাখা হচ্ছে বলে পুরসভা সূত্রের খবর। প্রয়োজনে বিশেষ বর্ম-বস্ত্র পরেই তাঁদের ওই সব এলাকায় কাজে পাঠানো হতে পারে। ৩৮ ও ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে অবশ্য ইতিমধ্যেই ওই পোশাক পরে কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর তুলসী সিংহরায় জানান, যখন তাঁর ওয়ার্ডে কন্টেনমেন্ট জ়োন ছিল, সে সময়ে পুরকর্মীদের সুরক্ষা-পোশাক পরিয়ে কাজ করানো হয়েছিল।

তবে সব ওয়ার্ডে এখনও তা সম্ভব হয়নি বলেই পুরসভা সূত্রের খবর। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে কয়েক জন পুরকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এক পুরকর্তা জানান, সে কথা মাথায় রেখেই কন্টেনমেন্ট জ়োনে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষ সুরক্ষা পোশাক পরিয়েই কাজ করানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

আচমকা থানায় আক্রান্ত, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাতে একটি কাগজ নিয়ে এক ব্যক্তি থানায় ঢুকেই সোজা পৌঁছে গিয়েছিলেন সেরেস্তার পুলিশ অফিসারের কাছে। তাঁর কাছে গিয়েই জানান, তিনি করোনা পজ়িটিভ। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে হবে! মঙ্গলবার বেলার দিকে এ ভাবেই এক করোনা রোগী ঢুকে পড়েছিলেন টালিগঞ্জ থানায়। যার জেরে প্রবল চাঞ্চল্য তৈরি হয় সেখানে। পরে থানার তরফেই ওই রোগীকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, এ দিন বেলা ১২টা-সাড়ে ১২টা নাগাদ আচমকা ওই করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি থানায় ঢুকে পড়ায় পুলিশকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। অনেকেই ভয়ে থানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে যান বলে খবর। তবে সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে থানার বাইরে একটি গাছের তলায় বসিয়ে এম আর বাঙুরে ফোন করেন আধিকারিকেরা। যোগাযোগ করা হয় স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গেও। পরে অ্যাম্বুল্যান্স এসে ওই ব্যক্তিকে থানা থেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ দিকে সেরেস্তার যে পুলিশকর্মীরা ওই ব্যক্তির কাছাকাছি এসেছিলেন তাঁদের গৃহ-পর্যবেক্ষণে পাঠানো হয়েছে। জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে থানাও।

হাসপাতালে তরুণী

বিধাননগর পুরসভার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে এক তরুণী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তরুণীর পরিবারের সদস্যদের পাঠানো হয়েছে কোয়রান্টিনে। স্থানীয় কাউন্সিলর নির্মল দত্ত জানান, তাঁর ওয়ার্ডে এখনও পর্যন্ত ৩৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে এক জনের। ৩২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। পাশাপাশি ১২ নম্বর ওয়ার্ডেও এক ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

রথের চাকায় বিধির বাঁধন

■ **উৎসব:** করোনার হানার জেরে মানা যায়নি পুরনো অনেক প্রথা। তবু শহর জুড়ে যথাসম্ভব পালন করা হল রথযাত্রা। মাস্ক পরে পাইকপাড়ার নর্দার্ন অ্যাভিনিউয়ে রথ টানছে কচিকাঁচারা (১)। পথে নামেনি রথ। কোথাও ভক্তের কোলে, কোথাও আবার গাড়িতে সারা হল এ বারের যাত্রা। শ্যামবাজার (২) এবং দেগঙ্গার বেড়াচাঁপায় (৩)। বাগবাজারের একটি বাড়িতে চলছে ভোগের প্রস্তুতি (৪)। রশিতে টান না-পড়লেও চাহিদা ছিল পাঁপড়-জিলিপির। পাইকপাড়ার একটি দোকানে ক্রেতারা (৫)। মঙ্গলবার। *ছবি: স্বাতী চক্রবর্তী, সজলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুমন বল্লভ*

করোনা-গুজবে কার্যত একঘরে আইনজীবী

সুনন্দ ঘোষ

প্রতিবেশীর করোনা হয়েছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁর পরিবারকে কার্যত ব্রাত্য করে রাখার অপচেষ্টা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। এ বার তেমনই ঘটল শ্রীরামপুরে। হাওড়া আদালতে কর্মরত সত্তরোর্ধ্ব এক আইনজীবীর পরিবারের অভিযোগ, এই গুজবে তাঁদের বাড়ির গলি থেকে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয় পুরসভার সাফাইকর্মীরা। এমনকি তাঁদের বাড়িতে যে দু'জন পরিচারিকা রান্না এবং অন্য কাজে আসতেন, তাঁরাও আর কাজে আসতে চাইছেন না।

দিলীপ দাস নামে ওই আইনজীবীর ছেলে শৌনকের অভিযোগ, বাজারে-ব্যাঙ্কে সর্বত্র তাঁকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আত্মীয়-বন্ধুরা ফোন করে খোঁজ নিতে শুরু করেছেন। পুরসভার এক প্রতিনিধিও সোমবার পিপিই পরে এসে খবর নিয়ে গিয়েছেন দিলীপবাবুর।

শৌনক জানিয়েছেন, বাড়িতে তাঁরা তিন সদস্য— তিনি, তাঁর স্ত্রী ও বাবা। মা মারা গিয়েছেন। ওই দম্পতি কাজ করেন বেসরকারি সংস্থায়। ঘটনা পরম্পরায় বাধ্য হয়ে সোমবার শ্রীরামপুর পুরসভায় ইমেল করে অভিযোগ জানিয়েছেন শৌনক। জানিয়েছেন, তাঁর বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ নেই। সুস্থ রয়েছেন তিনি ও তাঁর স্ত্রীও। শৌনক বলেন, "বাবা হাওড়া আদালতে নিয়মিত ওকালতি করেন। একদম সুস্থ। শ্রীরামপুর এলাকায় তাঁর পরিচিতিও রয়েছে।"

ওই যুবকের অভিযোগ, কয়েক দিন আগে তাঁদের বাড়ির কাছে দুই পরিবারের কয়েক জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হন। তাঁদের কেউ কেউ কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হন। তার পরেই কেউ বা কারা রটিয়ে দেন, ওই এলাকার এক বিশিষ্ট আইনজীবী করোনায় আক্রান্ত। শৌনক জানান, তাঁদের এলাকায় দুই প্রবীণ আইনজীবীর মধ্যে এক জন আগেই মারা গিয়েছেন। ফলে সবার নজর এসে পড়ে তাঁর বাবার উপরে।

সেই রটনাই সম্প্রতি আরও বড় আকার নেয়। ব্যক্তিগত কাজে দিলীপবাবু এক দিন গাড়িতে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেটা প্রতিবেশীদের নজর এড়ায়নি। শৌনক জানান, তার পর থেকেই তাঁর কাছে ঘন ঘন ফোন আসতে শুরু করেছে। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'উনি কি কোভিড পরীক্ষা করাতে কলকাতায় গিয়েছিলেন? রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে?' তাঁর অভিযোগ, প্রতিবেশীরা ধরেই নিয়েছেন যে তাঁর বাবার করোনা হয়েছে এবং সে দিন বাবা পরীক্ষা করাতে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সম্প্রতি এক শুভানুধ্যায়ী শৌনককে ফোন করে এ-ও জানতে চান, তাঁর বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কি না।

পুরো ঘটনায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন ওই যুবক। জানিয়েছেন, এই গুজবের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান অমিয় মুখোপাধ্যায় বিষয়টি শুনে বলেন, "মঙ্গলবার আমাদের ছুটি। বুধবার ঘটনাটি খতিয়ে দেখব।"

শ্রমিকদের রাখা হবে কোথায়, চিন্তায় পুরসভা

কৌশিক ঘোষ

লকডাউনের সময়ে শ্রমিকেরা না থাকায় বন্ধ রাখতে হয়েছিল কলকাতা পুরসভার বস্তি দফতরের অনেক কাজ। বর্তমানে লকডাউনের নিয়ম শিথিল হওয়ায় অল্প সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে সেই কাজ ফের শুরু করার পরিকল্পনা করেছেন পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু স্বাস্থ্য-বিধি মেনে ওই শ্রমিকদের কোথায় রাখা হবে, তা-ই এখন মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরসভার।

পুরসভার বস্তি দফতর সূত্রের খবর, শহরে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি বস্তি রয়েছে। ওই সব এলাকার উন্নয়নের জন্য গত আর্থিক বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, সেই অর্থের প্রায় ৮০ শতাংশ দিয়ে বস্তি উন্নয়নের কাজ হওয়ার পরে গত মার্চে লকডাউনের ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকদের অনেকেই যে যাঁর বাড়ি ফিরে যান। তবে বর্তমানে অল্প সংখ্যক শ্রমিক দিয়েই বস্তি এলাকার সেই সব কাজ শুরু করার কথা ভাবা হচ্ছে। আর তাই রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে ওই সব শ্রমিকের থাকার জন্য ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের জায়গা খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছে বস্তি দফতর। পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য তথা বস্তি দফতরের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, "বস্তি দফতরের থেমে থাকা যাবতীয় কাজ যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, তার জন্য ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের জায়গা খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছি। আপাতত যে ক'জন শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা যাতে স্বাস্থ্য-বিধি মেনে শহরে কোথাও থাকতে পারেন, সেই ব্যাপারটি দেখা হবে।" স্বপনবাবু জানাচ্ছেন, বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে সমস্ত কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে, সেখানেই আপাতত শ্রমিকদের রাখার কথা ভাবা হচ্ছে। সেই সঙ্গে কোনও ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেলে সেখানেও শ্রমিকদের রাখা হতে পারে। গত সপ্তাহে পুরসভায় বস্তি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুরসভা সূত্রের খবর, বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের বাকি কাজ শেষ করতে যে পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন, তা এখনও পাওয়া যায়নি। তবু অল্প শ্রমিক দিয়েই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাইছে পুরসভা। বিভিন্ন ওয়ার্ড ও পুর এলাকায় ওই কাজ দ্রুত শেষ করার আর্জি জানিয়েছেন ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরেরা। বস্তির শৌচালয়, রাস্তা, আলো থেকে শুরু করে ফুটপাতে পেভার ব্লক বসানো সংক্রান্ত সব কাজই সংশ্লিষ্ট দফতরের আওতায় পড়ে।

কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত বলেন, "আমার ওয়ার্ডে কিছু বস্তিতে রাস্তার পেভার ব্লকের কাজ বাকি। সেগুলি দ্রুত করার জন্য বস্তি দফতরকে জানিয়েছি।" কলকাতা পুরসভার ১ নম্বর বরো কোঅর্ডিনেটর তরুণ সাহা বলেন, "শ্রমিকের অভাবে বস্তি দফতরের অনেক কাজ এখনও বাকি। শ্রমিকদের রাখার জন্য ইতিমধ্যেই এলাকার ফাঁকা নৈশাবাস ঠিক করে রেখেছি।"

সংক্রমণহীন এলাকার শ্রমিকদের আনছে ইস্ট-ওয়েস্ট

ফিরোজ ইসলাম

সংক্রমণের আশঙ্কায় করোনামুক্ত পরিবেশ তৈরি করে নির্মাণের কাজ চালাতে চায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। এ জন্য নির্মাণস্থল সংক্রমণমুক্ত রাখতে একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে ঠিকাদার সংস্থাগুলি। সংক্রমণমুক্ত অঞ্চল থেকে শ্রমিকদের এনে কোয়রান্টিনে রেখে তাঁদের নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। যাতে শ্রমিকেরা নির্ভয়ে কাজ করতে পারেন। নির্মাণস্থল সংক্রমণমুক্ত রাখতে পারলে আগের গতির প্রায় কাছাকাছি গতিতেই কাজ চালানো যাবে বলে মনে করছেন নির্মাণ সংস্থার আধিকারিকেরা।

লকডাউন শিথিল হওয়ার পরে সম্প্রতি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ আবার শুরু হয়েছে। এসপ্লানেড থেকে শিয়ালদহের মধ্যে সুড়ঙ্গ নির্মাণ ছাড়াও হাওড়া ময়দান, হাওড়া স্টেশন, বি বা দী বাগ এবং এসপ্লানেডে ভূগর্ভস্থ স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। লকডাউনের পরে ওই সব নির্মাণস্থল থেকে অধিকাংশ শ্রমিক বাড়ি ফিরে যান। তবে, সেই সময়ে যে সংখ্যায় শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন, তা এখন কিছুটা কমে এসেছে। করোনার পরিস্থিতিতে নতুন করে কাজ শুরু করতে গিয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং নির্মাণ সংস্থাগুলিকে একাধিক বিষয়ে সতর্কতা নিতে হয়েছে। করোনা রুখতে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলার বদলে সংক্রমণ নেই বা সংক্রমণ খুব সামান্য, এমন অঞ্চল থেকে শ্রমিকদের আনার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য রাখতে হচ্ছে। সেই নথি দেখে, এলাকাভিত্তিক সংক্রমণের পরিস্থিতি বিচার করে শ্রমিকদের ফেরানো হচ্ছে।

মেট্রো সূত্রের খবর, কর্মস্থলে ফেরার পরে উপসর্গ পরীক্ষা করে শ্রমিকদের ১৪ দিন কোয়রান্টিনে রাখা হচ্ছে। তার পরে আর টি পি সি আর পরীক্ষা করে সংক্রমণ না থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। এ ভাবে বাছাই করা শ্রমিকদের সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হচ্ছে। তাঁদের থাকা-খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে কোনও ভাবেই তাঁদের মধ্যে সংক্রমণ না ছড়ায়। তাঁদের খাবারের জন্য আনাজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বাইরের জিনিস কেনাকাটা করার কাজ করছেন, তাঁদের কর্মী এবং আধিকারিকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইরের কেউ দেখা করতে এলে তাঁর সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য রাখছেন কর্তৃপক্ষ। যাবতীয় সতর্কতা মানতে হচ্ছে কর্তব্যরত আধিকারিকদেরও। দূরত্ব বিধি মেনে অন্যান্য যাবতীয় সতর্কতা নিয়ে তবেই দেখা করার অনুমতি মিলছে।

কাজের জায়গায় নিয়মিত হাত ধোয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্যানিটাইজ় করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নির্মাণস্থল সম্পূর্ণ সংক্রমণমুক্ত রাখতে পারার একাধিক সুবিধা রয়েছে বলে মনে করছেন ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ওই পরিস্থিতিতে নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে নির্মাণের জটিল কাজ চালানোর ক্ষেত্রে কর্মী এবং আধিকারিকেরা অনেকটা চাপমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারবেন বলে মত মেট্রোকর্তাদের। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সংক্রমণ ঠেকাতে পারলে কাজের স্বাভাবিক গতি অর্জন করা ছাড়াও আচমকা সংক্রমণের জেরে কাজ বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়ানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

■ **পুনরায়:** ফের শুরু হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ। মঙ্গলবার, বি বা দী বাগে। *নিজস্ব চিত্র*

দমদম পার্কে হামলায় জামিন নামঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা

লেক টাউন থানা এলাকার দমদম পার্কে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই কর্মীকে বোমা ও গুলি ছুড়ে জখম করার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত রাজেশ নায়েক এবং তার দুই সঙ্গী, রঞ্জন ঢাল ও চন্দন শেট্টির জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ওই আবেদন খারিজ করেছে।

হাইকোর্টের সরকারি কৌঁসুলি শাশ্বতগোপাল মুখোপাধ্যায় জানান, গত ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দমদম পার্কের একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন বিশ্বজিৎ প্রসাদ, অমিত শিকদার এবং অভিজিৎ ভৌমিক নাম তিন যুবক। সাড়ে ৭টা নাগাদ আচমকাই তাঁদের লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় অমিত ও অভিজিৎ আহত হন। এর ছ'দিন পরে, ২৬ ডিসেম্বর লেক টাউন থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়।

এ দিন মামলার শুনানিতে অভিযুক্তদের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণই মেলেনি। সরকারি আইনজীবী পাল্টা জানান, রাজেশ ওই ঘটনার প্রধান চক্রান্তকারী। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন ধৃতদের ওড়িশার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। রাজেশের বিরুদ্ধে লেক টাউন থানা এলাকায় এক প্রোমোটারকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে। তা ছাড়া, একাধিক প্রোমোটারের কাছ থেকে রাজেশ ও তার সঙ্গীরা তোলা আদায় করত। দমদম পার্কের ঘটনায় যাঁদের লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি ছোড়া হয়, তাঁরা রাজেশ ও তার সঙ্গীদের তোলা দিতে বারণ করেছিলেন। সেই রাগেই তাঁদের খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল।

ফি মকুবের দাবিতে বিক্ষোভে সাঁতরাগাছি

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্কুল বন্ধ, তাই নেওয়া যাবে না ফি। এই দাবিতে এ বার হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার হাতে সরব হলেন অভিভাবকেরা। মঙ্গলবার সকালে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সামনে এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

অভিভাবকদের বক্তব্য, লকডাউনের জেরে প্রায় তিন মাস বন্ধ রয়েছে স্কুল। অনেক অভিভাবকের হাতে এখন কাজ নেই। এই অবস্থায় স্কুলের ফি তাঁদের উপরে অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই তিন মাসের ফি মকুবের দাবি তোলেন তাঁরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, স্কুল থেকে অভিভাবকদের জানানো হয়েছিল, এ দিন সকালে পড়ুয়াদের পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁরা স্কুলে এসে জানতে পারেন, রেজাল্ট দেওয়া হবে না। এর পরেই অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ওই স্কুলের অভিভাবক ফোরামের সভাপতি সুকান্ত পোদ্দার বলেন, "যত দিন স্কুল বন্ধ ছিল, তত দিনের ফি নেওয়া যাবে না। কারণ অনেক অভিভাবকই লকডাউনে কাজ করতে পারেননি। তাই তাঁরা ছেলেমেয়েদের স্কুলের ফি দিতে পারবেন না।"

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, প্রয়োজনে স্কুলের প্রায় দু'হাজার পড়ুয়ার অভিভাবকেরা ভাগ করে শিক্ষকদের বেতনের টাকা দিয়ে দেবেন। কিন্তু স্কুলের মাসিক দু'হাজার টাকা ফি তাঁরা দিতে পারবেন না। যদিও অভিভাবকদের এই দাবির প্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষের থেকে এ দিন কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দোকানে ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে দোকানে ঢুকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল। মধ্যমগ্রাম থানা এলাকার সুভাষপল্লির ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে তিন দুষ্কৃতী ওই এলাকার একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। সেই সময়ে দোকানে থাকা শঙ্কর সাহা নামে এক কেব্‌ল অপারেটরকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সোনার চেন, আংটি, কয়েক হাজার টাকা এবং মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিশুর আকাল, ভিক্ষা করতে চাহিদা বাড়ছে কমবয়সিদের

■ **বিবর্ণ:** এ ভাবেই ওদের ভিক্ষার ব্যবসায় ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার, পার্ক স্ট্রিটে। *নিজস্ব চিত্র*

নীলোৎপল বিশ্বাস

রাস্তায় শিশু কোলে নিয়ে ভিক্ষা করার জন্য দু'তিন বছরের শিশুর চাহিদা ছিল এত দিন। অভিযোগ, ভিক্ষা করার জন্য শিশুকে দিলে মিলত ৫০ টাকা! আর তাকে সারা দিনের জন্য রেখে গেলে মিলত ৫০০ টাকা। কিন্তু পুলিশ ও শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন সূত্রের খবর, শিশুদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করানোর এই ব্যবসাতেও বদল এনেছে লকডাউন। পথে নেমে হাত পাতানোর জন্য এখন বেশি চাহিদা ৮ থেকে ১২ বছরের নাবালক-নাবালিকাদের।

দিন কয়েক আগে কালীঘাট থানার একটি পকসো মামলার সূত্রে সামনে আসে শহরের ভিক্ষা-ব্যবসার এই চেহারা। সেখানে দুই নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে দুই নাবালক-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে। নিগৃহীতা এক নাবালিকার মা জানিয়েছিলেন, কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক 'মাসি'র কাছে মেয়েকে রেখে তিনি পরিচারিকার কাজে যেতেন। সেই সুযোগে তাঁর মেয়েকে শিশু কোলে নিয়ে ভিক্ষা করানো হত। তার আয়ের থেকে ১৫০ টাকা দেওয়া হত তার মাকে। শিশুটি কে, তা কেউ জানতে চাইলে কিশোরী বলত— "আমার বোন। মা ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

ওই মামলার এক তদন্তকারী অফিসার জানালেন, ওই নাবালিকা সম্প্রতি থানায় এসে জানিয়েছে, ট্রেন বন্ধের কারণে শিশু ভাড়া দেওয়ার লোক ঢুকতে পারছে না শহরে। তাই এখন সে পথে নেমে ভিক্ষা করছে একাই!

একাধিক পাচার সংক্রান্ত মামলার সঙ্গে যুক্ত, লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের এক পুলিশ আধিকারিক জানাচ্ছেন, শিশু ভাড়া দিতে এত দিন ভোরের ট্রেনে শহরে আসতেন অনেকে। ভিক্ষা ব্যবসা চালায় যারা, তারাই ঠিক করত, কোন বাচ্চা কার সঙ্গে কোথায় যাবে। ওই পুলিশ আধিকারিকের কথায়, "পার্ক স্ট্রিট বা মধ্য কলকাতার রাস্তায় এই ধরনের শিশু কোলে নিয়ে মেয়েদের পাঠানো হত বেশি। এখন নাবালক-নাবালিকাদের বেশি কাজে লাগানো হচ্ছে।"

রাজ্যের শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, "এমন যে হতে চলেছে, তা লকডাউন শুরু হওয়ার আগেই পুলিশকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম।" সুন্দরবনের গোসাবায় ত্রাণের পাশাপাশি শিশুদের জন্য বই দেওয়ার উদ্যোগের কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমপানে ওদের বই জলে ভিজে গিয়েছে। বিকল্প কিছু না দিতে পারলে এমন ঘটনা আটকানো কঠিন। বাচ্চাদের এই ধরনের কাজে জড়িয়ে যাওয়ার আরও একটি বড় কারণ হল, মাসের পর মাস স্কুল বন্ধ থাকা।"

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সর্বশেষ রিপোর্টও। তাতে বলা হয়েছে, দেশের মধ্যে ভিখারির সংখ্যার নিরিখে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৮-২০১৯ সালে দেশে ভিখারির সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৭০ জন। সেখানে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ভিখারির সংখ্যা ৮১,২২৪ জন। এর পরেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৬৫,৮৩৫ জন) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ (৩০,২১৮ জন)। অনেকেই মনে করছেন, লকডাউনের পরে আর্থিক অনটনের কারণে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সূত্রের খবর, প্রতি মাসে এ দেশে প্রায় ৪০ হাজার শিশু অপহৃত হয়। দেশে প্রায় তিন লক্ষ শিশু প্রতিদিন হয় নেশার কবলে পড়ে, আর না-হলে ভিক্ষা ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়।

রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, "নতুন করে কেউ ভিক্ষা করতে নামছেন বলে মনে হয় না। তবে বাচ্চাদের জড়ানো হচ্ছে কি না, সে দিকে নজর রাখা হচ্ছে।"

তা সত্ত্বেও সরকারি রিপোর্টে কেন প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের নাম? মন্ত্রী বলেন, "আমরা তো করছিই, পুলিশেরও বিষয়টা দেখার কথা।" লালবাজারের কেউ এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে না চাইলেও যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই শহরের বেশ কিছু মোড়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাইবার হানা নিয়ে ফেসবুকে প্রচার হাওড়া পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিনা খরচে কোভিড পরীক্ষার টোপ দিয়ে আসতে পারে ইমেল অথবা এসএমএস। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই বার্তা দিয়ে অথবা প্রতারণামূলক এমন ইমেল বা এসএমএসের মাধ্যমেই এ দেশে সাইবার হানার ছক কষছে চিনা হ্যাকারেরা। এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করল হাওড়া সিটি পুলিশ।

লকডাউনে এমনিতেই হাওড়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় বেড়ে গিয়েছে অনলাইনে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মতো সাইবার অপরাধের ঘটনা। অজানা কাউকে ব্যক্তিগত এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য কোনও ভাবে না দেওয়ার আবেদন জানানো সত্ত্বেও বারবার এই ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন বহু মানুষ। এর মধ্যে সম্প্রতি লাদাখে ভারত-চিন উত্তপ্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চিনের দিক থেকে সাইবার আক্রমণ হতে পারে বলে দেশ জুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সেই কারণে পুলিশ এখন থেকেই হাওড়াবাসীকে সতর্ক করতে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন হাওড়ার সাইবার অপরাধ দফতরের এক কর্তা। তিনি বলেন, "হাওড়া সিটি পুলিশের ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে নানাবিধ সাবধানতা অবলম্বন করতে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, অচেনা কারও পাঠানো কোনও ইমেলের 'অ্যাটাচমেন্ট'-এ লুকিয়ে থাকতে পারে বিপদ। তাই এই ধরনের 'ফাইল' খোলার আগে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।"

পুলিশ জানিয়েছে, অপরিচিত কোনও জায়গা থেকে আসা ইমেল, এসএমএস বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা কোনও বার্তার সঙ্গে থাকা ফাইল বা লিঙ্ক না-খোলাই ভাল। ইমেল বা এসএমএসের প্রেরক পরিচিত হলেও 'অ্যাটাচমেন্ট' খোলার ক্ষেত্রে অতি সতর্ক থাকতে হবে সকলকে। অপরিচিত কোনও ওয়েবসাইটে যাতে কেউ ব্যক্তিগত ও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য না দেন, সেই আবেদনও করা হয়েছে হাওড়া পুলিশের ওই ফেসবুক পোস্টে।

পুলিশ জানায়, বিনা খরচে কোভিড পরীক্ষা, ক্যাশব্যাক, পুরস্কার জেতা-সহ নানা ধরনের প্রলোভন এসএমএস এবং ইমেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারে হ্যাকারেরা। প্রতারণার উদ্দেশ্যেই ncov2019@gov.in —এই ঠিকানা থেকে সাধারণ মানুষকে ইমেল করা হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশের এক কর্তা বলেন, "বর্তমানে সারা দেশেই সাইবার আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই আগাম প্রচার করা হচ্ছে। আমরা চাইছি এ নিয়ে মানুষ আতঙ্কিত না হয়ে বরং সতর্ক হোন।"

■ **পথ চেয়ে:** অন্যান্য বছর রথযাত্রার দিন সকাল থেকেই কুমোরটুলিতে শুরু হয়ে যায় দুর্গা প্রতিমার বায়না আসার পালা। এ বার করোনা সংক্রমণে অনিশ্চিত সেই উৎসব। ফলে বরাত পাওয়ার প্রতীক্ষায় ফাঁকা কুমোরটুলি। মঙ্গলবার। *ছবি: সুমন বল্লভ*

বৃক্ষরোপণে বাসিন্দাদের শামিল করার ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঘূর্ণিঝড় আমপানের দাপটে শহরে উপড়ে গিয়েছিল প্রায় ১৫০০০ গাছ। এই বিপুল ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কলকাতা পুরসভা। উপড়ে যাওয়া কিছু গাছ ফের বসানোর পাশাপাশি দু'-তিন বছর বয়সি গাছ লাগানোরও পরিকল্পনা হয়েছে। চলতি বর্ষায় চারা রোপণ করে এ বার এলাকার বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা।

এ কাজে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলে তাঁরা গাছ বাঁচাতে বেশি তৎপর হবেন বলে পুর আধিকারিকদের ধারণা। কলকাতা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য তথা পুরসভার উদ্যান বিভাগের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, "গাছের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতেই বাসিন্দাদের বৃক্ষরোপণের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। শুধু তা-ই নয়, গাছের উপকারিতাও বোঝানো হবে তাঁদের।" পুরসভা সূত্রের খবর, বছর ছয়েক আগেও গাছ বাঁচাতে বাসিন্দাদের নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোনও কিশোর-কিশোরীকে দিয়ে তার বাড়ির সামনেই গাছ বসানোর কথা বলা হবে। তাদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাছেরও বৃদ্ধি হবে। তাতে গাছটির সঙ্গে ওই ছেলে-মেয়েদের মানসিক বন্ধন গড়ে উঠবে। গাছের দেখভালও ঠিকঠাক হবে। কিন্তু প্রচারের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে দেবাশিসবাবু জানান।

পুরসভা সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের নিয়মানুযায়ী, সহজে ভেঙে পড়ে এমন গাছ নতুন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে লাগানো হবে না। গাছ রোপণ করার সময়ে নিয়ম মেনেই ১০ ফুট অন্তর তা লাগাতে হবে। গাছগুলি সহজে যাতে পড়ে না যায়, সে জন্য কাণ্ডটি মাটির অন্তত দু'ফুট ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে। যেখানে গাছ বসানো হবে, সেখানকার মাটির ঘনত্ব যেন বেশি থাকে, তা-ও খেয়াল রাখা হবে।

করোনা-আতঙ্কে অমিল অ্যাম্বুল্যান্স, ভোগান্তি চরমে

মেহবুব কাদের চৌধুরী

হাতিবাগানের বাসিন্দা, বছর পঞ্চাশের রমেন মণ্ডল কিডনির সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন। সম্প্রতি এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্সের অনেক খোঁজ করেও পাননি। শেষমেশ এক পরিচিতের গাড়িতে করে তিনি ই এম বাইপাসের একটি হাসপাতালে পৌঁছন। একই রকম হয়রানি হয়েছিল যাদবপুরের বাসিন্দা, হৃদ্‌রোগী বনানী বিশ্বাসের। সম্প্রতিআগে পাড়ার ক্লাব থেকে অ্যাম্বুল্যান্স পাননি। এক প্রতিবেশীর গাড়িতে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

একে করোনা সংক্রমণের আতঙ্ক, তার সঙ্গে প্রায় তিন মাস ধরে চলা লকডাউন আবহে কলকাতায় অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়াটা কার্যত হাতে চাঁদ পাওয়ার সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর, পুরসভার নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে ১২টি। শহরে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা ৫০০-র বেশি। করোনা সংক্রমণ শুরু হতেই অ্যাম্বুল্যান্সের চাহিদা বাড়তে থাকে। অভিযোগ, মার্চ থেকে বেশির ভাগ পাড়ার ক্লাবের অ্যাম্বুল্যান্স মেলা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে, সরকারি সাহায্যে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্লাবই তৃতীয় সংস্থাকে দিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছে।

কলকাতা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষের অভিযোগ, "করোনা রোগীর নাম শুনলেই ক্লাবের অ্যাম্বুল্যান্স যেতে চাইছে না। অন্য রোগীদেরও নিয়ে যেতে চাইছেন না বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের চালকেরা। অজস্র অভিযোগ আসছে। সরকার নানা সময়ে ক্লাবগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেয়। বিপদের সময়ে মানুষের পাশে না দাঁড়ালে আমরা ওই সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্সের লাইসেন্স বাতিল করতে বাধ্য হব।"

কুমোরটুলির একটি ক্লাবের অধীনে দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স ও একটি শববাহী গাড়ি রয়েছে। ওই ক্লাবের সদস্য তথা গাড়িচালক নিতাইচন্দ্র দে-র অভিযোগ, "বেশির ভাগ ক্লাব সরকারি সাহায্যে অ্যাম্বুল্যান্স পেলেও অন্য কাউকে ভাড়া দিচ্ছে। তাই বিপদের সময়ে ক্লাবগুলি থেকে অ্যাম্বুল্যান্স পাচ্ছেন না মানুষ।" উত্তর কলকাতার খন্না এলাকার একটি ক্লাব থেকে দু'বছর ধরে অ্যাম্বুল্যান্স লিজ নিয়ে চালাচ্ছেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক বাসিন্দা। তাঁর কথায়, "এখন অ্যাম্বুল্যান্স চালাচ্ছি না। ক্লাবের তরফে কয়েক মাসের বকেয়া মেটাতে চাপ দেওয়া হচ্ছে।" ক্লাবের ফোন নম্বর চাইতে গেলে ওই ব্যক্তি বলেন, "ক্লাব থেকে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে চালাচ্ছি, এটা গোপন বিষয়। ক্লাবের নাম সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হলেই ওরা অ্যাম্বুল্যান্স কেড়ে নেবে।"

উত্তর কলকাতার নিমতলার একটি ক্লাবের সদস্য দেবাশিস মোহান্তি বলেন, "১০টি অ্যাম্বুল্যান্স ও আটটি শববাহী গাড়ি রয়েছে আমাদের। সরকারি সাহায্য পাই না। চালকেরা আসছেন না। ফলে আমাদের সব অ্যাম্বুল্যান্স চলছেও না।" তিনি আরও বলেন, "করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরে অ্যাম্বুল্যান্স চালক এবং খালাসির পিপিই পরা বাধ্যতামূলক। কিন্তু পিপিই কিনতে গেলে পুরোটাই নিজেদের পকেট থেকে দিতে হবে। চালকেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।"

বিরাটির একটি ক্লাবের দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। এক সদস্য মানিক দাসের কথায়, "জ্বর, সর্দি-কাশির রোগী শুনলেই না বলে দিই। অন্য রোগের কথা বললেও খুব চেনাজানা থাকলে, সব জেনে নিয়ে তবে রাজি হই।" করোনার উপসর্গ থাকা এক রোগীর মৃত্যুর পরে গত ২৩ এপ্রিল উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে জীবনকৃষ্ণ দে নামে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালককে ব্রাত্য করেছিলেন স্থানীয়েরা। সম্প্রতি মেদিনীপুরের ঘাটালে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই সমস্ত খবরে এ শহরের চালকেরাও আতঙ্কিত হয়ে কাজে আসতে চাইছেন না বলে একাংশের অভিমত।

উত্তর কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার ডি আশিস বলেন, "পুরসভার তরফে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের চালকদের জন্য পিপিই-র জন্য ব্যবস্থা করলে ওঁদের নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত হয়।" এ প্রসঙ্গে অতীন ঘোষ বলেন, "বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের চালকেরা পুরসভার কাছে পিপিই-জন্য আবেদন করলে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।"

■ **মৎস্য-পুরাণ:** আসেনি ইলিশ। এ বার ক্রেতা টানতে তাই ভরসা গত বছরের রুপোলি শস্য। গড়িয়াহাট বাজারে। *ছবি: দেশকল্যাণ চৌধুরী*

সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য টেন্ডার নোটিস

টেন্ডার নং ৭০৬-এইআই-একেটি-এনআইএ
তারিখ: ১৯.০৬.২০২০

কাজ: এস.ই.সি. রেলওয়ের বিলাসপুর-কাঁকসুড়া সেকশনে নর্থ লাইনের কাজ সম্পর্কে অকলতারা ও নৈলা সেশনের নতুন ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সংস্থাপন/ টেস্টিং/ চালু করা এবং মিনিমিজিং মনিটর কাজ, মেইন্ট রিমডেলিং কাজের সুবিধার্থে নির্মিত ইয়ার্ড (রুম টু রুম সিগন্যাল) এসএন্ডটি কেবেল ডিয়ারেঞ্জ। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ১৫,৪৭,০০,৭৮৬/- (পনেরো কোটি সাতাশি লক্ষ সাতশত ছিয়াশি টাকা), বায়না জমা: ₹ ৯,২৫,৫০০/- (নয় লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত টাকা)। টেন্ডার বন্ধ: ১৪.০৭.২০২০ বেলা ৩.৩০টা পর্যন্ত।

আরও বিবরণ/ উপযুক্ততার শর্ত ও উপরোক্ত কাজের সম্পূর্ণ বিবরণের নিমিত্ত যোগাযোগ করুন এইখানে অফিস – সিএসটিই (কন.) এস.ই.সি. রেলওয়ে, বিলাসপুর অথবা টেন্ডার কাগজপত্র দেখা/ ডাউনলোড করার জন্য পাওয়া যাইবে তাদের এই ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in

ডেঃ চিফ সিগ. অ্যান্ড টেলি. ইঞ্জি./কন.
এস.ই.সি. রেলওয়ে, বিলাসপুর

CPR/10/138

South East Central Railway @secrail

LOST & FOUND

SOONGACHI TEA INDUSTRIES (P) LTD.
17, Ganesh Chandra Avenue,
Kolkata-700013
Ph : 98310 00912
Email: sng17gc@gmail.com

NOTICE is hereby given that the Original Lease Deed No.980 of 2007 pertaining to Nakhati Tea Estate, Mouza Nakhati Cha Bagan, J.L.No.03, Khatian no.02, Police Station Matelli, District Jalpaiguri of SOONGACHI TEA INDUSTRIES (P) LTD. had been deposited with Punjab National Bank as security for the financial assistance availed by the Company. The said lease deed was misplaced from the custody of Punjab National Bank, as mentioned by them in the F.I.R/G.D. no.1341 dated 17.03.2020 lodged with The Officer-in-Charge, Hare Street Police Station, Kolkata. The loan has been taken over by State Bank of India, SME Exim Branch, Kolkata.

Any person/having knowledge of the aforesaid lease deed and or its whereabouts are hereby requested to intimate the State Bank of India SME Exim Branch, 1, Strand Road, Kolkata-700001 forthwith for taking necessary action.

In the event no information is received within 14 days from date hereof, Original Lease Deed No. 980 shall be treated as irrecoverably lost.

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
ডা. হিরণ্ময় সাহার
নিবেদন

লকডাউনের কারনে বন্ধ থাকা আমার চেম্বারগুলোতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের রোগীরা অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। সকলের সুবিধার্থে এখন থেকে আমার বারাসাত, নবপল্লীর ক্লিনিক প্রতিদিন খোলা থাকবে। তবে অন্য সব চেম্বার পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
এই দুর্যোগ কেটে যাবে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকুন।
বিস্তারিত জানতে নিচের নম্বরে ফোন করুন।
9830388888, 9831689823, 9831845034, 9831907000

নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ

টেন্ডার নোটিস তাং ১৬.০৬.২০২০

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেঃ চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কশপ/ঝাঁসি কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) মারফত "ওপেন টেন্ডার" আহ্বান করা হইতেছে:

ই-টেন্ডার নং	কাজের বিবরণ	আনুঃ ব্যয়
ডিওয়ইসিই-জেএইচএসডব্লু-২৬	জেএইচএস (ওয়ার্কশপ): ওয়াগন রিপেয়ার ওয়ার্কশপ ঝাঁসি-তে শেড এ এবং ডিয়্যার শপ-তে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লোরিং-এর অবশিষ্ট কাজ।	₹ ১৩৭২৫৮১০.০৬ (জিএসটি সহ)

বায়না জমা: ₹ ২১৮৬০০/-, টেন্ডার ফর্মের মূল্য: ₹ ৫০০০/-, টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ১৪.০৭.২০২০ বেলা ৩.০০টা। টেন্ডারপত্র ইস্যু হইতে শেষ করার মেয়াদ/তারিখ: ০৯ মাস।

ই-টেন্ডার অনলাইনে দাখিল করা যাইবে ১৪.০৭.২০২০ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত। পূর্ণ বিবরণ ও ডাক দাখিলের জন্য দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in 673/20 (S)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

NATIONAL INSTITUTE OF BIOMEDICAL GENOMICS
(An Autonomous Institution of the Govt. of India, Dept. of Biotechnology)
P.O. : N. S. S. Kalyani 741251, West Bengal, INDIA

RECRUITMENT NOTIFICATION

Advertisement No. NIBMG/Admn/Estd/Rectt/2020-2021/061 Date : 23.06.2020

Applications are invited from suitable candidates for the following positions :

Post ID	Post	No.(s) of Vacancies	Category
2001	Associate Director	Two (02)	UR
2002	Assistant Professor	Two (02)	OBC (01), SC (01)
2003	NIBMG Fellow (Contractual)	Two (02)	UR

Interested and eligible candidates may please visit the Institute website www.nibmg.ac.in for details. The last date for receipt of application at NIBMG is **45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News and **60 days** for the candidates residing abroad, Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands, States/Union Territories in the North-Eastern Region, Ladakh Region of J&K, Sikkim, Sub-division Chamba and Lahaul and Spiti districts of Himachal Pradesh.

Manager (Administration)

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দ প্লাস

XXCE কলকাতা বুধবার ২৪ জুন ২০২০

আরও...

কৃষিকাজে মন

■ গত মাসেই নিজের হোমটাউন বুঢানায় ফিরে গিয়েছিলেন নওয়াজ়উদ্দিন সিদ্দিকি। ছবির জগতে আসার আগে চাষের কাজও করেছিলেন। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন অভিনেতা। দেখা যাচ্ছে, মাথায় কাপড় বেঁধে তিনি গ্রামের খেতের একপাশে হাত-পা ধুচ্ছেন। তার পর সন্ধে নামার মুখে লাঙল কাঁধে নিয়ে ফিরছেন।

জনির কণ্ঠ

■ নতুন অ্যানিমেটেড সিরিজ় 'পাফিনস'-এর মুখ্য চরিত্রে শোনা যাবে জনি ডেপের কণ্ঠস্বর। একঝাঁক পাখিকে ঘিরে এই নতুন সিরিজ়ের কাহিনি, রয়েছে এক সিন্ধুঘোটকও। মুখ্য চরিত্র জনি পাফের জন্য ডাবিং করবেন অভিনেতা। সিরিজ়ের নির্মাণ নিয়েও তিনি বেশ কিছু ইনপুট দিয়েছেন। লিঙ্গসাম্য, বর্ণসাম্য ও পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা থাকবে এই নতুন অ্যানিমেটেড সিরিজ়ে। ২৫০টি পর্বে দেখানো হবে পুরো সিরিজ়টি, প্রতিটি পর্ব পাঁচ মিনিটের।

'স্তব্ধতা আমাকে গ্রাস করেছিল'

মানসিক অবসাদে ভুগেছেন তিনিও! কিন্তু তা থেকে বেরোতে হবেই। জোর করে নিজেকে সে চক্রব্যূহ থেকে বার করেছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়

আবীর

আড়াই মাস সময়টা খুব কম নয়। লাইট, সাউন্ড, অ্যাকশন ছেড়ে একজন সফল অভিনেতা গৃহবন্দি দশায় কাটালে মানসিক অবসাদ আসাটা কি আদৌ অস্বাভাবিক? করোনা আতঙ্কে নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নিয়েছিলেন অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা সময়ে বুঝলেন লড়াইটা অল্প দিনের জন্য নয়। তাই আনলক পিরিয়ডে নিজেকে এক রকম ঠেলেই ঘর থেকে বার করছেন আবীর। "আতঙ্ক কাটিয়ে একদিন তো কাজে ফিরতেই হবে। নিজেকে ধাক্কা মারলাম, এখনই কাজ শুরু না করলে এ বার কুয়োর মধ্যে পড়ে যাব," ফোনের ও পারে আবীরসুলভ হাসি শোনা গেল। নতুন এনডোর্সমেন্টের ব্যাপারে কথা বলতেই তাঁর বাড়ি থেকে বেরোনো। কয়েকটি ছবির শেষ মুহূর্তের কিছু কাজও বাকি রয়ে গিয়েছে। "ব্রাত্য বসুর 'ডিকশনারি'তে একটা দৃশ্য বাদে, অন্য কোনও ছবির শুটিং বাকি নেই। আর ওই দৃশ্যটা অগস্টের আগে হবে না। 'মায়াকুমারী'র ডাবিংয়ের কাজ বাকি। 'সুইৎজ়ারল্যান্ড'-এর ডাবিং শেষ। 'আগন্তুক' রিলিজের জন্য তৈরি," বললেন অভিনেতা।

তবে এই লকডাউনে কোথায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন আবীর। মানসিক অবসাদেরও শিকার হন। "এক দিকে নতুন কাজের খিদে নিয়ে বসে আছি, অন্য দিকে দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারছি না। ফলে মন ভাল নেই। আবার করোনায় বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। আমপান কেড়েছে মাথা গোঁজার ছাদ। এই অবস্থায় এন্টারটেনমেন্ট অনেক পরের ভাবনা। তাই মানসিক অস্থিরতা এখনও কাটেনি। এত দিন বাড়ির নিরাপদ বলয়ের মধ্যে ছিলাম। এখন অনিশ্চয়তা নিয়েই বাইরে বেরোতে হচ্ছে," বললেন তিনি।

কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই মানসিক চাপ মুক্ত থাকতে নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন তিনি। চেষ্টা করছেন নানা ভাবে পুরনো ছন্দে ফিরতে। তাঁর কথায়, "গল্পের বই ছিল প্রথম দিকের সঙ্গী। তার পর পরিচিতদের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে আড্ডা চলত। কিন্তু একটা সময়ের পর এগুলো ভাল লাগত না। তখন চেষ্টা করেছিলাম, কাজের মাঝে হারিয়ে যাওয়া নিজের কলমটা খুঁজে পেতে। কিন্তু পাইনি। শুধু আঁচড় কেটেই সময় চলে গিয়েছে।"

প্রত্যেকের এই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা সমাজে কি মনোরোগ বাড়িয়ে দেবে, এ রকম একটা ভয়ও কাজ করেছে আবীরের মনে। গত ক'মাসে সমাজ, মানুষের ভাবনা যে ভাবে বদলেছে, তা দেখে বললেন "সন্দেহের বীজ তৈরি হচ্ছে মানুষের মধ্যে। চেনা-পরিচিতদের জন্যও বাড়ির দরজা বন্ধ। শারীরিক দূরত্ব মানতে গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং বজায় রাখতে গিয়ে ভালবাসার মানুষকেও তো দূরে সরিয়ে দিচ্ছি।" তাঁর কথা থেকেই পরিষ্কার, লকডাউন তাঁর মনে কতটা ক্ষত রেখে গিয়েছে... তবে তাঁর এতটা প্রভাবিত হওয়ার পিছনে কি কোনও ব্যক্তিগত সঙ্কট মুহূর্তও ছিল? "হ্যাঁ, পার্সোনাল ক্রাইসিস অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল আমাকে। আমার মেয়ের অসুখের সময়টা খুব কঠিন ছিল। সারা পৃথিবীর স্থবির জীবন দেখে মনে হয়েছিল, পর্দায় যেন সায়েন্স ফিকশন দেখছি। এখান থেকে বেরোনোর রাস্তা এখনও কেউ জানে না। রোজ সন্ধেবেলা আমি ছাদে হাঁটি। লকডাউনে প্লেন উড়তে দেখিনি। রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই। স্তব্ধতা যেন আমাকে গ্রাস করেছিল।"

সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মানতে গিয়ে তো ভালবাসার মানুষকেও দূরে সরিয়ে দিচ্ছি

এই দীর্ঘ সময়ে এমন অনেক মানুষের সঙ্গেই কথা হয়েছে অভিনেতার, যাঁদের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ, কিন্তু সময়ের অভাবে যোগাযোগ করা হয়নি এত দিন। "এই সময় সত্যিকারের কিছু বন্ধু পেয়েছি। অনেকে আবার নিজ উদ্যোগে আমার খোঁজখবর নিয়েছেন। মানসিক বল ফিরে পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকেই," বললেন অভিনেতা। লম্বা সময়টায় মেয়ে কতটা পেল বাবাকে? "মেয়ে আমাকে জোকার ভাবে। সারাক্ষণ নেচে-গেয়ে ওকে খুশি রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু ও যদি ভাবে, বাবা-মাকে এ ভাবে সারাক্ষণ পাবে, তা হলে পরে মুশকিল হবে," সন্তানের জন্যও চিন্তান্বিত আবীর।

চিন্তা রয়েছে নিজের ছবির হলে মুক্তি পাওয়া নিয়েও। টলিউডেরও অনেক প্রযোজক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ছবি বিক্রির চেষ্টা করছেন, যার মধ্যে আবীরের ছবিও রয়েছে। কিন্তু অভিনেতা মনে করেন, সকলে মিলে সিনেমা দেখার মধ্যে যে কমিউনিটি ফিল আছে, সেটা অনেকটা পুজোয় ভিড়ে ঠাকুর দেখার মতোই। "কিছু ছবি হলে দেখার জন্যই তৈরি, এগুলো মোবাইলে মন ভরাতে পারবে না," মত আবীরের। এ সবের মধ্যে সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুও তাঁকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু তা ঘিরে যে জলঘোলা হচ্ছে, তাতে তিনি রীতিমতো বিরক্ত। টলিউডেও স্বজনপোষণ নিয়ে বহু অভিযোগ আসছে... "যে কোনও ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে প্রতিভাই শেষ কথা বলে। বাইরে থেকে কেউ এলে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা যেমন সহজ নয়, তেমনই স্টারের ছেলেমেয়েকেও বাড়তি চাপ নিতে হয়। আর জাজমেন্টাল না হওয়াই ভাল, তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। তাই পিছনে নয়, সামনে তাকালে পথ চলাটা সহজ হয়," মত তাঁর।

জাজমেন্টাল না হওয়াই ভাল। পিছনে নয়, সামনে তাকালে পথ চলাটা সহজ হয়

কঠিন সময় মানুষকে নতুন উপলব্ধি করতে শেখায়। সনাতন জীবনবোধ যেন নতুন করে ফিরে আসে। আবীরের কথাতেও শোনা গেল তারই প্রতিধ্বনি, "জীবনকে কন্ট্রোল করা যায় না। একই সারিতে হলুদ ট্যাক্সি ও বিএমডব্লিউ দাঁড়িয়ে থাকবে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ছাড়া আর সবই বাড়তি আমাদের এই জীবনে।"

ঈপ্সিতা বসু

সোনুর পাশে আদনান-আলিশা

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুর্নীতির ছায়া মিউজ়িকের জগতেও। সরব শিল্পীরা

আদনান

আলিশা

সোনু নিগমের পরে আদনান সামী! বেআব্রু হিন্দি মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রি। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের অকালমৃত্যুর পরে বিনোদন দুনিয়ার বিভিন্ন শাখায় উঠছে পরপর অভিযোগ। স্বজনপোষণ, বিভেদকামী রাজনীতি, নতুন শিল্পীকে কোণঠাসা করার মতো ঘটনায় সামনে আসছে বড় নাম। মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রির বৈষম্য নিয়ে গত ক'দিনে প্রথম সরব হয়েছিলেন সোনু নিগম। মঙ্গলবার সোনুর পথেই হাঁটলেন আদনান সামী ও আলিশা চিনয়।

ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্টে আদনানের বক্তব্য, "নবাগত বা প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, কম্পোজ়ার, প্রোডিউসর—কাউকে রেয়াত করা হয় না। ইন্ডাস্ট্রির স্বঘোষিত 'ভগবান'দের কথামতো না চললেই তুমি আউট।" মিউজ়িক মাফিয়াদের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, "অতীত থেকে কোনও শিক্ষাই কি পাননি? শিল্প ও সৃজনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তৈরি থাকুন বা না থাকুন, পরিবর্তন আসছে।" রিমিক্সের ট্রেন্ডকেও কটাক্ষ করেছেন আদনান।

তাঁর পোস্টেই আলিশা চিনাই নামাঙ্কিত একটি প্রোফাইল থেকে কমেন্ট করা হয়েছে। তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আলিশা, "মিউজ়িক ও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি টক্সিক জায়গা। এখানকার মাফিয়ারা ক্ষমতার জোরে ভয় দেখিয়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কর্মক্ষেত্রে নীতিবোধ মেনে চলা ও পক্ষপাতহীন হওয়ার গুণগুলি এখানে বিরল। শিল্পীদের সম্মান না দিয়ে তাঁদের কনট্র্যাক্টের জালে ফাঁসানো হয়।"

এ দিকে সোমবার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে টি-সিরিজ়ের কর্ণধার ভূষণ কুমারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন সোনু নিগম। তার জবাবে ভূষণের স্ত্রী দিব্যা খোসলা কুমার একটি পোস্ট দিয়েছেন। সোনুর উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, "ভূষণের সঙ্গে এতই যদি আপনার সমস্যা ছিল, তবে আগে বলেননি কেন? এই ব্যানারে গান গেয়ে আপনি কেরিয়ারে কত দূর এগিয়েছেন... আপনার বাবার অনেক ভিডিয়ো আমি শুট করেছি। তিনি অন্তত কৃতজ্ঞ ছিলেন।" দিব্যার মতে, সোনুর এই হুমকি আসলে প্রচারের ফিকির। 'অকৃতজ্ঞ', 'ঠগ' বলেও সোনুকে কটাক্ষ করেছেন দিব্যা।

এই পরিস্থিতিতে ইন্ডাস্ট্রির অন্য একটি দিক ও তুলে ধরেছেন শিল্পা রাও। তাঁর কথায়, "মেনস্ট্রিম ছবির গানে এখন মহিলা কণ্ঠ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণটা কম্পোজ়ার-প্রযোজকেরাই বলতে পারবেন।"

থ্রিলার আর আবেগের মিলমিশে পোক্ত কাঠামো

কোনও ফর্মুলা কাজে লেগে গেলে সেই ধাঁচ অনুযায়ী চলার একটা প্রবণতা থাকে। ভারতীয় ওয়েব সিরিজ়ে যে কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে, সেখানে পুলিশ-মাফিয়া ধরপাকড়, খুন, ড্রাগের কারবার প্রায় বাধ্যতামূলক। তার সঙ্গে খানিক পুরাণ-ধর্মতত্ত্ব গুঁজে দিলে কাহিনিতে একটা 'দেসি' ফ্লেভারও চলে আসে। এ বার তা কতটা উপাদেয় ভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে, তার উপরেই ভাল-মন্দ নির্ভর করছে।

রাম মাধবানী, সন্দীপ মোদী, বিনোদ রাওয়ত পরিচালিত 'আরিয়া' ছকে বাঁধা হলেও বেশি নম্বর পাবে। কখন কাহিনির সুতো ছাড়তে হবে আর কখন গোটাতে, সেই হিসেব ঠিক মতো কষতে পারলে সিরিজ় হিট। চোর-পুলিশ, পেশাগত শত্রুতার ট্র্যাকে চললেও একজন মহিলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখানোর ফলে থ্রিলারের যাবতীয় ক্লিশে এড়াতে পেরেছেন নির্মাতারা। মুম্বই, দিল্লি বা ইউপি-র বদলে রাজস্থানকে প্রেক্ষাপট করাটা ভাল স্ট্রোক।

আরিয়ার (সুস্মিতা সেন) বাবার ড্রাগসের ব্যবসা। পরে তার দায়িত্ব নেয় আরিয়ার স্বামী তেজ (চন্দ্রচূড় সিংহ), ভাই সংগ্রাম (অঙ্কুর ভাটিয়া) এবং বন্ধু জওহর (নমিত দাস)। নিজেদের ক্ষেতে চাষ হয় ওপিয়ামের, যা থেকে আফিম, হেরোইন দুই-ই তৈরি করা যায়। আসল ওষুধের ব্যবসার আড়ালে চলে আফিম মেশানো ওষুধের বিক্রিবাটা। লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও হেরোইনের ব্যবসায় পা বাড়ায়নি আরিয়ার পরিবার। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু... সংগ্রাম একদিন হেরোইনের কারবারি শেখাওয়তের (মণীশ চৌধুরী) ৩০০ কোটি টাকার মাল কব্জা করে। এখান থেকেই জটিলতার শুরু। খুন হয় তেজ। তাকে কে মেরেছে, কেন মেরেছে? এই হিসেব বারবার গুলিয়ে যেতে থাকে। ঘরে-বাইরে শত্রু, বন্ধুর বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে... কোণঠাসা আরিয়ার লড়াই শুরু হয়। যে ব্যবসার হাত থেকে সে পালাতে চাইত, শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ব নিতে হয় তাকে।

আরিয়া
(ওয়েব সিরিজ়)
পরিচালনা: রাম মাধবানী, সন্দীপ মোদী, বিনোদ রাওয়ত
অভিনয়: সুস্মিতা, চন্দ্রচূড়, নমিত, মণীশ
৬.৫/১০

কেঠো লড়াইয়ের পাশাপাশি ছবির প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিগত দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। থ্রিলার আর আবেগ এখানে হাত ধরাধরি করে চলে, যা কাহিনির কাঠামোকে মজবুত করে। যে পরিবারের জন্য আরিয়ার এত লড়াই, তারা কি সেটা পাওয়ার সত্যিই যোগ্য? খানিক আগে যে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরেছিল, সেই মৃত্যুদূত পাঠাবে না তো? চরিত্রদের একাধিক পরত, কাহিনির মোচড় ন'এপিসোডের সিরিজ়কে ঢিলে দেওয়ার জায়গা দেয়নি। আরিয়ার বাড়ির সামনে খানের নমাজ পড়া, কিডন্যাপ করা আরুকে স্যানিটারি ন্যাপকিন এনে দেওয়া সম্পত... ছোট ছোট ন্যুয়ান্স নজর কাড়ে। প্রতিটি চরিত্র তৈরির পিছনে যে যত্নের ছাপ রয়েছে, তার জন্য নির্মাতাদের ধন্যবাদ। চমক দেওয়ার অভিপ্রায়ে অনেকেই নির্মাণে যত্নের কথা ভুলে যান। এই সিরিজ় কিছু পুরনো অভিনেতা আর গান মনে করিয়ে দিল। 'বড়ে অচ্ছে লগতে হ্যায়', 'কিসকা রাস্তা দেখে'-র মতো পুরনো গান টাটকা বাতাসের মতো।

'আরিয়া' আগাগোড়া সুস্মিতার সিরিজ়। অনেক দিন পরে একটা জোরালো চরিত্র পেয়েছেন তিনি। সিরিজ়ের বাকি অভিনেতারা নিজেদের কাজে এতটাই দড় যে, সুস্মিতাকে প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়েছে। কোনও দিনই তাঁকে উচ্চমানের অভিনেত্রী হিসেবে গণ্য করা হয়নি। সুস্মিতা লড়ে গিয়েছেন তাঁর স্ক্রিন প্রেজ়েন্স দিয়ে। তবে কোণঠাসা, বিধ্বস্ত অবস্থার দৃশ্যগুলোয় তাঁর অভিব্যক্তিতে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব বোধ হয়। যেটা মায়ার (মায়া সারাও) মতো স্বল্প দৈর্ঘ্যের চরিত্রাভিনেত্রীর ক্ষেত্রে হয়নি। চন্দ্রচূড় সিংহকে এত দিন পরে পর্দায় দেখে ভাল লাগে। নমিত দাস, জয়ন্ত কৃপলানী, মণীশ চৌধুরী, বিকাশ কুমারেরা নিজেদের কাজটা দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। দৌলতের (সিকন্দর খের) চরিত্রটা এই সিজ়নে স্পষ্ট হল না। তবে আগামী সিজ়নের ইঙ্গিত তো দেওয়াই আছে।

ডাচ সিরিজ় 'পেনোজ়া'র আধারে তৈরি 'আরিয়া'র মৌলিকত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তা ছাড়া 'গডফাদার'-এর ছাপ নেই এমন মাফিয়া সিরিজ় বোধহয় খুব কম। তা সত্ত্বেও স্রেফ পরিবেশনার গুণে ছকের গল্প ছক ভেঙেছে।

দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ

গল্পের মতো

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলেছিলেন তরুণ চিত্র পরিচালক। সামনে দাঁড়ানো বছর নয়েকের ছেলেটি সোজা তাকিয়ে বলেছিল, শুনেছি এখানে ডিরেক্টর থাকে। ডাকো, আমি সিনেমায় অভিনয় করতে চাই। সে দিন স্ক্রিন টেস্টে ছেলেটি পাশ করতে পারেনি, কিন্তু অভিব্যক্তি দেখে পরিচালক বুঝেছিলেন, এই তাঁর গল্পের পলাশ। শুধু পলাশকে পেলে হবে না, গল্পের আর এক চরিত্র সফিকুলকেও দরকার। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরে সফিকুল মিলল বটে। গল্পের মতোই গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে সে পলাশের সহপাঠী। তার পর বাকিটা সিনেমা, 'দোস্তোজি'।

ছবির দৃশ্য

মুর্শিদাবাদের ডোমকলের সীমান্তবর্তী গ্রামের পটভূমিতে লেখা নিজের গল্প সিনেমায় ধরেছেন তরুণ চিত্র পরিচালক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়। সেই সিনেমাই এ বার হংকং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ওয়ার্কিং ফিল্ম প্রোগ্রেস গ্রুপে সেরা দশ ফিচার ফিল্মে জায়গা করে নিয়েছে। 'দোস্তোজি' শুধু ভারত থেকে ওই বিভাগে একমাত্র জায়গা পেয়েছে। মুর্শিদাবাদের জনজীবন ও দুই শিশুর গল্প নিয়ে তৈরি তাঁর সিনেমা এ বছরে কান চলচ্চিত্র উৎসবের 'গোজ় টু কানস-ওয়ার্কিং ফিল্ম প্রোগ্রেস' বিভাগেও নির্বাচিত হয়েছে। তাতেই মূল চরিত্রে অভিনয় করেছে কাঠুরিয়া গ্রামের দুই শিশু, আশিক শেখ ও আরিফ শেখ।

দমদম ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দা প্রসূনের ডোমকলে যাতায়াত দীর্ঘদিনের। পরিচালক বলছেন, "সীমান্তবর্তী গ্রামের পটভূমি ধরতে চেয়েছিলাম। স্থানীয় আনকোরা মানুষজনকে নিয়েই কাজ করেছি। শহরের বিভিন্ন প্রযোজকের দরজায় ঘুরেছি কিন্তু সাড়া পাইনি। ২০১৭ সালে ক্রাউড ফান্ডিং করে কিছু টাকা জোগাড় করি। কিন্তু তাতে পুরো সিনেমার খরচ ওঠেনি।" গত নভেম্বরে ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক বাজারে এই প্রকল্পটি তুলে ধরলে, তাইওয়ানের প্রযোজক আইভি ইউ-হুয়া শেন এই প্রকল্পে যুক্ত হন।

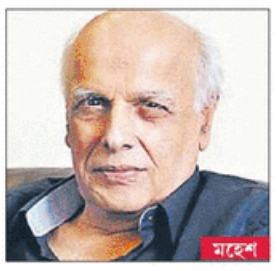

মহেশ

ছবি-বিভ্রাট

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় মহেশ ভট্ট একটি নরকঙ্কালের ছবি পোস্ট করেছেন। তার নীচে ক্যাপশন করেছেন, "ডায়িং মেন থিঙ্ক অব ফানি থিংস- অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট উই অল আর হেয়ার, আরন'ট উই? ডায়িং মেন?" কিন্তু ভক্তরা মনে করছেন, সুশান্ত সিংহ রাজপুতকে উদ্দেশ্য করেই এই টুইট। এর পরেই অনেক ভক্ত পরিচালকের এই টুইটকে 'ইনসেনসিটিভ' বলে কমেন্ট করেন। তার কিছুক্ষণ পরেই, তিনি সেই ছবি অন্য ক্যাপশন দিয়ে পোস্ট করেন। সেখানে লিখেছেন, "সব কে অন্দর এক সা হি আবাদ হ্যায়, ফরক হ্যায় তো বস জিসম কা লিবাস হ্যায়।"

দর্শকই মাপকাঠি

তিন মাসের অচলাবস্থা কাটিয়ে জোর কদমে শুরু হয়ে গিয়েছে ধারাবাহিকের শুটিং। তবে কোন ধারাবাহিক চলবে, কোনটি বন্ধ হবে, সে জট এখনও কাটেনি। এই কঠিন সময় ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দর্শকের পছন্দের মাপকাঠিতেও এসেছে পরিবর্তন। সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে 'বাঘবন্দি খেলা' ধারাবাহিকটি। তার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে, একটি জনপ্রিয় চ্যানেলের বিজ়নেস ক্লাস্টার হেড (ইস্ট) সম্রাট ঘোষ বললেন, "একটি সিরিয়ালের সময়সীমা নির্ধারণ করার জন্য দর্শকের পছন্দই শেষ কথা।"

সিরিয়াল চলা বা বন্ধ হওয়া নির্ধারণ করেন দর্শকই। লকডাউন পরবর্তী নতুন এপিসোড শুরু হতেই আবার জনপ্রিয়তা পেয়েছে 'করুণাময়ী রানি রাসমণি'। কিন্তু লকডাউনের আগে সিরিয়ালটির আদৌ সম্প্রচার করা হবে কি না, তা নিয়ে নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছিল। একই রকম জল্পনা ছিল 'নেতাজি' ধারাবাহিকটি নিয়েও।

সুরক্ষাবিধি বজায় রাখলেও, "একদিকে কলাকুশলীর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অন্য দিকে সিরিয়ালের মান বজায় রাখা এবং গল্পকে স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য," বললেন সম্রাট।

পিরিয়ড ড্রামায় শিল্পী সমাবেশ বেশি হলেও নতুন এপিসোড দেখতে গিয়ে দর্শক কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে, ফ্লোরে একা একা সংলাপ বলছেন তাঁদের পছন্দের অভিনেতা। কাজটা কতটা কঠিন? সম্রাটের কথায়, "ছ'জনের বেশি অভিনেতাকে একসঙ্গে দেখানো এডিটিং ও শুটিং টেকনিক্যাল কারসাজি। আলাদা আলাদা কাটে শট নিয়ে এডিট করে বোঝানো হচ্ছে যে, সকলে একই সঙ্গে রয়েছেন। তবে কাজটা চ্যালেঞ্জিং এবং সময়সাপেক্ষও। গল্প বোনা থেকে ফাইনাল এডিট অবধি একটি প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।"

দর্শকের পছন্দের দিকে খেয়াল রেখেই আসছে আরও কয়েকটি নতুন ধারাবাহিক। প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে একটি মেয়ের ডাক্তার হওয়ার গল্প নিয়ে 'কাদম্বিনী' এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল'। তবে কোন ধারাবাহিকের জায়গায় 'ক্ষীরের পুতুল' আসবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর। এখানেও শেষ কথা বলবেন দর্শক।

আরও ছবি অনলাইনে

প্রকাশ ঝা পরিচালিত 'পরীক্ষা: দ্য ফাইনাল টেস্ট' মুক্তি পেতে চলেছে ওয়েব প্ল্যাটফর্মে। দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হওয়ার পরে জ়ি ফাইভে মুক্তি পাবে আদিল হুসেন, প্রিয়ঙ্কা বসু, সঞ্জয় সুরি এবং শিশুশিল্পী শুভম ঝা অভিনীত এই ছবি। ৫০তম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ায় প্রিমিয়ার হয়েছিল ছবিটির। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একহাত নেওয়া এই ছবির গল্প সত্যি ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। এক রিকশাওয়ালা তার ছেলেকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা নিয়ে লেখা হয়েছে চিত্রনাট্য।

প্রকাশ

রথের দিনে...

রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে ছোটবেলার একটি ছবির সঙ্গে এখনকার একটি ছবি কোলাজ করে পোস্ট করেছেন প্রিয়ঙ্কা সরকার। বয়স বাড়লেও রথের মজা অমলিন

অস্কারের দু'মাস আগে

গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ২০২১-এর অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান ২৫ এপ্রিল হবে। এ বার গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃপক্ষ জানালেন, ৭৮তম এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ আগামী বছর অস্কার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রায় দু'মাস আগেই গোল্ডেন গ্লোব হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে অস্কারের নমিনেশন, ভোটিংয়ের উপরে গোল্ডেন গ্লোবের প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকের মত। যদিও অস্কারের নির্বাচন পদ্ধতি এবং গোল্ডেন গ্লোবের প্রক্রিয়া অনেকটাই আলাদা, তবু সংশয় থাকছেই। আগামী বছর করোনার কারণে অনুষ্ঠানের ফরম্যাটে কোনও বদল আসবে কি না, তা এখনও জানাননি গোল্ডেন গ্লোব কর্তৃপক্ষ। তবে অস্কারের মতো অনেকটা না পিছোলেও গোল্ডেন গ্লোবেরও সময়সূচী এ বার বেশ পিছিয়েছে। কারণ সাধারণত বছরের প্রথম রবিবার এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

মাইকেল

ফিরছে ব্যাটম্যান

ডিসি কমিকসের পরবর্তী ছবিগুলিতে ফের ব্যাটম্যান হিসেবে ফিরতে পারেন মাইকেল কিটন। পরিচালক টিম বার্টনের ছবিতে অভিনেতাকে ব্যাটম্যান রূপে প্রথম দেখা গিয়েছিল নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়। এজ়রা মিলার অভিনীত আগামী ফ্ল্যাশ মুভিতে ফের ব্যাটম্যান হিসেবে ফিরতে পারেন কিটন, শোনা যাচ্ছে এমনটাই। মার্ভেলের 'স্পাইডার ম্যান: হোমকামিং' ছবিতে ভালচার হিসেবে দেখা গিয়েছে কিটনকে। মার্ভেল ছবির নিক ফিউরির ধাঁচে ডিসি ফেরাতে চলেছে কিটনের চরিত্রটি, যা নতুন ইউনিভার্সে থাকবে মেন্টর ফিগার হিসেবেই।

সেই ফডেন মাতাচ্ছেন ইপিএল

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে কলকাতায় খেলে যাওয়া ফিল ফডেন ম্যান সিটিকে জেতালেন জোড়া গোল করে ১৪

আনন্দবাজার পত্রিকা
খেলা
XXCL
কলকাতা বুধবার ২৪ জুন ২০২০

সংক্রমিত জোকোভিচ-ইয়েলেনা, প্রত্যাঘাত করোনার

■ **চর্চায়:** যে ছবি এখন বিতর্কের বিষয়। বেলগ্রেডে প্রীতি প্রতিযোগিতা আয়োজনের সময় এ ভাবেই দেখা গিয়েছে সস্ত্রীক জোকোভিচকে। দু'জনেই করোনা আক্রান্ত। *ফাইল চিত্র*

হটস্পট টেনিস, আক্রান্ত রাজাই

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: আশঙ্কাই সত্যি হল! নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে নিজের দেশে টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা বিশ্বের এক নম্বর, টেনিসের বর্তমান রাজা নোভাক জোকোভিচ মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন, তিনি করোনা আক্রান্ত। একা তিনি নন, তাঁর স্ত্রী ইয়েলেনারও করোনা পরীক্ষার ফল 'পজিটিভ' এসেছে।

নিজেই সেই খবর জানিয়ে জোকোভিচ বলেছেন, তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। অজান্তে যাঁদেরই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকুন না কেন, তার জন্য দুঃখিত। বলেছেন, ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে এগিয়ে এসেছিলেন, যাতে করোনার সময়ে সমস্যায় থাকা টেনিস দুনিয়ার খেলোয়াড় ও সঙ্গীদের পাশে দাঁড়ানো যায়। সেটা যে এ ভাবে ফিরে এসে তাঁদের আঘাত করবে, বুঝতে পারেননি। বলেছেন, "এটাই হয়তো জগতের নতুন বাস্তব। তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে আমাদের।"

মঙ্গলবার খেলার দুনিয়ায় ভূকম্পন ঘটেছে জোকোভিচের করোনা ধরা পড়ার খবরে। মনে করা হচ্ছে, এর মারাত্মক প্রভাব পড়তে চলেছে টেনিসে। নতুন করে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, খেলা ফের চালু করার জন্য তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে কি না? ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে রয়েছে, নিউ ইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন হবে অগস্টে। প্যারিসে ফরাসি ওপেন হওয়ার কথা সেপ্টেম্বরে। কিন্তু জোকোভিচ-সহ একই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া একাধিক টেনিস খেলোয়াড় করোনা সংক্রমিত হওয়ায়, টেনিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশ্বের খেলাধুলোর মহলে জোকোভিচই হয়তো সব চেয়ে বড় নাম, যাঁর করোনা ধরা পড়ল। এর আগে ইটালির প্রাক্তন ডিফেন্ডার, কিংবদন্তি পাওলো মালদিনি, জুভেন্টাসের পাওলো দিবালা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ক্রিকেটারদের মধ্যে পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদি, বাংলাদেশের মাশরফি মর্তুজা সংক্রমিত হয়েছেন। তবে ১৭ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক করোনার কবলে পড়ায় নতুন উদ্বেগ তৈরি হতে বাধ্য। কার্যত টেনিস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গিয়েই জোকোভিচ এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন নিজের দেশ সার্বিয়ার বেলগ্রেড এবং ক্রোয়েশিয়ার জাদারে। সেই প্রতিযোগিতাই এখন 'কোভিড হটস্পট' হয়ে উঠেছে। গ্রিগর দিমিত্রভ, বোর্না কোরিচ এবং ভিক্টর ট্রয়স্কি প্রথম ফাঁস করেন, তাঁরা করোনা আক্রান্ত। এই তিন জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া দু'জন ট্রেনারও আক্রান্ত বলে জানাজানি হয়। তালিকায় ছিলেন জোকোভিচের নিজস্ব ট্রেনারও। বেলগ্রেডে প্রথম যে পর্বটি হয়েছিল, সেখানে ট্রয়স্কির বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিলেন জোকোভিচ।

সোমবার থেকেই তাই উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, জোকোভিচও না করোনার শিকার হন। বিশেষ করে তিনিই যখন ছিলেন প্রধান উদ্যক্তা। সব চেয়ে বিতর্কিত বিষয় হচ্ছে, প্রতিযোগিতার সময় করোনা নিয়ে কোনও বিধিনিষেধই মানা হয়নি। যেখানে স্পেনে লা লিগা ফুটবল বা ইংল্যান্ডে প্রিমিয়ার লিগ ফের চালু হলেও দর্শকশূন্য স্টেডিয়াম রাখা হচ্ছে, সেখানে জোকোভিচদের প্রীতি টেনিসে গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল সকলের জন্য। প্রচুর মানুষ খেলা দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কোনও রকম শারীরিক দূরত্ব না রেখেই মিশেছিলেন খেলোয়াড়েরা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ছবি তুলেছেন খুদে ভক্তদের সঙ্গে। টেনিসের সঙ্গে বাস্কেটবল খেলতে দেখা গিয়েছে বেশ কাছাকাছি এসে। ম্যাচের পরে পার্টিও করা হয়েছে অবাধে। সে সব নিয়ে এখন রীতিমতো কাঠগড়ায় বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়। প্রশ্ন উঠছে, আরও কত মানুষ না এই প্রতিযোগিতা থেকে আক্রান্ত হন!

জোকোভিচ জানিয়েছেন, যে সময়ে তিনি প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন বলকান অঞ্চলে করোনার প্রভাব অনেক কমে এসেছিল। "আমরা ভেবেছিলাম, এই সব জায়গায় ভাইরাস দুর্বল হয়ে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, তা এখনও সক্রিয় রয়েছে। সেটাই বাস্তব। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতেই শিখতে হবে আমাদের," বিবৃতিতে বলেন জোকার। ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করব, কারও স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না আমাদের জন্য। আশা করব, সকলে যেন ভাল থাকেন।" জানিয়েছেন, তিনি এবং স্ত্রী ইয়েলেনা ১৪ দিনের নিভৃতবাসে যাচ্ছেন। যদিও টেনিস দুনিয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ব্রিটেনের এক নম্বর ডান ইভান্স তোপ দেগে বলেছেন, "জোকোভিচকে এর দায় নিতে হবে। জানি না, এ রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে গায়ে গা লাগিয়ে পার্টি আর নৃত্য করার কী দরকার ছিল!" মুখ খুলেছেন অ্যান্ডি মারেও। বলেছেন, "বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে যে কোনও খেলোয়াড়েরই করোনা সংক্রমণকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। হাল্কা ভাবে নেব কেন?" প্রশ্ন মারের।

বেলগ্রেড, জাদার এবং মন্টেনেগ্রোতে এই প্রতিযোগিতা করার কথা ভাবেন জোকোভিচ। প্রথম দু'টি জায়গায় হলেও বাকি অংশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রবিবার রাতে জাদারে বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের করোনা পরীক্ষা করা হয়। শোনা যাচ্ছে, জোকোভিচ সেখানে পরীক্ষা করাতে চাননি। তিনি নাকি বলেন, তাঁর শরীরে কোনও উপসর্গ নেই। বেলগ্রেডে ফিরে পরীক্ষা হয় পুরো পরিবারের। জোকোভিচ এবং তাঁর স্ত্রী ইয়েলেনার ফল 'পজিটিভ' আসে। তবে জোকোভিচ জানিয়েছেন, তাঁর সন্তানদের ফল 'নেগেটিভ'।

ভাইরাসের হানায় কাবু যখন তারকারা...

পাওলো মালদিনি: ইটালির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার। করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখন পুরো সুস্থ।

মাশরফি মর্তুজা: বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক। করোনা ধরা পড়ার পরে চিকিৎসাধীন।

পাওলো দিবালা: জুভেন্টাস স্ট্রাইকার। সংক্রমিত হয়ে ৪৬ দিন নিভৃতবাসে ছিলেন। সুস্থ হয়ে এখন মাঠে।

মহম্মদ হাফিজ: এ দিনই জানা গেল পাক অলরাউন্ডার সংক্রমিত। ১৪ দিন নিভৃতবাসে।

শাহিদ আফ্রিদি: প্রাক্তন পাক অলরাউন্ডার গত সপ্তাহে করোনায় আক্রান্ত হন।

নোভাক জোকোভিচ: টেনিসের এক নম্বর এ দিনই ফাঁস করেন, তিনি এবং স্ত্রী করোনায় আক্রান্ত।

পাক দলে 'পজিটিভ' আরও ৭, তালিকায় ওয়াহাব, হাফিজও

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: শুধু ফুটবল বা টেনিস নয়, মারণ ভাইরাস হানা দিয়েছে ক্রিকেটেও। করোনাভাইরাসের সংক্রমণে কাঁপছে পাকিস্তান ক্রিকেট শিবির। মঙ্গলবার পাক ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নতুন ভাবে আরও সাত ক্রিকেটারের শরীরে এই ভাইরাস ধরা পড়েছে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়াল দশ।

সোমবার পাক বোর্ড জানিয়েছিল শাদাব খান, হায়দার আলি এবং হ্যারিস রউফের করোনা ধরা পড়েছে। এ দিন সেই তালিকায় যোগ হয়েছে আরও সাত জনের নাম। তার মধ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলে যাওয়া স্পিনার-অলরাউন্ডার মহম্মদ হাফিজ এবং বাঁ হাতি ফাস্ট বোলার ওয়াহাব রিয়াজ রয়েছেন। যুক্ত হয়েছে যে সাতটি নাম, তাঁরা হলেন— কাসিফ ভাট্টি, মহম্মদ হাসনাইন, ফখর জমান, মহম্মদ রিজোয়ান, মহম্মদ হাফিজ, ওয়াহাব রিয়াজ এবং ইমরান খানের নাম। এ ছাড়াও দলের এক সাপোর্ট স্টাফও সংক্রমিত হয়েছেন। এখনও শোয়েব মালিক, ওয়াকার ইউনিস এবং ক্লিফ জেকনোর করোনা পরীক্ষা হয়নি।

পাক বোর্ডের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ওয়াসিম খান জানিয়েছেন, এই সাত ক্রিকেটারের শরীরে বিশেষ কোনও উপসর্গ ছিল না। দশ ক্রিকেটারকে ১৪ দিনের জন্য নিভৃতবাসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এত জন খেলোয়াড়ের করোনা ধরা পড়ার ঘটনা ইটালি, স্পেন বা আমেরিকার মতো সব চেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশের খেলাধুলোতেও দেখা যায়নি। পাকিস্তানে সম্প্রতি শাহিদ আফ্রিদিরও করোনা ধরা পড়েছে। আগামী রবিবার ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার কথা পাকিস্তান দলের। এর পরেও পাক বোর্ডের সিইও-র দাবি, নির্ধারিত দিনেই দল রওনা হবে। অতিরিক্ত হিসেবে যে চার ক্রিকেটারের নাম ছিল, সেই বিলাল আসিফ, ইমরান বাট, মুসা খান এবং মহম্মদ নওয়াজের করোনা পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষার ফল 'নেগেটিভ' এলে তাঁরা ইংল্যান্ডগামী বিমানে উঠে পড়বেন। ওয়াসিম খানের মন্তব্য, "টেস্ট দলে যারা আছে, তাদের মধ্যে রিজোয়ান ছাড়া সকলের রিপোর্টই নেগেটিভ এসেছে। অর্থাৎ আর এক দফা পরীক্ষার পরে তারা অনুশীলন সেরে ইংল্যান্ড রওনা হতে পারবে।"

কিন্তু যাঁরা নতুন ভাবে সংক্রমিত হলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে পাক বোর্ড কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে? বোর্ডের সিইও জানিয়েছেন, তাঁদের কড়া পর্যবেক্ষণে রাখার পাশাপাশি 'অ্যাক্টিবডি টেস্ট' হবে। এবং পরের পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলে তাঁরাও ইংল্যান্ডে যেতে পারবেন।

বিরাট ব্যাট করে ভিভের মতোই, মুগ্ধ সানিও মানছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন

■ **দুই-প্রজন্ম:** কোহালির মধ্যে নিজের ছায়া দেখেন ভিভ। *ফাইল চিত্র*

২৩ জুন: দুই প্রজন্মের এই দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার বারবার তুলনায় উঠে এসেছেন। ক্রিকেটের দুই 'কিং'-এর মধ্যে মিল দেখেছেন অনেকেই। এ বার সুনীল গাওস্কর স্বয়ং বলে দিলেন, ভিভ রিচার্ডস এবং বিরাট কোহালির ব্যাটিংয়ের মধ্যে কতটা মিল খুঁজে পান তিনিও।

রিচার্ডস এবং কোহালির মধ্যে কী মিল খুঁজে পেলেন আর এক কিংবদন্তি ক্রিকেটার? একটি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে এসে গাওস্কর বলেন, "ব্যাট করার সময় ভিভকে শান্ত রাখা খুব কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াত। ঠিক একই ভাবে বিরাটকে আটকে রাখাও বোলারদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে যায়।"

কেন কোহালিকে ক্রিজে শান্ত রাখা কঠিন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন 'লিটল মাস্টার'। গাওস্করের কথায়, "বিরাট একই লাইনে, একই ধরনের বলে উইকেটের দু'দিকে শট খেলতে পারে।" এর পরে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, "যেমন, যে বলটা টপ হ্যান্ডকে কাজে লাগিয়ে এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে বাউন্ডারিতে পাঠাতে পারে, সে-ই বলটাই বটম হ্যান্ডের মোচড়ে মিডঅন-মিডউইকেট দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেবে।"

কোনও রকম রাখঢাক না করেই গাওস্কর পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, "এই জন্যই বিরাটকে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান বলা হয়। ও ঠিক ভিভ রিচার্ডসের মতো ব্যাট করে।" গাওস্করের কথায় পরিষ্কার, কব্জি ব্যবহার করলে একজন ব্যাটসম্যান কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। তাঁকে শান্ত রাখা কতটা কঠিন হয়ে যায়। এর পরে ভারতের কিংবদন্তি ওপেনার যে দু'জন ব্যাটসম্যানের কথা বলছেন, তাঁরাও কিন্তু এই কব্জি ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। একজন গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, অন্যজন ভিভিএস লক্ষ্মণ। গাওস্কর বলেই দিচ্ছেন, "এর আগে বিশ্বনাথ, লক্ষ্মণও এই ভাবেই ব্যাট করত।"

গত বছর ভারতের ক্যারিবিয়ান সফরের সময় রিচার্ডসের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন কোহালি। সে দিন ভিভ বলেছিলেন, কোহালির মধ্যে খেলাটাকে নিয়ে তিনি সেই আবেগটা দেখতে পান, যেটা এক সময় তাঁর নিজের মধ্যে ছিল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পোস্ট করা টুইটারে ভিভ বলেছিলেন, "নিজেকে সব সময় মাঠে মেলে ধরতে চাইতাম। নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে দ্বিধা করতাম না। সে ব্যাপারটা এখন তোমার মধ্যেও দেখতে পাই। সে জন্যই তো মাঝে, মাঝে আমাদের দেখে সবাই বলে, ওরা কেন এত রেগে থাকে।"

এর আগে ভিভের সঙ্গে কোহালির তুলনা করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলও। তিনিও শট মারার দক্ষতায় এই দুই কিংবদন্তি ব্যাটসম্যানের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। চ্যাপেল বলেছিলেন, "সীমিত ওভারের ক্রিকেটে আমার সময়কার সেরা ব্যাটসম্যান ছিল ভিভ। ও ফিল্ডারদের মধ্যে থেকে ঠিক জায়গা খুঁজে বল বাউন্ডারিতে পাঠাত। এই গুণটা আছে বিরাটের মধ্যেও। ও ক্রিকেটীয় সব শট খেলেই অত্যন্ত দ্রুত রান তুলতে পারে।"

ফেরার জন্য মুখিয়ে আর্চার

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: বছরের শুরুতে ডান হাতের কনুইয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তাই ইংল্যান্ড দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারেননি পেসার জোফ্রা আর্চার। ছিটকে গিয়েছিলেন আইপিএল থেকেও। যদিও করোনা সংক্রমণের ফলে শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা সিরিজ বাতিল হয় ও আইপিএল পিছিয়ে দেওয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য।

মঙ্গলবার বার্বেডোজজাত আর্চার জানিয়ে দিলেন, চোট সারিয়ে তিনি এখন সুস্থ। আশা করছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন টেস্টের সিরিজে খেলতে পারবেন। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমে তাঁর কলামে আর্চার লিখেছেন, "গত কয়েক সপ্তাহের অনুশীলনের চেয়ে শেষ ১৪ দিন একটু আলাদা রকম গিয়েছে। সব কিছুই ঘড়ির মতোই এগোচ্ছে। শরীর এখন আগের চেয়ে অনেক তরতাজা। ডান কনুই নিয়ে এখন কোনও সমস্যা হচ্ছে না।"

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ৮ জুলাই, সাউদ্যাম্পটনে। পরের দুই টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। করোনা আতঙ্কের আবহ কাটিয়ে এই টেস্ট সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন ঘটবে। এ প্রসঙ্গে আর্চার লিখেছেন, "খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হবে। আমি হয়তো তিনটি ম্যাচেই খেলব। তাই কী ভাবে কতটা পরিশ্রম করতে হবে, সে ব্যাপারে সবাই সতর্ক।" যোগ করেন, "বোলিং ধীরে ধীরে উন্নত হবে। লকডাউনের সময়ে চোটগ্রস্ত কনুই বিশ্রামে ছিল। এখন আর চোট নেই।"

এক নজরে

করোনায় আক্রান্ত সাত ক্রিকেটার

সারা দেশ জুড়ে মনোনীত সংস্থাগুলি থেকে ১০০জন ক্রিকেটারের করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার মধ্যে সাতজনের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে। সোমবার এক বিবৃতিতে তা জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড। তবে সংক্রমিত ক্রিকেটারদের নাম গোপন রাখা হয়েছে এবং কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ডের কার্যকরী সিইও জাকুয়েস ফল।

সাইনার স্মৃতি

মঙ্গলবার ছিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস। সেই দিনটি নিজের মতো পালন করলেন সাইনা নেহওয়াল। টুইটারে ২০১২ অলিম্পিক্স ব্যাডমিন্টন ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ছবি পোস্ট করে সাইনা টুইট করেছেন, "আমার জীবনের সব চেয়ে সেরা মুহূর্ত। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলাম।" সাইনা ছাড়াও পিটি উষা, সুশীল কুমাররাও এই দিনটি পালন করেন।

শিকার সিমন্স

ইংল্যান্ডে লিগ ক্রিকেট খেলার সময় তিনিও বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। জানালেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কোচ ফিল সিমন্স। তিনি বলেছেন, "কাউন্টি ক্রিকেটে তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। তবে লিগ ক্রিকেট খেলার তেমন কোনও পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি। তবে কয়েকবার বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য শুনতে হয়েছে। সেই ব্যাপারটা মোটেও আমার কাছে সুখকর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না।"

নতুন দাবিদার

করোনাভাইরাসের কারণে ২০২৩ ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজনের বিড না করার কথা জানিয়ে দিয়েছে। সেই সুযোগে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া যুগ্মভাবে সেই বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য দৌড়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার কারা আগামী মহিলা বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হবে, তা স্থির হবে ভোটের মাধ্যমে।

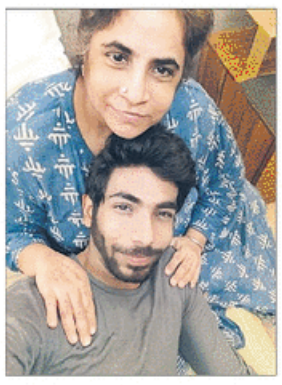

■ **শ্রদ্ধা:** এই ছবি পোস্ট করে যশপ্রীত বুমরার টুইট, "মা-ই আমার পৃথিবী।" ইনস্টাগ্রাম

বালা দেবীর ইচ্ছা

ভারতে আয়োজিত হতে চলেছে অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান কাপ। ভারতীয় মহিলা দলের তারকা বালা দেবী জানালেন, ভবিষ্যতে আইএসএল ধাঁচের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে সকলে উপকৃত হবেন। তিনি বলেছেন, "আইএসএলের মতো একটা প্রতিযোগিতা হলে অনেক প্রতিভাবান মহিলা ফুটবলার উঠে আসবে। সামগ্রিক ভাবে মহিলা ফুটবলেরও উন্নয়ন হবে। স্কুল এবং কলেজের মেয়েদের মধ্যেও ফুটবলের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নিতে হবে।"

সফর বাতিল

করোনাভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ সফর বাতিল করে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। অগস্ট মাসে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্গ হিসেবে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল কেন উইলিয়ামসনদের। কিন্তু করোনার সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে, তা নজরে রেখ দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড সাময়িক ভাবে সেই সফর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রোয়িংয়ে ডোপিং

একসঙ্গে ২২জন জুনিয়র শিক্ষার্থী ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরে কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ে গিয়েছে জাতীয় রোয়িং সংস্থা। সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা যে খাদ্যগ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে কোনও নিষিদ্ধ ওষুধ মেশানো হতে পারে। সেই খাদ্য পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বার্সার উদ্যোগ

বিশেষ ধরনের 'ফ্যান টোকেন' অনলাইনে বিক্রি করে ১০ কোটি টাকা উপার্জন করেছে বার্সেলোনা। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে ছয় লক্ষ বিশেষ ফ্যান টোকেন বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

গেল ঝড় তুলেও ভক্ত সেই টেস্ট ক্রিকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন

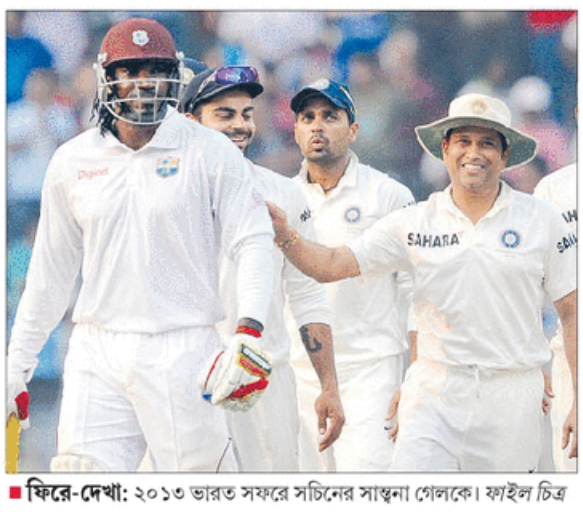

■ **ফিরে-দেখা:** ২০১৩ ভারত সফরে সচিনের সান্ত্বনা গেলকে। *ফাইল চিত্র*

২৩ জুন: টেস্ট ক্রিকেটই সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ওয়েবসাইটে ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে এ কথাই বললেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট তারকা ক্রিস গেল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই বাঁ-হাতি ওপেনার সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশ্বত্রাস ব্যাটসম্যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি টেস্ট ক্রিকেটকেই এগিয়ে রাখছেন ওয়ান ডে বা টি-টোয়েন্টির থেকে। গেলের মতে, টেস্ট ক্রিকেটে অনেক বেশি পরীক্ষা অপেক্ষা করে থাকে। কারণ, টেস্ট ক্রিকেটই একজন ক্রিকেটারের দক্ষতা এবং মানসিক শক্তির আসল পরীক্ষা নেয়।

ক্রিকেট জীবনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১০৩টি টেস্ট খেলেছেন গেল। তবে ২০১৪ সালের পরে আর টেস্ট ম্যাচ খেলতে দেখা যায়নি 'ইউনিভার্স বস' গেলকে। তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন, টেস্ট ক্রিকেটের উত্তেজনাকে হারাতে পারবে না অন্য কোনও ধরনের ক্রিকেট। তাঁর কথায়, "টেস্ট হল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষা। পাঁচ দিনের ক্রিকেট খেলার মাধ্যমেই আপনি শিখবেন জীবনে কী ভাবে শৃঙ্খলাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। কারণ, পাঁচ দিনের খেলায় অনেক পরীক্ষা দিতে হয় একজন ক্রিকেটারকে। বারবার এ রকম পরীক্ষা দেওয়ার ফলে জীবন শৃঙ্খলার আবরণে মোড়া থাকে। যা প্রতিফলিত হয় তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি পদক্ষেপে।" যোগ করেন, "এ ছাড়াও টেস্ট ক্রিকেট শিক্ষা দেয় কঠিন সময়ে কী ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাঘাত করতে হয় বিপক্ষকে। তাই টেস্টই হল আসল পরীক্ষা।" উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি বলেছিলেন, টেস্ট ক্রিকেট তাঁকে জীবনদর্শন শিখিয়েছে। এ বার সেই সুরেই কথা বললেন গেলও। ৪০ বছর বয়সি ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ক্রিকেটার সাম্প্রতিক কালে টেস্ট ক্রিকেটের বদলে সীমিত ওভারের ক্রিকেটকেই ব্যক্তিগত ভাবে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু নবাগত ক্রিকেটারদের টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা বাড়াতে বলেছেন গেল। পাশাপাশি তাঁদের সতর্ক করে বলেছেন, ক্রিকেটই যেন জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান না হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এর বাইরেও জগৎ রয়েছে।

আগামী দিনের ক্রিকেটারদের প্রতি গেলের পরামর্শ, "টেস্ট ক্রিকেট আপনার দক্ষতা ও মানসিক শক্তির পরীক্ষা নেয়। তাই টেস্ট খেলতে গেলে মনঃসংযোগ থাকা জরুরি। মাঠের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা চাই।" যোগ করেছেন, "যদি খেলায় সে ভাবে ছাপ ফেলতে না পারা যায়, তা হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সে ক্ষেত্রেও জীবনের অন্য কোনও দরজা খুলতে পারে।" তরুণ ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিয়ে গেলের উপদেশ, "যদি জীবনে কোনও একটি বিষয়ে সে ভাবে কিছু করে ওঠা না সম্ভব হয়, তা হলে দুঃখ বা হতাশার কিছু নেই। মনে রাখতে হবে, অন্য সুযোগ আসবেই। কোনও ক্রিকেটার যদি খেলাটায় সাফল্য না পায়, তা হলে যেন সে ভেঙে না পড়ে।'

বক্সিং ডে টেস্ট কোথায়, ধন্দে পেনরা

কৌশিক দাশ

> খেলোয়াড়রা সবাই চায় ভর্তি গ্যালারির সামনে খেলতে। বিশেষ করে বক্সিং ডে টেস্টের মতো একটা ঐতিহ্যশালী ম্যাচে। যেখানে মেলবোর্ন পুরো ভরে যায়। এ বার জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে। তবে যদি ভারতের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট মেলবোর্ন থেকে সরাতেই হয়, তা হলে কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।
>
> **টিম পেন**

ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ দলে ফিরে এলেও টেস্টে অধিনায়ক হিসেবে তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। যে অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো। তার পরে বছর শেষে বিরাট কোহালির ভারতের মোকাবিলা করা। কী ভাবছেন **টিম পেন**? মঙ্গলবার সকালে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে আনন্দবাজার-সহ বিশ্বের বাছাই করা কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর দিলেন অস্ট্রেলীয় টেস্ট অধিনায়ক।

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন: ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে আমাদের আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটা টেস্ট খেলতে হবে। সবাই ভারত সিরিজটার দিকে তাকিয়ে। আমি কিন্তু বলব, আফগানিস্তানের চ্যালেঞ্জটা অন্য রকম। আমরা ভাল ভাবে তৈরি হতে পারব। মনে রাখবেন, আফগানিস্তানের হাতে গোটা কয়েক রহস্য-স্পিনার আছে।

করোনায় ক্রিকেট: ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজটার (৮ জুলাই শুরু) দিকে আমরা সবাই তাকিয়ে আছি। করোনাভাইরাসের মধ্যে ক্রিকেট কোন দিকে এগোচ্ছে, সেটার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। ওই টেস্টে ক্রিকেটারদের এমন কিছু করতে হবে, যা আগে কখনও কেউ করেনি। আমি আর কোচ জাস্টিন (ল্যাঙ্গার) এই সিরিজটার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখব।

মেলবোর্নের ভবিষ্যৎ: খেলোয়াড়রা সবাই চায় ভর্তি গ্যালারির সামনে খেলতে। বিশেষ করে বক্সিং ডে টেস্টের মতো একটা ঐতিহ্যশালী ম্যাচে। যেখানে মেলবোর্ন পুরো ভরে যায়। এ বার জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে। তবে যদি ভারতের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট (২৬ ডিসেম্বর) মেলবোর্ন থেকে সরাতেই হয়, তা হলে কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। অস্ট্রেলিয়ার হাতে অনেক বিকল্প মাঠ আছে। (কেউ, কেউ ইঙ্গিত দিচ্ছেন পার্থেও সরে যেতে পারে টেস্ট)।

ফাঁকা মাঠে সুবিধে কার: (হেসে) মনে তো হয়, সব চেয়

আজ নামছে ম্যান ইউ, রাতে লড়াই লিভারপুলেরও

ব্যানার কেলেঙ্কারির মধ্যে চলল নীল ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে প্রতিবাদের সুর কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। সোমবার ভারতীয় সময় অধিক রাতে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম বার্নলির ম্যাচে হঠাৎই দেখা যায় আকাশে উড়ানের সঙ্গে লাগিয়ে ওড়ানো হচ্ছে একটি ব্যানার। তাতে লেখা— 'হোয়াইট লাইভ্‌স ম্যাটার'। লেখাটির শেষে বার্নলি থাকায় ধরে নেওয়া হচ্ছে এটি সেই ক্লাবের ভক্তের কাজ।

আমেরিকায় জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের খেলোয়াড়েরা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। ইপিএলে ম্যাচ শুরুর আগে প্রতিবাদ জানাতে হাঁটু মুড়ে বসার ভঙ্গি করছেন ফুটবলারেরা। সোমবারের ম্যাচে ম্যান সিটি এবং বার্নলি দু'দলের ফুটবলারেরাই এই ভঙ্গি করেছিলেন। আর জার্সির পিঠে ফুটবলারদের নাম লেখা থাকছে না। তার বদলে লেখা থাকছে— 'ব্ল্যাক লাইভ্‌স ম্যাটার'। অর্থাৎ, কি না বিশেষ বার্তা দেওয়া যে, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জীবনেরও গুরুত্ব আছে। তাঁদের পক্ষপাতিত্ব বা হেলাফেলা প্রাপ্য নয়।

কিন্তু সোমবার রাতে ঠিক উল্টো বার্তা নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারের এতিহাদ স্টেডিয়ামের মাথার উপরে চক্কর কাটা উড়ান সেই সুর কেটে দিয়েছে। বার্নলি ক্লাবের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, তারা এ ধরনের ঘটনায় লজ্জিত। হাফটাইমেই বিবৃতি দিয়ে তারা বলে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে।

ব্ল্যাকপুল বিমানবন্দর থেকে এই উড়ানে করে ব্যানার ওড়ানোর জন্য একটি সংস্থা রয়েছে। অতীতেও ম্যাঞ্চেস্টারের মাঠের উপরে এ ভাবে বার্তা-সহ ব্যানার ওড়াতে দেখা গিয়েছে। ২০১৯ বিশ্বকাপেই ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচে কাশ্মীর নিয়ে ব্যানার ওড়ানো হয়। সংস্থাটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আপত্তিকর শব্দ না-থাকলে আইনগত ভাবে কোনও ব্যানার ওড়ানোয় তারা অবৈধ কিছু খুঁজে পায়নি। তাই সোমবার রাতে এতিহাদের উপর এই বার্তা ওড়ানো হয়েছে। সংস্থাটির দাবি, পুলিশকে আগাম জানানো হয়েছিল, এমন ব্যানার ওড়ানো হচ্ছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলে পুলিশ এটা থামাল না কেন?

■ **দুরন্ত:** বার্নলির বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম গোল করার পরে ফডেনকে অভিনন্দন আগুয়েরোর। এতিহাদ স্টেডিয়ামে। *রয়টার্স*

■ **বিতর্ক:** ম্যাচের মধ্যেই উড়ছে ব্যানার 'হোয়াইট লাইভ্‌স ম্যাটার'। *গেটি ইমেজেস*

এ সব নাটকের মধ্যেই পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তাঁদের সুন্দর ফুটবলের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। বার্নলিকে তারা হারাল ৫-০ গোলে। যার অর্থ তিরিশ বছর পরে লিগ খেতাব জয়ের জন্য লিভারপুলকে আরও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বুধবার য়ুর্গেন ক্লপের দল নামছে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ম্যান সিটির প্রতিপক্ষ চেলসি।

বার্নলির বিরুদ্ধে প্রথমার্ধেই পেপের দল এগিয়ে ছিল তিন গোলে। দু'টি করে গোল করেছেন নতুন তারকা, কলকাতায় যুব বিশ্বকাপ খেলে যাওয়া বছর কুড়ির ফিল ফডেন এবং রিয়াদ মাহরেজ়। দূরপাল্লার শটে প্রথম গোল করেন ফডেন। এর পরে ফের্নান্দিনহোর বাড়ানো ৫০ গজের পাস থেকে বক্সের উপরে দুর্দান্ত ড্রিবলে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে জোরালো শটে বার্নলি গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মাহরেজ়। তাঁর দ্বিতীয় গোলটি পেনাল্টি থেকে। সের্খিয়ো আগুয়েরোকে ফাউল করেন বার্নলির বেন মি, যা মাঠের রেফারিদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। পেনাল্টির নির্দেশ আসে ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভার) মারফত।

দেখে মনে হয়েছিল, বেনের স্পাইকের আঘাতে আগুয়েরোর পায়ের পাতায় চোট লেগেছে। তাঁকে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। গুয়ার্দিওলা ম্যাচের পরে বলেছেন, হয়তো আর্জেন্টিনীয় তারকার মরসুমই শেষ হয়ে গেল। ম্যানেজারের আশঙ্কা, ফের হাঁটুতে চোট পেয়েছেন তাঁর স্ট্রাইকার। দ্বিতীয়ার্ধেও কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন ফিল ফডেন। একটি গোল তিনি করান বের্নার্দো সিলভা হয়ে দাভিদ সিলভাকে দিয়ে। অন্যটি নিজে করেন। চার গোলের পরেও যে গুয়ার্দিওলা রাশ হাল্কা করতে চাননি, তা থেকে বোঝা যায়, প্রতিপক্ষকে দুমড়ে জেতার লক্ষ্যে কতটা নির্মম তিনি।

মালিঙ্গার বলে চুম্বন বন্ধ, বার্তা সচিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: উদ্দেশ্য ক্রিকেট মাঠে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধ। তাই শ্রীলঙ্কার পেসার লাসিথ মালিঙ্গাকে বোলিং শুরুর আগে তাঁর বল চুম্বনের প্রথা বন্ধ করতে সচেতনতার বার্তা দিলেন সচিন তেন্ডুলকর।

মাঠে করোনা-সংক্রমণ রুখতে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি থুতু দিয়ে বল পালিশের পদ্ধতি বন্ধ করেছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসার মালিঙ্গা। যিনি বলে চুম্বন দিয়ে দৌড় শুরু করেন। এ দিন মালিঙ্গার সেই বল চুম্বনের ছবি টুইট করে তিনি লেখেন, "আইসিসি-র নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনও একজনকে তাঁর রান আপের পদ্ধতি বদল করতে হবে! কী বলবে মালি?" সচিনের এই টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে মালিঙ্গা যদিও কোনও জবাব দেননি।

■ **নিষেধ:** মালিঙ্গার এই সস্কার হয়তো আর দেখা যাবে না। *টুইটার*

ভারত-পাক দ্বৈরথ ফিরুক, চান শোয়েব

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: শুধু আইসিসি-র টুর্নামেন্টে দেখা হলে লড়াই নয়, ক্রিকেটে আবার পুরোদমে ভারত বনাম পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ শুরু করা হোক বলে দাবি তুললেন শোয়েব মালিক। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বলে দিলেন, "আমার মনে হয়, অবিলম্বে ভারত-পাকিস্তানের লড়াই ফেরানো দরকার। ঠিক যেমন অ্যাশেজ ছাড়া ক্রিকেট ভাবা যায় না, ভারত বনাম পাকিস্তানের দ্বৈরথ ছাড়াও ক্রিকেট দুনিয়া সম্পূর্ণ হয় না।"

এখানেই না থেমে, শোয়েব সওয়াল করছেন, "ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া কি কখনও ভাবতে পারবে ওরা একে অন্যের সঙ্গে না খেলে বসে রয়েছে? অ্যাশেজের মতোই আবেগ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে ভারত-পাকিস্তান সিরিজ খেলা হয়। দুর্দান্ত ইতিহাস রয়েছে দু'দেশের ক্রিকেট নিয়ে। এটা বেশ লজ্জারই ঘটনা যে, ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ রয়েছে।"

ভারত-পাক ক্রিকেটের ইতিহাসে নানা চমকপ্রদ, বিতর্কিত, ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। যা নিয়ে এখনও চর্চা হয়। যেমন শারজায় চেতন শর্মার বলে জাভেদ মিয়াঁদাদের সেই শেষ বলের ছক্কা। অথবা কিরণ মোরেকে নকল করে মিয়াঁদাদের লাফানো। সুনীল গাওস্করের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দশ হাজার রানের এভারেস্টে ওঠাও ইমরান খানের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ২০০৭-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ধোনির ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়া। কিন্তু দু'দেশের রাজনৈতিক বিরোধের জেরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজই বন্ধ হয়ে আছে আট বছর।

যা নিয়ে আফসোসের সীমা নেই শোয়েবের। ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার স্বামী বলছেন, "আমার অনেক পাকিস্তানি বন্ধু আছে, যারা ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলে। ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে ওদের মধ্যে যথেষ্টই আগ্রহ দেখতে পাই। আবার আমরা যখনই ভারতে খেলতে এসেছি, একই রকম ভালবাসা ও আবেগ দেখেছি। ভারতে এসে অনেক ভালবাসাও পেয়েছি আমরা।" ভারত-পাক ক্রিকেট যখন চালু ছিল, শোয়েব মালিক অনেক বারই তাতে অংশ নিয়েছেন। ভারতেও খেলে গিয়েছেন বেশ কয়েক বার। ভারতের বিরুদ্ধে সেই সময়ে সব চেয়ে সফল ক্রিকেটারদের এক জন ছিলেন তিনি। যোগ করছেন, "আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব আবার দু'দেশের মধ্যে ক্রিকেট সিরিজ শুরু হোক।" দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ থাকার সময়েও বিদেশের মাটিতে যখনই খেলা হয়েছে, দু'দেশের ক্রিকেট ভক্তরাও পাশাপাশি বসে সেই দ্বৈরথ শান্তিপূর্ণ ভাবেই উপভোগ করেছেন।

ভারতের বিরুদ্ধে খেলায় তাঁর প্রিয় স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে শোয়েবের মন্তব্য, "সেঞ্চুরিয়নে ২০০৯-এর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচের কথা ভুলব না। ওখানে ১২৮ রানের ইনিংস খেলে আমিই ম্যাচের সেরা হয়েছিলাম। তা ছাড়া ২০০৪-এ এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটা মনে থাকবে। সে বার আমি ১২৭ বলে ১৪৩ রান করা ছাড়াও সচিন তেন্ডুলকর ও যুবরাজ সিংহের উইকেট নিয়েছিলাম।" যোগ করেছেন, "২০০৪-এ ইডেনের ওয়ান ডে-র কথাও ভুলব না। জয়ের জন্য আমরা ২৯৩ রান তাড়া করেছিলাম। সেটা ছিল ইদের ঠিক আগের দিন। নৈশালোকে ইডেনের পরিবেশটা সে রাতে সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল।"

শোয়েব দাবি তুললেও এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, ক্রিকেট ভক্তরা এশিয়া কাপ বা বিশ্বকাপের মতো ইভেন্টেই শুধু ভারত-পাক দ্বৈরথের আস্বাদ পেতে পারেন।

করোনাকে হারিয়ে ফের জুভেন্টাসকে জেতাচ্ছেন দিবালা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জুন: ইটালির প্রধান ফুটবল লিগ 'সেরি আ'-তে জুভেন্টাসের হয়ে মাঠে ফিরেই কিন্তু পাওলো দিবালা বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এখনও একই রকম বিপজ্জনক আছেন। করোনা প্রায় দু'মাস ধরে চিকিৎসাধীন, একঘরে করে রাখলেও তাঁর ফুটবলকে কমজোরি করতে পারেনি।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পেনাল্টি থেকে গোল করার পরে বাঁ পায়ের দুর্ধর্ষ বাঁক খাওয়া শটে গোল করেন দিবালা। 'সেরি আ'-তে তাদের প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে সোমবার রাতে বোলোগনার বিরুদ্ধে জুভেন্টাস ২-০ জেতে দুই তারকার গোলে। মার্চে এই দিবালাই করোনা ধরার পরে ৪৬ দিন ধরে নিভৃতবাসে ছিলেন। তখন প্রত্যেক সপ্তাহে তাঁর পরীক্ষা হচ্ছে আর প্রত্যেক বারই 'পজিটিভ' ফল আসছে। কোভিড-১৯ হানায় ইটালি তখন রীতিমতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত। দিবালার বান্ধবীরও করোনা ধরা পড়ে। "আমি যে নিজের খেলায় দারুণ খুশি হতে পেরেছি, তা নয়। তবে ভাল লাগছে দারুণ একটা ম্যাচে খেলতে পারলাম বলে। যখন ফুটবলে পা দিতে পারছিলাম না, সঠিক খাদ্য খেয়ে নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টা করে গিয়েছি," বলেন দিবালা।

করোনা-বিধ্বস্ত ইটালি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছে। ফুটবলও ফিরেছে তবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। নজিরবিহীন টানা ন'বার লিগ খেতাব জয় তাড়া করছে জুভেন্টাস। সোমবার জিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা লাজিয়োর চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছে তারা। বুধবার আটলান্টার বিরুদ্ধে নামছে লাজিয়ো। নাপোলির কাছে কোপা ইটালিয়া ফাইনালে হারের পরে এই জয় স্বস্তি দেবে জুভেন্টাস ভক্তদের। তারকা ডিফেন্ডার লিয়োনার্দো বোনুচ্চি বলেছেন, "এই জয়ের খুব দরকার ছিল। এত দিন ফুটবল থেকে দূরে থাকার পরে মাঠে ফেরাটা সহজ ছিল না। আগের দু'টো ম্যাচে আমরা একশো শতাংশ ছিলাম না। এ বার ছন্দে আসছি।"

জুভেন্টাসের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এ সি মিলান ৪-১ হারিয়েছে অবনমন বাঁচানোর জন্য লড়াই করা লিচ্চেকে। তারকা স্ট্রাইকার জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচকে না পেলেও গোল পেতে অসুবিধা হয়নি মিলানের। গত মাসে ট্রেনিংয়ের সময়ে চোট পান ইব্রা। তবে তাঁর চুক্তি শেষ হয়ে আসছে এবং নবীকরণ হবে কি না, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে।

■ **প্রত্যাবর্তন:** মাঠে ফিরেই গোল দিবালার। *গেটি ইমেজেস*

■ **আকর্ষণ:** পেনাল্টি থেকে গোল করার পথে রোনাল্ডো। *রয়টার্স*

B.P. PODDAR HOSPITAL
NEW ALIPORE, KOLKATA
4 ইঞ্চি কেটে হার্ট বাইপাস
UNLOCK 1-এ
24x7 Emergency Service
OPD ও IPD তে সবধরনের Specialist Doctor পাবেন।
Tele / Video Conference মাধ্যমে experience Doctor-এর পরামর্শ নিন।
OPD-তে COVID 19 test-এর সুবিধা আছে।
Pathology ও Radiology 24 ঘন্টা খোলা।
এখানে Cash, Mediclaim, CGHS, ECHS WBHS Cashless-এ Patient ভর্তি নেওয়া হয়।
যেকোন Emergency তে যোগাযোগ করুন ঃ
85850 35846

মুখরোচক
জনপ্রিয় চানাচুর
একা থাকুন ভরসা রাখুন ভালো খান সুস্থ থাকুন
+91 97487 35857 | +91 98304 58230
+91 98319 47429

হাত বাড়ালেই সুবিধা !
Suvida
Oral Contraceptive Pill
Contact your nearest Chemist / Retail Shop
For Trade Enquiry/Dealership (Pharma/FMCG)
Call/SMS/Whatsapp at +91 8017444555

দাদ, চুলকানি, একজিমা
থেকে আয়ুর্বেদিক মলম ব্যবহার করে আরাম পান
ইচকু
আয়ুর্বেদিক মলম
24x7 Helpline: 0171-3055288
Website: www.itchku.in
Available at all leading medical & general stores
প্রথম দিন থেকেই ফল পাবেন

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী টিকিট বিক্রি হল শিলিগুড়ির বাগডোগরায়
প্রায় প্রতিদিনই নতুন কারও না কারও ভাগ্য বদলে দিচ্ছে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি। লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ গৃহবধূ, ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি এখন সকলের কাছেই অতি পরিচিত নাম। 22.06.2020 তারিখের ড্র-তে 86H 18794 নম্বরের টিকিটে এবার যিনি লাখপতি হয়েছেন, তাঁকে টিকিট বিক্রি করেছিলেন শিলিগুড়ির বাগডোগরার বাসিন্দা বিজয় গোপাল দাস। বিজয় এই ব্যবসায় রয়েছেন বহু দিন। তিনি বললেন, "বহু বছর ধরেই লটারির টিকিট বিক্রি করছি আমি। এই ব্যবসা করেই ভাল ভাবে পরিবার নিয়ে সংসার করছি। এবার আমার বিক্রি করা টিকিটে একজন ৫০ লাখ টাকা জেতায় ইনসেন্টিভ হিসেবে আমারও টাকার প্রাপ্তি ঘটল। প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখে নেওয়া যায় বলে মানুষ চোখ বন্ধ করে ভরসা করেন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ওপর। সেই কারণেই ভাগ্য বদলের আশায় অধিকাংশেরই প্রথম পছন্দ এই লটারি।"

Net Qty.: 30Tabs | MRP: ₹ 78/-
Divisa
একবারেই হয়ে উঠুন ফ্রেশ
পেট সফা টেবলেট্স
Natural Laxative TABLETS
NO. 1 BRAND
Ayurvedic Proprietary Medicine
No Side Effect
Safe for daily use
পেট সফা... তো হর রোগ দফা
Dr. Juneja's পেট সাফা
NATURAL LAXATIVE TABLETS
যদি আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিডিটিতে ভোগেন তাহলে আজই ব্যবহার করুন পেট সাফা আয়ুর্বেদিক ট্যাবলেট। এটা অভ্যাসে পরিণত হয় না ও প্রথম দিন থেকেই ফল দেয়।
Finally Relief
24x7 Helpline: 0171-3055233
www.petsaffa.com
vailable at all medical & general stores

Crux
Cough Syrup with Tulsi
সম্পূর্ণ স্বদেশী #VOCALFORLOCAL
এই বছরের সর্দি-কাশি বিপজ্জনক হতে পারে
আয়ুর্বেদের সুরক্ষা কবচ
সাধারণ কফ সিরাপ-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত
• বেশি ঘুম – নয় • কোষ্ঠকাঠিন্য - নয়
• অ্যালকোহল – নেই • সুরক্ষিত
অ্যান্টি ভাইরাল এবং রোগপ্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভেষজ সমৃদ্ধ
তুলসী: অ্যান্টি ভাইরাল গুণাবলিযুক্ত কফ থেকে আরাম দেয় এবং রোগপ্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উপকারী।
মুলেঠি: গলায় ব্যথা, কণ্ঠস্বরে কর্কশতা দূর করার জন্য এবং রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক।
বাসকা ও নবসাগর: কাশি প্রতিরোধ করে এবং সহজে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে সহায়তা করে।
পুদিনা: এতে অ্যান্টি ভাইরাল গুণাবলি আছে, যা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে আরাম দেয়।
নীলগিরি তেল: কাশি এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সহায়ক।
BAN SINCE 1966
BAN LABS (P) LTD. | Email: consumer.care@banlab.com | Website: www.banlabs.com
Online Available: www.banlabsstore.com | amazon | Flipkart | 1mg
FOR PRODUCT & DISTRIBUTION INQUIRY : 9726400767, 9007128846, 9831169330, 8336867626